

বিবিধ প্রবন্ধ

প্রথম ভাগ।



“ধনবিজ্ঞান” “বাণিজ্য” ও ১৯১২ সালের ইন্টারমিডিয়েটের পাঠ্য
পুস্তকরূপে নির্বাচিত “বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ”

অণেতা

শ্রীগিরীন্দ্র কুমার সেন এম, এ, প্রণীত।

১৯১২

২৪৬১



সবকারি এণ্ড কোং।

৫৪-৮ কলকাতা ইন্ডিয়া।

“লোকনাথ যন্ত্র”

১১।১ নবাবি ওস্তাগবেব লেন হুইতে

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত ।

প্রকাশক

আন্ন, এল, সবকাব

৫৪।৮ কলেজ ষ্ট্রীট

কলিকাতা ।



বক্তব্য বিষয় ।

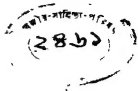
বিদ্যালয়েব উচ্চশ্রেণীৰ বালকেবা বাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞাতব্য বিষয় মনোমধ্যে আন্দোলন কৰিতে সমর্থ হয়েন সে কাৰণ বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ঐ পুস্তকে নৈতিক, সামাজিক, পৌৰাণিক নিত্য প্রবোজনীয়, এবং বালকদিগেব অব্যাজ্ঞাতব্য বহু বিষয় সংক্ষেপে কিঙ্কপে প্রকাশ কৰা যাইতে পাবে এবং অপ্ৰাসঙ্গিক কথাও বাহাতে বন্ধবা বিষয়ে সন্নিবিষ্ট না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

অনেক সময় বালকেবা কোন্ বিষয় কি লিখিবে ভাবিয়াই আকুল হয়। পথাৰেকণ, মনোমধ্যে আন্দোলন, অধ্যয়ন এবং নিজ গণ্ডিব মধ্যে ঐত্যাহিক স্ৰষ্টব্য ঘটনা, স্বদেশবাসীৰ আচাৰ ব্যবহাৰ সামাজিক পদ্ধতি, অপৰ দেশেব ঐত কথা—ইত্যাদিৰ প্রতি অবহেলাই ইহংব একমাত্র কাৰণ বলিয়া অনুমিত হয়। এষ্ট অবহেলাৰ ফলে কৰ্মজীবনে পদে পদে অজ্ঞতাৰ ফল ভোগ কৰিতে হয়।

এষ্ট পুস্তক পাঠে যদি বালকদিগেব কিছু মাত্র উপকাৰ হয়, তাহা হইলে শ্রম সকল জ্ঞান কৰিব। উতি,

গবৰ্ণমেণ্ট কৰ্মাৰ্শ্যাল ক্লাসে }
১১ ই মাঘ ১৩১১ সাল। }

শ্রীগিৰীশ কুমাৰ দেব ।



সূচী পত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তি	
ব্রাহ্মবংশলতা	৪
জীবজন্তুর প্রতি কষ্টব্য	৬
ভূগোব প্রতি ব্যবহার	৮
অতিথি সেবা	১০
ব্যাখ্যাবলী	১৩
ছাত্রজীবনের সাধারণ কর্তব্য	১৭
আত্মজ্ঞান	১১
সংসর্গ	১৩
শিষ্টতা	২৬
স্বায়ত্বশ্রম	২২
সমায়ব ব্যবহার	৩৪
পনোপকাৰ	৩৮
প্রত্যুপকাৰ	৪১
ধৈৰ্য ও সহিষ্ণুতা	৪৩
সত্যাহুবাগ	৪৬
অধ্যবসায়	৪৮
একাগ্রতা ও অতিনিবেশ	৫২
ব্রহ্মভক্তি	৫৭
স্বাধীনতা ই প্রশস্ত উপায়	৬১
বিনয় ও সৌম্য	৬৬
বাস্তবভক্তি ও বাস্তব পন্থার সাধন	৭০

বিষয় ।	পৃষ্ঠা
পবিত্রম ও মিতব্যয়ই ধনাগমেব এবমাত্র উপায়	৭৫
‘বাহাই কেন ঘটুক না কর্তব্য কণ্ঠ কবাবে	৭৭
দীর্ঘস্থিত্তা	৮৫
আলস্ত	৮৯
‘অতিবিক্ত ধনতৃষ্ণা	৯৪
স্বার্থপরতা	৯৯
বাণিজ্য	১০৩
কৃষি ও শিল্প	১০৯
গৃহপালিত পশু	১১৫
বঙ্গদেশেব ঋতু সকল	১২২
‘একটা নদী (গঙ্গা)	১৩১
‘বেলপথ	১৩৫
‘পোষ্ট বিভাগেব আবশ্যকতা	১৩৮
‘মুক্তাযন্ত্র	১৪১
‘কয়লা	১৪৩
‘ভূমিকম্প	১৪৭
হবিশ্চক্রে	১৫০
‘ঋষ	১৫৪
একলব্য	১৫৭
নগদময়ন্তী	১৬০
✓দীপ্তাচবিত্র	১৬৬
আয়েষাচবিত্র	১৭০
✓বড় লোকেব জীবনব উপকাৰিতা	১৭৩
✓কলিকাতাদর্শন	১৭৫

বিবিধ প্রবন্ধ ।

প্রথম ভাগ ।



মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তি ।

যখন বয়স হঠলে চিন্তা বৰি যে, কাহাব কৃপাব এ সংসাৰ আমাব হইল, কাহাব কৃপায় আজ এত বড হইলাম, কাহাব কৃপাব মধ্যে মধ্যে সঙ্কট— ব্যাবিগ্ৰস্ত হইবাও মুক্তিলাভ কৰিবাছি, তখন স্বতঃই মাতা পিতাব কথা মনে হয় । বড হঠয়া আবও মনে হয়, যখন আমবা পাবে ঠাঁটিত ও কথা কহিতে শিথি নাই, যখন ক্ৰন্দন ভিন্ন আনাদেব অভাব জানাইবাব উপায় ছিল না, তখন মাতা পিতাই আনাদেব অভাব পূৰণ কৰিবাছেন । মাতা দশমাস দশদিন গৰ্ভে ধাবণ কৰিবাছিলেন এবং আমি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্ৰ নিজ স্নেহ বা হৃৎপেৰ প্রতি দৃকপাত না কৰিবা আমাব মঙ্গলেব নিমিত্ত অশেষ ব্যয়না ভোগ কৰিতে কুণ্ঠিত হবেন নাই । কিন্তু এই সবলই কি মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তিৰ একমাত্ৰ কাৰণ ? আমবা কয়জন এই সকল কাৰণ বিচাব কৰিবা ভক্তি কৰিতে শিক্ষা কৰিবাছি ? এ সকল কথা ত আমবা বড হঠয়া ভাবিতে ও বলিতে শিথিবাছি । তবে কি এ সকল কথা শিথিবাব পূৰ্বে আমবা মাতাপিতাকে ভক্তি কৰি নাই ? কখনই নহে । আমি তাঁহাদেব পুত্ৰ বলিয়াই মাতাপিতা আমাব হৃৎপে, আমাব স্নেহে, আমাব আব্দাবে, আমাবই মত ভাবিবাছেন এবং তাঁহাবা আমাব মাতা পিতা বলিবাট আমি তাঁহাদেব ভালবাসাব কাৰণ অনুসন্ধান না কৰিয়া অবিচাৰিত চিন্তে তাঁহাদেব প্ৰতি অন্তবেব সহিত মুগ্ধ হইবাছি । এই জন্তই আমাব মাতাব সতিত অপবেব মাতাব তুলনা কৰিতে ইচ্ছা হয় না । বত আত্মীক

স্বপ্ননেব বস্তু রূপা, কত গুণাবলীতে কত না মুগ্ধ হইয়াছি, কৈ তাঁহাদের
 রূপা ও গুণেব কথা মাতাপিতাব প্রতি ভক্তি বিষয়েত কখন তুলনা কবিতে
 ইচ্ছা হয় নাই। কেবল মনে হয় তাঁহাদের মূর্তিব মধ্যে কি এক অব্যক্ত
 আত্মচর্চায় ভাব নিহিত আছে, যাহা দেখিলে, যাহা ভাবিলে আত্মহারা
 হইতে হয় ও সর্বাস্তববশে আত্ম নিবেদন করিয়া স্ব স্ব শান্তি ও সন্তুষ্টিব
 সুবাসাদ গ্রহণ করিয়া থাকি। এই আত্মনিবেদনেব মূলে ভক্তি নিহিত।
 এই ভক্তিব মূলে অল্পবাগ এবং অল্পবাগেব মূলে অতিশয় ভাব—এই ভাব
 আমবা ননে মনে বুদ্ধিতে পাবি, কথায় প্রকাশ কবিতে পাবি না। তবে
 এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমাব বলিয়াই আমি তাঁহাদের ভক্তি কবি
 এবং আমি তাঁহাদের বলিয়াই “অসিতবরণ” হইলেও তাঁহাদের নিকট
 “কবিত কাঞ্চন”। এই নিমিত্তই ভীষণ দুঃখে পতিত হইলে অথবা বোগ-
 শয্যায় অধীৰ হইলে মাতা পিতাকে সম্মুখে না পাইলেও “মা” “মা”
 “বাবাগো” বলিয়াই শান্তি ও সন্তুষ্টিব শীতল বাবিতে প্রাণ ছুড়াইয়া
 যায়। এই নিমিত্তই প্রবাসে থাকিয়া তাঁহাদের মূর্তি পূজা করিতে ইচ্ছা
 হয়। এই নিমিত্তই তাঁহাদের নিকট আসিয়া একেবাবে তাঁহাদের চরণে
 আত্মনিবেদন কবিয়াছি ও তখনই তাঁহাদের করস্পর্শ সুখে সন্তুষ্ট হই-
 য়াছি। এই নিমিত্তই দারুণ বোগশয্যায় যখনই বলিবাছি “মা তুমি
 এখনও থাও নাই”, মা বলিয়াছেন “একটু ভাল হও বাবা, থাওয়াত
 আছেই, একবারে পূজা দিয়া থাইব।” অহো, এ কথা জগতে আর কে
 বলিতে পারে ?

তাঁহাদের চিন্তা কেবল আমাবই জ্ঞাত, ধ্যান কেবল আমাবই মঙ্গ-
 লের নিমিত্ত, ধাবণা উপাসনা আমাবই হিতকামনায় সজ্জাত, তাঁহাদের
 নিকট প্রার্থনা কবিবাব পূর্ক্বেই অবাচিত ভাবে কত না দুর্লভ সামগ্রী লাভ
 করিয়াছি, ও বাঁহা বা দিন নাই বাত্র নাই অথচ প্রতিদানেব প্রত্যাশায়

প্রণোদিত না হইয়া আমাবই মঙ্গল-বামনায় কাতব বশ্তে ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে দেবতাব নিকট অবিবত প্রার্থনা কবিয়াছেন, তাঁহাবাই আমাব প্রত্যক্ষ দেবতা । তথাপি তাঁহাদেব উপব অভিমান কবিয়াছি, বাগ কবিয়াছি ও তাঁহাদিগকে বিবক্ত কবিয়াছি । কিন্তু তাঁহাদেব কি অদুত জ্ঞা গুণ । জগতে অপব কে কাতকে একুপ জ্ঞা কবিতে পাবেন ? কে মনে মনে আশ্বস্ত হইতে পাবেন যে বড় হটলে ছেলেব ঐ দোষ কখনই থাকিবে না । এই সকল গুণেব বিষয় চিন্তা কবিয়াই সংসাবে স্বৰ্গস্থ অমৃততব কবা যায় । পণ্ডিতেবা তদন্ততচিন্ত হইয়া বোধ হয় এট নিমিত্তই বলিয়াছেন জননী ও জন্মভূমি স্বৰ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পিতাই স্বৰ্গ, পিতাই স্বৰ্গ এবং পিতাই পবম তপস্তা ।

এই যে ভক্তি ও স্নেহেব কথা বিবৃত হটল তাহা কেবল মানব জীবনেই সম্ভবপব , কাবণ উৎকৃষ্ট স্ব্বাচ্ছ হর্লত হল পাইলে মাতাপিতা সন্তানাক না দিয়া ভক্ষণ কবিতে পাবেন না, কিন্তু ঠতব জন্তুদেব মধ্যে মাতাপুত্রে বা পিতাপুত্রে অনেক সমব কলহ হটয়া থাকে ।

কর্তব্য-জ্ঞান আমবা বড় হইবা লাভ কবি , কাবণ যাহা কবা উচিত তাহাই কর্তব্য এবং কোন কাৰ্য্য কবা উচিত, বা না কবা উচিত, তাহা বিশেষ জ্ঞান না হইলে বিচাৰ কবা যায় না । এই জ্ঞান লাভ কবিয়া, মাতা পিতা প্রতিদানেব প্রত্যাশা না কবিলেও তাঁহাদেব সৰ্ক্কতোভাবে প্রীতি বিধান কবা মানব-জীবনেব প্রধান কর্তব্য ও শ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া, বামচন্দ্র, ধন্ববাক্য যুধিষ্ঠিৰ, ইত্যাদি অনেক মহাপুরুষ এই সকল ব্রত উজ্জাপিত কবিয়া স্ব স্ব জীবন সার্থক কবিয়াছেন ।

ভ্রাতৃবৎসলতা ।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি ভক্তি ও স্নেহ আপনা হইতেই আমাদের মনে জাগরুক হয়। এই ভক্তি ও স্নেহের মূলেও অমুবাগ ও হৃদয়ের অতিমিতা। ভ্রাতা ও ভগিনীগণ যেন মাতা পিতাকপ এক বৃক্ষেব শাখা মাত্র, কোনটী বড় ও কোনটী ছোট। প্রবল বাত্যা তাহাবা সকলেই চঞ্চল হয় এবং মধু যামিনীর মূছ মধুব মন্দ হিলোলে সকলেই মর্ম্মব পুলকে পুলকিত হয়।

ইহাদেব মধ্যে বিশেষ জ্ঞানেব সন্ধাব হইলে পবম্পবেব মধ্যে দাল্যকালে মাতা পিতাব উপব যে পক্ষপাতিত্ব দোষাবোপেব মন্দ ইচ্ছা উদ্দীপিত হইয়া থাকে, তাহা অপনোদিত হইয়া পবম্পবেব প্রতি যে কর্তব্য পালনেব পবা-কাষ্টা পবদৃষ্ট হয়, তাহা দেখিলে ও শ্রবণ কবিলে, এ ধবাবাম স্বর্গধাম বলিয়া অম্মনিত হয়।

দূতশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থেব সতিত যুববাজ ভরত অযোধ্যাস উপস্থিত হইয়া যখন শুনিলেন, যে কৈকেয়ীব কুমন্ত্রণায় ও সত্য ধম্মেব অম্মবোধে শ্রীবামচন্দ্র নিরুাসিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাব পবিবর্তে নিজেব রাজ্যাভ্যযক হইবে, এবং যখন অবগত হইলেন, যে বাজোচিত পবিদেয় বিনিমবে শ্রীবামচন্দ্র জঁটাবড়ল পবিধান কবিয়া বাম্বস-সেবিত ঘোব দণ্ডকাবণ্যে বাস কবিবেন, এবং ধর্ম্মবীব বাম সেই অন্তত ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিমাতাব ও অজ্ঞাত মাতৃগণেব চবণে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সাঙ্ঘনা দিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহাবে বনগমন কবিয়াছেন, এবং তদনন্তব-পিতৃদেব শোকে অভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ কবিয়াছেন, তখন ভ্রাতৃবৎসল ভবত জীবন্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে যুববাজ বিক্ষিৎ প্রস্থতিস্থ হইয়া পিতৃদেহ সংকাব কবিবাব পব যে ভ্রাতৃবৎসলতাৰ পৰিচয় দিয়াছিলেন, তাহা জগতে অতি চর্রত।

বাজসভাৰ উপদেষ্টা কাশ্যপ, কাতায়ন, মাৰ্কণ্ডেয়, মৌগল্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ বশিষ্ঠেৰ সহিত উপস্থিত হইয়া যখন ভবতকে পিতৃপ্ৰদত্ত বাজ্যে অভিষিক্ত হইতে অনুবোধ কৰিযাছিলেন, তখন যুববাজ জিতেন্দ্ৰিয় শ্ৰীৰামচন্দ্ৰেৰ স্নেহ ও তাঁহাৰ প্ৰতি ভক্তিৰ কথা শ্রবণ কৰিয়া, বাম্পগদগদ স্বৰে বলিযাছিলেন, “তাঁহা ছোৰ্ঠ পুত্ৰেৰ প্ৰাপ্য এবং যাহা ধীমান্ ধৰ্ম্মপ্ৰাণ বামচন্দ্ৰেৰ যোগ্য তাঁহা ভোগ কৰিবাৰ বাসনা হৃদয়ে পোষণ কৰাও পাপ, এবং বিশ্বাসঘাতকেৰ জ্ঞায ভক্তি ভুলিযা গিয়া ধন্থে জলাঞ্জলি দিবা দস্থ্যব মত তাঁহা ভোগ কৰা ও পবস্বাপহৰণ কৰা সমান কথা । এ বাজ্যেৰ বাজা শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ এবং আমি তাঁহাৰ প্ৰজা মাত্ৰ ।”

আমবা বলিযাছি ভক্তি ও স্নেহ কথায় প্ৰকাশিত হয় না । ইহা হৃদয়েৰ বে নিভৃত স্থান হইতে উদ্গত হয় তাঁহা দেখিতে পাওযা যায় না । সেই কাৰণ ভবত মাতৃগণ, গুৰু পুৰোহিত, অমাত্য, সৈন্তসামন্ত ইত্যাদি লইযা শ্ৰীবান-দৰ্শনাভিলাষে বহিৰ্গত হইলেন । পথে কত লোকে বত কথাই ভাবিল । বামসখা গুহক এমন কি ভববাজ এবং লক্ষ্মণও সন্দেহ কৰিলেন বুঝিবা নিম্ফটকে বাজ্য ভোগ কৰিবাৰ মাননে ভবত বৈমাত্ৰেয় শ্ৰীৰামচন্দ্ৰেৰ অনিষ্ট-সাধনে প্ৰবৃত্ত । আহা ! এ মনেৰ কথা শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ ও ভবত ব্যতীত কে বুঝিবে । এই কাৰণে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ অবিচাৰিতচিত্তে ভবতকে দেখা দিলেন এবং ভবত তাঁহাৰ শ্ৰীচৰণে আশ্রু নিবেদন কৰিয়া ভক্তিৰ পৰাকাষ্টা দেখাইলেন—কিন্তু ইটাই শেষ নহে । পবম্পব পবম্পবকে বাজ্যভোগেৰ নিমিত্ত বত না অনুবোধ কৰিলেন এবং কত না যুক্তি দেখাইলেন, কিন্তু বৰ্ত্তাব্যব সগ্ৰথে কিছুই স্থিতি লাভ কৰিল না—স্নেহেৰ প্ৰাবল্যে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ পবাস্ত হইলেন । তিনি বাজ্য বলিযা পৰিগণিত হইতে অস্বীকৃত হইতে পাবিলেন না এবং প্ৰজা ভবতেৰ ভক্তিৰ জয় হইল । তিনি প্ৰতিনিধিৰূপে বাজ্যকাৰ্য্য পৰিচালনা কৰিবেন । কিন্তু কি অপূৰ্ণ

ভক্তি । যদি রাজধানীতে রাজকাৰ্য্য সমাধা কবিত্তে কবিত্তে আত্মস্তুতি
উপস্থিত হইয়া ভাতৃভক্তি হাসমাণ হয়, এই ভাবিয়া স্বার্থ-বিজয়ী জিতেদ্রিয়
ভবত পূব প্রবেশ না কবিয়া মল্লিগণ সহ পাছুকা যুগল মস্তকে ধাবণ
পূৰ্বক নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং যতদিন না বামচন্দ্র প্রত্যাগত
হয়েন পাছুকাৰ নামে রাজ্য বন্ধা কবিয়াছিলেন ।

জীবজন্তুর প্রতি কর্তব্য ।

মঙ্গলবিধাতা জগৎপতি কতৃক যত জীবই সৃষ্ট হইয়াছে, উহাৰা
সকলেই পরস্পৰেব উপকাৰ-সাধনেব নিমিত্ত বৃদ্ধিত্তে হইবে । এমন কি
ব্যাঘ্ৰেব জায় হিংস্র জন্তুৰ চৰ্শ্বেও যোগী ঋষিৰ আসন প্রস্তুত হইয়া থাকে ।
এ জগতেৰ আদিম নিবাসীৰা যখন খাণ্ডহীন ও বস্ত্রহীন হইয়া বস্ত্র পণ্ডব
জায় বনে বনে ভ্রমণ করিত, তখন হইতে জীব জন্তুৰা আমাদিগকে
সাহায্য কবিয়া আসিত্তেছে । বাস্তবিক পক্ষে জীবজন্তুই আমাদেব প্রধান
মূলধন ছিল । এই ধন সামগ্ৰীৰ সাহায্যেই আমবা অল্পধন উৎপাদন বা
উপার্জন কবিত্তে সমর্থ হইবা আজি সভ্যতাৰ চৰম সীমাৰ উপনীত
হইয়াছি । গো মহিষ প্রত্যাহ দ্রব্ধ দিয়া প্রথম হইতে আমাদেব প্রাত্যহিক
আহাবেব চিন্তা কতক পৰিমাণে নিবাকৃত কবিয়াছে । মেঘ ও ছাগ
উৰ্ণাধাৰা প্রথমেই আমাদেব লজ্জা নিবাবণ কবিয়াছে এবং যও অশ্বেব
মত সমস্ত দ্রব্যভাৰ বহন কবিয়া একদেশ হইতে অন্তদেশে লইয়া গিয়া ও
শ্রমসাধ্য নানাবিধ কৰ্ম্মেব শ্রম সংক্ষেপ বিষয়েব সহায়তা কবিয়াছে এবং
স্বার্থপৰ'মানবজাতি স্বকীয় উদ্দেশ্য-সাধনেব নিমিত্ত এতাবৎ উহাদিগকে
বহু কবিয়া আসিয়াছে ।

এই জীবজন্তুগণিব মধ্যে কতকগুলি এমন নয়নমনোহৰ এবং
এক এক সময়ে ইহাৰা একরূপ বক্ষণ নয়নে দৃষ্টপাত করে, যে তাহাদেব

দেখিলে স্বতঃই মনে আনন্দেৰ সঞ্চাব হয় এবং বিশ্ব বিধাতাৰ অদ্ভুত সৃজন মাগায়ে্যোৰ বিষয় অনন্তমানে অনুধাবন কৰিতে ইচ্ছা হয় । হৰিণগুলি যখন একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে মনে হয় যেন আঁখিতে কত কথাই বলিতেছে । গাভীগুলি বংশেৰ হাধাববে যখন ঘন ঘন এদিক ওদিক দৃষ্টি নিৰ্গম কৰে, তখন বাংসল্য ভাবেৰ স্বৰূপতা পৰিস্ফুট হইয়া উঠ, এবং কুবুৰগুলি যখন প্ৰভুকে দেখিবামাত্ৰ চঞ্চল পুচ্ছে নিজ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিতে থাকে, তখন জগতে মহুয্য যে কেন অকৃতজ্ঞ হয় তাহা চিন্তা কৰিবাব কাৰণ উপস্থিত হয় ।

এই কৃতজ্ঞ, এই উপকাৰী, এই মনোমোহকৰ, এই বাংসল্যপূৰ্ণ জীবেৰ যে সুখ ও দুঃখ অনুভব কৰিবাব শক্তি বৰ্ত্তমান আছে, তাহা স্পষ্টই প্ৰতীয়মান হয়, কিন্তু ভ্ৰূঃধেয় বিষয় তাহাবা কথাৰ তাহা ব্যক্ত কৰিতে পাৰে না । শাসিত সভ্য দেশে অপেক্ষাকৃত দীমান, বীৰ্য্যবান, ক্লপবান বা ধনবান কোন প্ৰকাৰে মূৰ্খ বা দুৰ্দ্ধল বা কুংসিত বা দৰিদ্ৰকে লাঞ্ছিত কৰিতে পাবে না, অথবা কৰিবাব তাহাদেৰ অধিকাৰ নাই । যদি কৰে, তাহা হইলে লাঞ্ছিতৰ উহা প্ৰকাশ অথবা অনুরোধ কৰিবাব অধিকাৰ আছে, এবং ঐক্লপ কৰিলে হয় সমাদ্ৰ না হয় বাজ্ঞানসন আসিয়া অপকাৰীৰ দণ্ড বিধান কৃতসঙ্কল্প হইবে । কিন্তু পশুৰ প্ৰতি নিম্নৰ ব্যবহাৰ কৰিলে তাহাৰ পক্ষে কে অত্যাচাৰীৰ দণ্ড বিধান কৰিবে ? অধিকন্তু মানবেৰ প্ৰতি অত্যাচাৰ কৰিলে অনেক সময় ক্ষতি পূৰণ কৰিলে তাহাৰ নিষ্পত্তি কথা যায় এবং অনেক সময় ক্ষমা ভিক্ষা কৰিয়া অপকৃত্তেৰ সন্তোষ সাধন কৰা যায়, কিন্তু পশুৰ পক্ষে কোন যুক্তিই প্ৰযুক্ত হইতে পাবে না । তাহাকে অৰ্ধ দিয়া বা কাপড দিয়া তাহাৰ ক্ষতি পূৰণ কৰা যায় না এবং পশুৰ নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কৰিলে অথবা অপবাধ স্বীকাৰ কৰিলে অনুতপ্ত হৃদয়েৰ দাতনা সে অনুভব কৰিতে পাবে না । এ সকল কাৰণ জ্ঞাত

হইয়া যে মানব পশুব প্রতি নিদ্রয় ব্যবহার্য্য হবে, সে ব্যক্তি মানব নামের কখনই যোগ্য নহে ।

পশুব প্রতি নিদ্রয় ব্যবহার্য্যও যেক্রপ অন্ডায় তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যেব প্রতি দৃষ্টি রাখাও সেক্রপ কর্তব্য । যে জীবের দ্বাৰা আমবা জগতে প্রায় সমস্ত বাস্তব সামগ্রী লাভ কবিতে সহায়তা পাইবাছি, তাহাব প্রতি আমবা যতই কৃপাবান হইব, তাহাব স্বাস্থ্যেব প্রতি আমবা যতই দৃষ্টি রাখিব, ততই তাহাদের মঙ্গলেব সহিত আমাদেরও মঙ্গল সাধিত হইবে এবং আমবা পবন কাকণিক পবমেশ্বৰেব কৃপাদৃষ্টি লাভ কবিতে সমর্থ হইব ।

ভৃত্যেব প্রতি ব্যবহার ।

মহুযেব প্রতি মহুযেব যে কন্তব্য তাহা বর্ণভেদে বা দেহেব বলভেদে বা অবস্থাৰ বিপর্য্য ভেদে কখনই পৰিবৰ্ত্তিত হইতে পাৰে না । আমাব ঋতচন্দ্র বলিয়া যে আমি কৃষ্ণচৰ্ম্মেৰ শোককে লাহিত কবিব, আমাব বল অধিক বলিয়া যে আমি দুৰ্জলকে গীডন কবিব, এবং আমাব ধন অধিক বলিয়া যে আমি দাবিজকে বষ্ট দিব, ইহা সভ্যজগতে একপ্রকাৰ অসম্ভব । জগতে অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বস্তুমান থাকায় কেহ বা প্রভু এবং কেহ বা ভৃত্য হইয়া থাকে । শেযোক্ত ব্যক্তি কিন্তু তাহাব শ্রমেব বিনিময়ে প্রভুৰ নিকট বেতন পাইয়া থাকে এবং প্রভুও তাহাকে দান হিসাবে না দিয়া কল্প কবাটয়া তদ্বিনিময়ে তাহাকে অর্থ দিয়া থাকেন ।

প্রভুও ভৃত্যে যখন এই সম্বন্ধ বিবাজমান, তখন ভৃত্যেব যেক্রপ কন্ডে অবহেলা কবিবাব অধিকাৰ নাই প্রভুৰও সেইক্রপ ভৃত্যেব প্রতি ভৃত্য বলিয়া দূৰ্য্যবহার কবিবাব অধিকাৰ নাই । অধিকন্তু আনাদের দেশেব নিম্ন-শ্রেণীৰ হিন্দু ভৃত্যেবা উচ্চশ্রেণীদেব চিবমুখাপেক্ষী এবং কখন মনেবও স্বতন্ত্ৰতা অবলম্বন কৰিতে চেষ্টা কৰে নাই । প্রভু ও ভৃত্য কখনই

মৌলিক ভাবে স্বতন্ত্ৰতা চিন্তা কৰে না। ভূতা নিগূঢ় হইবাই প্ৰভুকে ও
প্ৰভুপত্নীক পিতামাতাকৰূপে এবং প্ৰভুপুত্ৰদিগকে জ্যেষ্ঠভ্ৰাতাকৰূপে সম্বো-
ধন কৰে। যদিও সভা সমাজে মানব মাত্ৰেবট স্বাভাৱ্য বন্ধা সময়ে আইন
আদালত সৃষ্ট হইবাছে, তথাপি আমাৰ দেশৰ ভূতা, প্ৰভুৰ বিপক্ষে কখন
ঐ সকলেৰ সাহায্য লভিতে অগ্ৰসৰ হয় না। তাহাদেৱ আদালত প্ৰভু-
পত্নীৰ বিপক্ষে প্ৰভু এব প্ৰভুৰ বিপক্ষে প্ৰভুপত্নী।

যে দেশে প্ৰভু ও ভূতে একপ সম্বন্ধ সে দেশে ভূতেশ্বৰ প্ৰতি বাৎ-
সল্য ভাব প্ৰায়ট বিৰাজিত থাকে। বিশ্ব ভূতেশ্বৰ যিহে অনেক প্ৰভু
ও প্ৰভু পুত্ৰবা সে সকল কণা ভূশিমা বাব। তাহাবা অনেক সময় মনে
কানন, ভূতা ও পুত্ৰত এখি বোন প্ৰসন্ন নাই। হাব, অগতঃপিতা তাহাকে
অনন্তাটীন অপবা বুদ্ধিটীন ববিপাছন এণিবাঐ কি তাহাব প্ৰতি নিৰ্দ্ধয়
বাৰতাৰ ববিপাৰ কোন শাস্ত্ৰ বচিত হইনাস্ত ? সে ব্যক্তি বুদ্ধিটীন ধনটীন
মানব এণিবাঐ বি বকণা বা অন্তৰ্বক্ষণাব পাশ্ৰ হইতে পাবে না ? যদি
প্ৰভুৰ অমান্ত্ৰণ না পাক তথাপি অজ্ঞান মানবেৰ লাঞ্ছিত না হইবাব
অবিবাহ চহতেই বা নে বোন্ বাবণ বঞ্চিত ?

এ জগতে নন দিনাই মন পাওয়া যায়। বোৰ প্ৰকাৰ বা জাণবিহীন
কন্ম কৰিণে বপনট জাৰিত মানবেৰ নন পাওয়া যায় না এবং ঐ চেতু
নন-মৰা চোকেব পাবা মন নিয়া প্ৰাণ নিয়া বন্ম পাওয়া বখনও সম্ভবপন্ন
হব নাই। বশ্বেৰ পাতিবেটে আনবা উচ্য নিমোগ ববিবা পাৰি এবং
গনি বন্ম-প্ৰাণ্ঠিতে বাবা অসিহ, উপহিত হন, তাহা হইলে প্ৰভুকেই
অতিগ্ৰস্ত হইতে হয়। মান অধনান, পেহাব বেদনা, পীড়া বঠ, হুখ ছুখ
নোৰ, যখন সকল মানবেই বস্তনান, তখন ভূতেশ্বৰ নিবট কন্ম-প্ৰাপ্তি বিষয়ে
দৃষ্টি বাখিণা তাহাব প্ৰতি ভাবসদত বাৰতাৰ কিবা অৱজিৰ পৰিচয়ক।
যদি ভূতেশ্বৰ কোন আত্মীয়ৰ অস্তিত্ব নিশকন তাহাব মনঃকট হব, অথবা

কোন পীড়া বশতঃ যদি তাহাব শাবীবি কষ্ট বা দৌৰ্জল্য থাকে, তাহা হইলে নিজে সেই অবস্থায় পতিত হইলে কিরূপ মনেব বা শবীবের ভাব হয়, তাহা বিবেচনা কবিয়া তাহাব প্রতি ব্যবহাব কবা উচিত । ভূত্যেব প্রতি কটু ও অশ্রাব্য কথা প্রয়োগ কবিলে কেবল যে তাহাকে মনঃকষ্ট দেওয়া হয় একরূপ নহে, পার্শ্বস্থ আত্মীয় স্বজনকে লজ্জার অধোমুখ করা হয়, অভদ্রতাৰ পবিচয় দেওয়া হয় এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিৰ উত্তেজনার আপনাব স্বভাবকে কলঙ্কিত কবিত্তে হয়, অধিকন্তু, অন্তবে ভদ্র প্রবৃত্তি নিহিত থাকিলে, ক্ষণপৰে লজ্জার ও ক্ষোভে অভিভূত হইতে হয় ।

অনেকে হৃদয় মনে কবিত্তে পাবেন যে, ভূত্যেব প্রতি সদ্যবহাব কবিলে ভূত্য ঐ কবণে কার্যে অৰহেলা কবিবে এবং তাহাব পীড়ায় সেবা কবিলে অথবা তৎপ্রতিকারার্থ স্ব ইচ্ছায় চেষ্টা কবিলে আপনাকে বুকি ছোট কবিত্তে হয় । কিন্তু ইহা সাধাবশতঃ ভুল । ভূত্যেব প্রতি ঐরূপ ব্যবহাব কবিলে নিজের পীড়া বা অন্তঃসঙ্কট সময়ে তাহাব দ্বাৰা বেক্লপ কার্য্য পাওয়া যায়, তাহা অনেক সময় আত্মীয়েব নিকটও প্রত্যাশা কবা যায় না ।

অতিথি-সেবা ।

যুবকদিগেব অনেকেব মধ্যে—বিশেষতঃ কলিকাতাব অধিবাসী যুবকদেব মধ্যে ধাবণা যে যদি কোন ব্যক্তি, তিনি পবিচিত হউন বা অপরিচিত হউন, বিনা নিমন্ত্রণে বাটী আসিয়া উপস্থিত হয়েন ও এক বেলা অবস্থান করেন তাহা হইলে বুকিতে হইবে যে তিনি বোধ হয় অন্নসংস্থানহীন । নচেৎ আসিবেন কেন ? কিন্তু কার্য্য গতিকে বা কোন রূপ বিপদে পড়িয়া বা রেষা কেল হইয়া, যদি কোন অন্নপবিচিত, পরিচিত বা অপবিচিত ব্যক্তি বাটীতে আসেন, তাহা হইলেও কি বুকিতে হইবে তিনি অন্নসংস্থান

হীন ? যদি বা অপকৃত হইয়া বা অজ্ঞতা বশতঃ তিনি যে অন্ন রাহা খবচ লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা যদি ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও কি তিনি অন্নসংস্থানহীন ? বাস্তবিক মনোমধ্যে এই সকল কথাব আলোচনা না কবিসাই অনেকে আকাব ইঙ্গিত ক্রমে নিকটস্থ সবাই বা হোটেল অথবা গুলিলে কষ্ট হয় সদাত্তের কথাও বলিতে কুষ্ঠাবোধ কবেন না । হৃদ্যদেব মন্তকোপবি আবোহণ কবিয়াছেন বা কবিতেছেন এক্রপ সময়ে স্নান ভোজন কবেন নাই, এক্রপ কোন তত্র বংশজাত অতিথি, যদি ঘারে আসিয়া আপনাব অবস্থানেব অভিলাষ জ্ঞাপন কবেন, তাহা হইলে সত্ৰব বদ্রবান হইয়া সেই অতিথিব কষ্ট অপনোদন কবার যে কেবল পুণ্য সঙ্কল্প কৰা হয় এক্রপ নহে, আপনাব হৃদয়েব কোমলতা প্রকাশেব অবকাশ পাওয়া যায় বুঝিতে হইবে । পিতা হবত কৰ্মস্থানে বহির্গত হইয়াছেন, কখন ফিবিবেন ঠিক নাই, এস্থলে পিতার প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা না করিয়া, অথবা তিনি আসিলে বেক্রপ বিধান কবিবেন সেইক্রপ কৰা যাইবে, এইক্রপ ধাবণার বশবৰ্ত্তী হইয়া, অতিথিকে অনাদৰ কৰা বা তাহাব স্তম্ভ বিধানে অযত্ন প্রকাশ কৰা, কুশিক্ষাব ফল বুঝিতে হইবে । ভাল তোমাৰ পিতাৰ যদি অমতই হয়, তোমাৰ সংসারে তোমাৰ নিজেব যে খাত্ত অংশ নির্দিষ্ট আছে, তাহা হইতে দান কবিতেন্ত কেহ তোমাকে বাধা দিবে না । পবেব কষ্ট নিৰাবশেষ নিমিত্ত যদি নিজের কিছু ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি কি বোধ কবিতেন্ত হইবে ? এক্রপ অনেক অতিথি আছেন বাহারা ক্ষণকাল বিশ্রাম কবিয়া, অথবা কেবল বাজে শয়ন কবিয়া, আপনাব জনেব সন্ধান কবিতেন্ত প্রস্তুত, কিন্তু একটা মিষ্টান্ন বা একমুঠা জল বা দুইটা পান বা এক ছিলিম তা-কেই পবিতৃষ্ট । এক্রপ স্থলে খবচ না কবিয়া তাহাব নিমিত্ত একটু ক্ৰেশ স্বীকাৰ কবিয়া ভাবনায়ুক্ত হইলে, অথবা সহানুভূতি দেখাইলে এবং কোন স্থানে ঐ আত্মীয়ের নিকট

তাঁহাকে পৌছাইয়া দিলে, যদি তাঁহাৰ সুবিধা হয়, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সময় ক্ষেপ কৰিলে, অবশ্য নিজেৰ কোন সাক্ষাৎ উপকাৰ নাও হইতে পাবে, তথাপি অন্তৰে উপকাৰ কৰিবা মনুষ্য-জীবন সাৰ্থক কৰা যাইতে পাবে ।

হইতে পাবে আজি ফালি ভিক্ষা অনেকৰ ব্যবসায় মধ্যে এবং অনেক তত্ত্ব, অতিথিৰ ভাণ কৰিবা, চৌৰ্য্য বাৰ্হাসুৰৰ কৰিবা হয়, কিন্তু এ কথাও সত্য যে ভদ্রলোক নিতান্ত বিপদে না পড়িলে অল্প গৃহস্থেৰ আতিথ্য গ্ৰহণে ইচ্ছুক হবেন না । একপ স্থলে অবশ্য সাবধানতা বিধেয় বটে, কিন্তু অতি সাবধান হইবা, যিনি বিপদে পড়িয়া হঠাৎ গৃহে আসিয়া-ছেন তাঁহাকে প্ৰত্যাবৃত্ত হইতে দেওবা, কোনদল হৃদয়কে কঠিন কৰিবাৰ প্ৰয়াস পাওয়া ব্যতীত আৰ কিছুই নহে ।

আবব দেশীৰ মুসলমানদিগেৰ অতিথি-সেবাৰ কথা শুনিলে অনেক সময় গল্প কথা বলিবা মনে হয় । পবন শত্ৰুও অতিথি হইলে, ইত্যাদিগেৰ পূজনীয় । অভ্যাগত কেহ সম্মুখে থাকিলে তাঁহাকে না দিয়া ইহাৰা কখন পান ভোজন কৰে না । হিন্দু শাস্ত্ৰে অজ্ঞাত ব্যক্তি সময়ে বা অসময়ে বাটীতে আসিলে তাঁহাকে অতিথি বলা বাস, এবং অতিথি সেবা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বচন হইতে বোধগম্য হইবে যে অতিথি সৰ্ব্বদয় দেবতা যে হেতু তিনি নীচবৰ্ণেৰ হইলেও পূজনীয় ।

“উত্তমস্তাপি বৰ্ণস্ত নীচোহপি গৃহমাগতঃ

পূজনীয়ো যথা বোগ্যং সৰ্বদেবমবোধতিথিঃ ॥”

শিক্ষার্থীৰ কৰ্ত্তব্য ।

ইতি পূৰ্বে অন্তৰে প্ৰতি কি ৰূপ ব্যবহাৰ কৰা বৰ্ত্তব্য তাহা আলো-
চিত হইয়াছে । এখন শিক্ষার্থীৰ নিজেৰ প্ৰতি যে সকল কৰ্ত্তব্য তাহা

পৰে পৰে আলোচিত হইতেছে । শিক্ষার্থীৰ প্ৰথম ও প্ৰধান কৰ্ত্তব্য স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি দৃষ্টিবাধা ।

স্বাস্থ্যবক্ষা ।

যাহাৰ দেহ সন্থ ও সুস্থ, সে যাবাতি পবিত্ৰ কৰিবা নিত্যাৰ্জন ও অভ্যাস কৰিতে পাৰে । প্ৰবৃত্তি ও অধ্যবসায় থাকিলে শ্ৰমসাধ্য কাৰ্য্যে বিবৰ্দ্ধিত উপস্থিত হয় না এবং অভ্যাসৰ সহিত তাহাৰ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কথ বা চৰ্কেল হইলে কোন কাৰ্য্য আবশ্য বা শেষ কৰিতে প্ৰবৃত্তিটো জন্মে না এবং প্ৰবৃত্তি না থাকিলে মনোবোগ ও অধ্যবসায় হয় না । দেখে অবসন্নতাৰ সহিত নতিস্থ চক্কল হব এবং ধাবণা কৰিবাৰ ক্ষমতা থাকে না ।

অবস্থাৰ দাস না হইয়া, কৰ্ত্তব্য কৰ্ম সমাধা কৰিতে এবং বাধা নিপত্তিৰ সহিত সংগ্ৰাম কৰিবা আত্মপ্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিতে, প্ৰত্যেক ব্যক্তি যদি নিজ শৰীৰেৰ প্ৰতি যথোপযুক্ত যত্ন লবেন, তাতা হইলে জন সমাজৰ যাতনাভাৰ যে কি পৰিমাণ লাঘব হব, তাহা দৃবদশী ব্যক্তি মাত্ৰই স্বীকাৰ কৰিনেন । এ বিধৰে অনভিজ্ঞ লোকেবাই বৰিণা থাকেন যে পৰিমিত শাৰীৰিক যত্ন লওনা স্বাভাবিকতা মাত্ৰ । কিন্তু অসুস্থ হইলে পৰিজনগণ এবং বৰ্ত্তমান ও ভাবী প্ৰতিপাদ্যাদেব যে কি দুৰ্দশা হইবে, এ বিধে দৃক্পাত না কৰিবা, আমোদেৰ অশ্ৰেণে বা উন্নতিৰ ব্যাঘাত হইবে বলিণা, যাহাৰা জীবনকে ব্যাধিসঙ্কুল কৰিতে প্ৰবৃত্ত হব, বোধ হয় তাহাদেব তুলা স্বাৰ্থপৰ লোক জগতে বিবল ।

স্বাস্থ্য মনুষ্যেৰ সম্পদ বিশেষ হইলেও ইহা অজ্ঞ ধনেৰ মত নহে । ইহাৰ ভোগে সুখ কিন্তু ইহা দান কৰিবাৰ ক্ষমতা, ক্ৰয় কৰিবাৰ নহে বিক্ৰয়ও কৰিবাৰ নহে । ধনবান অৰ্থপ্ৰদান কৰিবা সে সামগ্ৰী ক্ৰয়

কবেন, উহা ক্রীত হইলে অধিকারী হইতে বিচ্যুত হয়, কিন্তু এ ধন সেরূপ ক্রয় কবা যায় না। বেতন দিলে বলীমানের বলের বা পবিত্রামের ব্যবহার পাওয়া যায় বটে, কিন্তু রুথ ধনী উহা ক্রয় কবির নিষেধ বলবান হইতে পাবেন না।

আমাদের স্বাস্থ্য ও মনের নিকট সম্বন্ধ। স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে যে চলাফেরার বা দৈহিক পবিত্রমসাধ্য কার্যাদি অসম্পন্ন থাকে, একরূপ নহে, গৃহে থাকিয়াও মানসিক কার্যের ব্যাঘাত হয় এবং নিষ্কর্মে বসিয়া ধর্ম চিন্তা কবাও অসম্ভব হয় (শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং)। একথা আজ নূতন বলিয়া কাহারও বোধ হইবে না সত্য, কিন্তু কয়জন শবীবের প্রতি যথার্থ যত্ন প্রকাশ কবির থাকেন? যাহাদের স্বাস্থ্য ভাল আশ্চর্যের বিষয় তাহাদের মধ্যে অল্প লোকেবই বিশ্বাস যে উহা একটী পবন ভোগ্য বস্তু এবং অষ্টপ্রহরীয় পোষাকের প্রতি বেকরূপ যত্ন থাকে নিজ শবীর স্বার্থে সেরূপ যত্নও তাঁহারা প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা হয়ত অধিকতর মূল্যবান বিবেচনা কবির, গায়ের শালধানিকে, প্রতিদিন ব্যবহারের পব পাট কবির রাখেন, এবং ধূলি বর্জিত করেন, কিন্তু স্বাস্থ্য যেন অমনি পাইয়াছেন, যেন বতাই লহজলতা, অতএব যত্নের আবশ্যকতা নাই একরূপ বিবেচনা করেন। বাস্তবিক দীপ্ত থাকিতে বেকরূপ দীপ্তের মর্যাদা বুঝা যায় না, স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হইলে, স্বাস্থ্যের মর্যাদাও সেইরূপ উপলব্ধি কবা যায় না। স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হইলে আব বৃদ্ধিতে পাবা যায় না, যে যিনি স্বাস্থ্য সূত্রে বঞ্চিত তিনি অল্প সূত্রেও বঞ্চিত।

স্বাস্থ্য লাভের উপকাৰিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে মনে হইবে যে পূর্ক হইতে স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া, উন্নতি লাভের অন্ততম উপায় এবং স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ার পব তৎপ্রতি যত্ন প্রদর্শন কবা দূবদর্শীর কর্ম নহে। স্বাস্থ্য থাকিতে যিনি উহা মর্যাদা বুঝেন না, তাঁহা

শিক্ষার্থীৰ মত কতকগুলি নিয়ম পালন কৰা উচিত। তাঁহাব অবগত হওৱা উচিত যে তাঁহাৰ স্বাস্থ্য উত্তম বলিয়াই তিনি পান ভোজনে পবিতোব লাভ কৰেন, নচেৎ আহাৰ নিদ্ৰাদি স্বভাবেৰ কাৰ্য্য সমাধানে তাঁহাকে কৃতদাসেৰ মত কৰ্ত্তব্য পালন কৰিতে হইবে—তাঁহাব স্বাস্থ্য উত্তম বলিয়াই যে কোন শয্যা তাঁহাব আবামপ্ৰদ, নিদ্ৰা তাঁহাব ক্ৰেশহাবিণী, হেমাৰুদ-কিৰীটিনী উষা তাঁহাব সঞ্জীবনী সূখা, পদব্ৰজে ক্ষুদুৰ ভ্ৰমণ তাঁহাব স্বাধীনতা সূখ ভোগ, এবং ব্যায়াম তাঁহাৰ আনন্দদায়িনী ক্ৰীড়া। শ্ৰবণ শক্তি চিৰ সহচৰ কৰিতে, বসিকতা ও প্ৰথম যৌবনলালিত্য অধিককাল স্থায়ী বাধিতে, ব্যাধি মল্লিৰ ব্যাধি বিতাড়িত কৰিতে, স্বাস্থ্য একমেবাদ্বিতীয়ম্। স্বাস্থ্য হইতেই আত্মা তাহাব কাৰাগাৰে স্তম্ভী হয় এবং উহাব অক্ষিপ্ৰপ গবাৰ্কে আসিবা ক্ষুৰ্তি প্ৰকাশ কৰে। স্বাস্থ্যই আমোদে আনোদ প্ৰদান কৰে এবং হৰ্ষে হৰ্ষানুভব কৰায়।

স্বাস্থ্য যখন সহচৰ হইতে অনিচ্ছুক হয়, অথবা যখন একেবাৰেই পবিত্যাগ কৰে, তখন সূখ শান্তি ও সন্তুষ্টিৰ সূখাস্বাদ লাভ বৰা সাধনা-সাধ্য কাম্য বস্তুৰ অন্তৰ্গত হয়। স্বাস্থ্যেৰ অভাবে, ফে নিদ্ৰা সন্ধ্যাৰ পৰ শবীবেৰ ক্লান্তি হবণ কৰিতে প্ৰাতঃকাল পৰ্য্যন্ত নিতান্ত অধুগতেৰ মত সেবা কৰিতে বদ্ধপৰিবৰ হিল, আজ সে বেছাচাবিণী—ছুৎফেননিভ কোমল শয্যা আজ বিশ্রাম দানে অক্ষম—সুৰসাল পক ফল আজ আশ্বাদ-হীন দৃশ্যমনোহৰ সামগ্ৰী মাত্ৰ, এবং বন্ধুৰ আশ্বাসবাণী, কৰুণাময়ী মাতাক স্নেহকবম্পৰ্শ, স্বভাবেৰ সৌন্দৰ্য্য বৈচিত্ৰ্য্য, শব্দেৰ শব্দী, ঝটিকাজে নিস্তক্কতা, নিদাৰেৰ বাৰিপাত, এ সমস্ত যেন অমুভব সূখেৰ নছে, কেবল কথার কথা বলিয়া মনে হয়। যে চক্ষুৰ বিমল জ্যোতিঃ কত লোকেৰ মনে আশাব সঞ্চাৰ কৰিয়াছিল, যে চাহনিৰ মনোমোহক শক্তি কত স্তিমিত হৃদয়ে নবীন ভাবেৰ স্ৰোত আনিয়াছিল, যে কটাক্ষেৰ যুগা ও

বোধ কত দুর্কিনীতকে শিষ্ট কবিয়াছিল, আজ সে নয়ন, সে চাহনি সে কটাক্ষ দীনকাতব ও দীপ্তহীন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ মানবেব পূর্বের কথা শ্রবণ কবিলে কবির ভাবায় বলিতে ইচ্ছা হয় :—

“ফুলগুলি তাব গিয়াছে ঝবিয়া বসেছে ডোব”

স্বাস্থ্যহীন মানবেব ছাৰা বখন জগতে উপকাৰ সাধন সুদূৰপৰাহত, বখন সমাজেব অকল্যাণ ও গৃহজীবনে অশান্তি অবশ্যস্বাৰী, তখন স্বাস্থ্য থাকিতে উহা অক্ষুণ্ণ বাধা সম্বন্ধে দেশকাল ও পাত্রভেদে যে নিয়ম প্ৰতিপাল্য তাহাব প্ৰতি দৃষ্টি রাখা কৰ্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে স্বাভাবিক নিয়মগুলি সাধাৰণেব পক্ষে প্ৰতিপালন কৰা সহজসাধ্য। দুগ্ধপোষ্য বালকও অক্ষুণ্ণ ভক্ষণ কৰে না, কিন্তু বয়ঃপ্ৰাপ্ত লোভী ক্ষুণ্ণ না থাকিলেও বসনা তৃপ্তিকৰ খাদ্যসামগ্ৰী দেখিলে লোভ সম্বৰণ কবিতো পাবে না। ভোজন কৰা উচিত কিনা এ সম্বন্ধে ক্ষুধাই আমাদেব একমাত্র নিদান-কৰ্ত্তী। প্ৰাণ ধাৰণেৰ জন্ত অনিশ্চিত আহাৰ অন্বেষণ কবিতো অঙ্গচালনা কবিতো হয় বলিয়া অন্তান্ত জীব জন্তুতে পৰিপাক শক্তিব শৈথিল্য লক্ষিত হয় না। মানব জাতি কিন্তু সঞ্চিত আহাৰ দেখিয়া অঙ্গ চালনাকে কৃত্ৰিম উপায়ে শৰীৰ বন্ধা কৰা বলিয়া অগ্ৰহান কৰে। তাহাব স্থিতিশীল হওয়া স্বভাব বিকল্প কৰ্ম্ম বলিবা বুঝিতে হটাব। আদিম মানব জাতি অন্তান্ত জীব জন্তুব মত জনতাপূৰ্ণ গ্ৰামে বহু ব্যক্তিব সহিত এক গৃহে বাস কৰিত না। অতএব অন্তান্ত স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ পক্ষে বাণিজ্য ব্যবসাবেব কেন্দ্ৰস্থান প্ৰযোজন বিধায়ক হইলেও স্বাস্থ্যেব পক্ষে উহা কখনই অনুকূল হইতে পাবে না। বিশুদ্ধ পানীৰ জলেব সৃষ্টি হওয়ার বৃদ্ধিতে হইবে যে উহা শৰীৰ ধাৰণেব জন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে। বহু জন্তুবাও কলুৰিত জল পান না কৰিয়া নির্দিষ্ট নিৰ্ঝৰিণীৰ ও শ্ৰোতৃস্থনীৰ বিশুদ্ধ জল শান কৰে। “জল কেবল নিৰ্জল হইলেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশুদ্ধ

কয় না, উঠাত অস্ত্রাস্ত্র দেখেও থাকিতে পারি। এষ্ট জন্ত প্রাণত্যাগের বাসনা গিয়াছে। গ্রামে ব্যাধির আধিক্য হইলে, তথাকার জন সিদ্ধ করিয়া পানকবিবে এবং আবস্তক হইলে স্থান ত্যাগ কবিবে। চতুষ্পদেবা জলে গিয়া গাত্র খাড়া দিয়া মলমূত্রীন হয়, অন্তএব আমাদেরও দুই হস্তের সাহায্য পাইয়া গাত্র শু পবিত্রের পবিত্রত করা কর্তব্য। নিত্রা সম্বন্ধেও স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপাল্য। নিত্রার সময় নিত্রা না যাইলে স্বভাবের বিরুদ্ধে আচরণ করা হয় এবং যে সময় জগতের অন্তিম সময় জীব উঠার আলোকে নিত্রা ত্যাগ কবিয়া মনেব জ্ঞান পাটয়া সমস্ত দিনেব বস্ত্র সন্যাস কবিত্তে লুপ্তসঙ্কল্প হয়, সে সময়ে অকারণে শয়নপ্রিয় হওয়া নিতান্ত অনৈতিক বৃত্তিতে হইতে।

ছাত্র-জীবনে সাধাবণ কর্তব্য ।

মস্তুষ্ট জীবন যে কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়, তন্মধ্যে ছাত্রজীবন অন্ততম। বালাকাল হইতে উক্ত জীবন আবদ্ধ হয়। এ জীবনের মত সুখের জীবন আর দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ আমাদের জ্ঞান হওয়ার পূর্বেই আমাদের কর্তব্য-জ্ঞান হয় না এবং আমাদের কি কয় উচিত বা অন্তচিত, এ সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিবার লোকের অভাব হয় না। প্রথমতঃ আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতিবেগে অদপ্লব কবিত্ত মানলে আমাদের শিক্ষাও স্বতঃই ক্রমিক উন্নত ও মানব মনো পথিগণিত দেখিয়া কৃতার্থ হইবার আশায় নিঃস্বার্থভাবে যে সকল উপদেশপ্রদান কবিয়া থাকেন, তাহাও কয় কথাই নাই, অধিকন্তু যে সকল শিক্ষক নিযুক্ত বরেন, তাহাদের উভয়ের শিক্ষাও আমরা অন্ত চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া আত্মোন্নতির দিকে যে ভাবে প্রেরণিত হই, তাহা কেবল ছাত্র জীবনেই সম্ভবপর। এষ্ট সময়ে আমাদের মনো

ভূমি সন্ধানখিত নবনীতবৎ অতিশয় কোমল থাকে বলিয়া বিস্তোপার্জন, জ্ঞান-সঞ্চয়, মানসিক উন্নতি-সাধন ও চরিত্র-গঠন ইত্যাদি সহজ সাধ্য হয়। আবার এই সময়েই আলস্যাপরবশ হইয়া এবং কুসংসর্গে ও কুমন্ত্রণার অনেক বালক বিপরীত-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে।

ছাত্র শব্দের অস্ত্র একটা নাম শিষ্য অর্থাৎ যে ব্যক্তি গুরুর শাসন-বাক্য মস্তকে ধরিয়া তাঁহার উপদেশ বিজ্ঞালয়ে ও গৃহে একমাত্র মঞ্চল করিয়া স্থির ধীর ভাবে জীবন পথে অগ্রসর হইতে থাকে সেই শিষ্য, সেই ছাত্র নামের যোগ্য। ছাত্র কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গুরুর দোষ আচ্ছাদন করা। পূর্বের ছাত্রেরা গুরুগৃহে বাস কবিত এবং অহোবাত্র বাস করার গুরুর অধ্যাপনা ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহার বা প্রকৃতি দেখিতে পাইত; বোধ হয় গুরু সম্বন্ধে বাহাতে অস্ত্র কথার আলোচনা না হয়, সেই অস্ত্র ছাত্র কথার সৃষ্টি হইয়াছে।

বিজ্ঞালয়ে অথবা গুরুগৃহে বৃত্তক্ষণ থাকা যার, ততক্ষণ শিক্ষকের আদেশ ব্যতীত কোন প্রকার ক্রীড়া বা পাঠে আবিষ্টচিত্ত হইয়া অস্ত্র কোন বিষয় চিন্তা করা অতিশয় দূষণীয়। বিজ্ঞাননিবে মনে করা উচিত, যে কেবল শিক্ষকের আদেশ ও তাঁহার অনুজ্ঞা প্রতিপালনার্থ আগমন করা হইয়াছে এবং আরও স্মরণ রাখা উচিত যে, ছাত্রদিগের অধ্যয়নই তপস্যা; তাহাদের প্রথম কর্তব্যই শিক্ষকের আদেশানুবর্তী হইয়া জ্ঞান উপার্জন করা। কোন বিষয়ে একাগ্র হওয়ার শক্তি বিজ্ঞালয়েই সঞ্চিত হইয়া থাকে।

জগৎপিতা জগদীশ্বর আমাদেরকে নিতান্ত অজ্ঞান অবস্থায় এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, কেবল আহাৰ বিহার প্রভৃতি কার্যে সময়ান্ধিত করিয়া পুনর্বার পূর্ববৎ অবস্থায় কালকবলে আত্ম সমর্পণ করিতে কিছু প্রেরণ করেন নাই। জগতে আমাদের যে সকল

কর্তব্য বিহিত রহিয়াছে, কেবল আত্মীয় পরিজনদের জন্য নহে,—বাহ্য সমাজের নিমিত্ত সকলের নিমিত্ত, তাহা কর্তব্য মত সাধন কবিতে কেবল যে জ্ঞানার্জন-একান্ত কর্তব্য এরূপ নহে, অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতাও নিতান্ত আবশ্যিক। অধ্যবসায় ব্যতিরেকে কখন জ্ঞান সমুদ্র মন্বন করিয়া রত্ন লাভ করা যায় না। এই বহু লাভ কবিতে বিজ্ঞাণর আমাদিগকে সাহায্য কবিতা থাকে। আমবা জানি উদ্ধত স্বভাব, আত্মাভিমান, অবাধ্যতা, সময়ে কার্য্য না কবা, এই সকলের পরিপন্থী। গৃহেই হউক আর বিজ্ঞাননিরেই হউক, আর সংগ্রহ-পাঠেই হউক, কোন আদর্শ বা উদাহরণ অবলম্বন করিয়া, আমাদিগকে পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সদিচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া উন্নতির পথে প্রেরিত হইতে হইবে। বিজ্ঞাননির অপেক্ষা গৃহেই আমাদেব অধিক সময় অতিবাহিত কবিতে হয়, অতএব সেই সময় যদি বৃথা চলিয়া যায়, তাহা হইলে গুরুদত্ত শিক্ষা যেরূপ বিফল হয়, সেইরূপ নূতন শিক্ষাও বোধগম্য কবিবার শক্তি হ্রাস পায়। গৃহে পিতা মাতা ও তাঁহাদিগ হইতে বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ বাহারা আমাদিগকে এ জগতে আসিতে দেখিয়া নিতান্ত কৃতজ্ঞমুগ্ধ হইরাছেন, তাঁহাদিগের নিকট শিখিবার ও জানিবার এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভাবে প্রণয়নে তাঁহাদেব আজ্ঞাপালন কবিবার যথেষ্ট বহিরাছে। ইতিমধ্যে ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয় স্বজন, দুব কুটুম্ব ও কুটুম্বিণী, সহপাঠী ও আশ্রিত দিগকে যে সর্বদা মেহপূর্ণ ভাবে নিরীক্ষণ করিতে হইবে, একথাই বা কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে।

শিক্ষকেব প্রতি পিতাৰ ভায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা এবং আত্মীয়ের ভায় আন্তরিকতা প্রদর্শন করা নিতান্ত উচিত। যে ছাত্র তাহার শিক্ষকে নিজগুণে যত অধিক আকৃষ্ট হুঁষিতে পাবে, সে ছাত্রের শিক্ষারও তত অধিক সুবিধা হয়। শিক্ষকেব ভিবন্ধার বা ভৎসনা

যে মঙ্গলকামনাসম্বৃত, তাহা সকল ছাত্রেরই মনে কৰা উচিত ।
 বিদ্যালয়ে যে সমুদায় নিয়ম প্রচলিত থাকে, তাহাব বিরুদ্ধে কার্য্য কৰিলে
 আমাদের যে সকল অভ্যাস বদ্ধমূল হয় তাহাব বশে আমবা যে আজীবন
 কষ্ট পাই এক্রপ নহে, অপবকে, সমাজকে ও দেশকেও অনেক সময়
 চঃখেৰ ভাগী কৰিয়া থাকি । অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে উহা আমাদের
 স্বভাবে পৰিণত হয় । যে বালক বিদ্যালয়ে চুৰি অভ্যাস কৰে, বিদ্যালয়ে
 অকথ্য লিখিয়া সুখবোধ কৰে, সহপাঠী দৰিলেব বা সবল ভাবাপন্নৰ
 প্রতি উদ্ধত ভাব প্রকাশ কৰিয়া গোৰবানিত হয়, বিদ্যালয়েব শ্রবন্ধিত
 উদ্ভান নষ্ট কৰিয়া আনন্দ লাভ কৰে, এব° পাঠগৃহেব গান্ধীৰ্য্য ও পবিত্র
 ভাব কোলাহল দ্বাবা উচ্ছৃঙ্খল কৰিয়া স্বকীয় চাকল্যেব পৰিচয় দেয়,
 সে বালক যে নিজ গৃহে অপহবণ কৰিতে প্রয়াস পাঠিবেনা, বা গুৰুজনেব
 অবাধ্য হইবেনা বা স্বকীয় বাস গৃহ অপবিকৃত বাধিবে না কিবা সামাজিক
 ক্রিয়াকলাপে উচ্ছৃঙ্খলতাৰ পৰিচয় দিবে না, তাহা কে বলিতে পাবে ?
 যে বালক যথালম্বৰে আহাব না কৰিয়া যথাসমবে বিদ্যালয়ে উপস্থিত
 হইতে সমর্থ হয় না, তাহাব যে কেবল অনেক বিববে শিক্ষাব ব্যাঘাত
 হইবে এক্রপ নহে, সে ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কোন কার্য্যেই সময় মত
 উপস্থিত হইতে স্মৰিবেনা । যে সময়েব মূল্য জানেনা, সে নিজ জীবনেৰও
 মূল্য জানে না । কাৰণ জীবন কাণ সময় পরম্পৰা ব্যতীত আব কিছুই
 নহে । একে ত অহোবাত্তেব এক তৃতীয়াংশ ভাগ কার্য্য কৰিবাব
 সময় ৰূপে আমবা ব্যবহাব কৰি, তাহাব উপৰ যদি আমবা যৌবনেব
 কৰ্ত্তব্য বার্ক্যে অহুতান কৰিব, অথবা প্রভাত সময় আলসো কাটাইয়া প্রভা-
 তেব কার্য্য মধ্যাহ্নে সমাধা কৰিব, বলিয়া দ্বিব কৰি, কিবা নিরুপিত
 সময়ে নিরুপিত স্থানে উপস্থিত না হইয়া নিরুপিত কৰ্ম্ম না কৰি, তাহা
 হইলে সমগ্র জীবনই বিফল হয় ।

বিদ্যালয়ে যে সমুদয় নিয়ম বহুদর্শিতা ও দেশ কাল পাত্র বিশেষে প্রচলিত বহিয়াছে, উহা যে আমাদের মঙ্গলের জন্য এ বিষয়ে সন্দিহান হওয়া কখনই সমীচীন হইতে পারে না। বিদ্যালয়ের কার্য সকল পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে ধীর স্থিৰ হইয়া অধ্যবসায়ের সহিত আমবা কোন এক মহান উদ্দেশ্যের দিকে প্রধাবিত হইতে থাকি। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে, আমবা এক একটা সঙ্কল্পের আশ্রয় লই। কিন্তু ঐ সঙ্কল্পের মহান ছবি যখনই আমাদের মানস-পটেব অন্তবালে চলিয়া যাব, তখনই আমবা আপনহারা হই এবং অসংযত হইয়া বেশভূষা, আহার পান, ইত্যাদি বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ক্ষেপ করিবা থাকি। এই নিমিত্তই আমাদের একরূপ বালকদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা উচিত যাহাদের সহিত বাক্য ও মনে একরূপ মিল থাকা সম্ভব যে আমাদের পদাঙ্কলন হইলে সে ব্যক্তি হস্তাবলম্বন দিবে এবং তাহার হইলে আমবাও দিতে পারিব।

আকাজ্জা।

মানবজীবনে আকাজ্জা না থাকিলে উহা পশু জীবনের সমান হয়, অর্থাৎ আহার, শয়ন, উপবেশন, সন্তানাদি পালন, ভিন্ন মানব জীবন লক্ষ্যহীন পশু জীবনের সমতুল হয়। এই আকাজ্জা পূর্ণ করিতে, সঙ্কল্প আবশ্যক, এবং সঙ্কল্প পুস্তক পাঠে বা সংসর্গে মানব মনে জাগরুক হয়। কিন্তু সকল মনে সঙ্কল্প-বীজ সমভাবে উপ্ত হয়, কাবণ অনেকের হয়ত অভিলাষ বা প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু উদ্যোগ বা অভিনিবেশ বা অধ্যবসায় নাই বলিয়া সিদ্ধি তাহার পক্ষে সুদূরপৰ্য্যন্ত হয়। সিদ্ধিও সকলতার সহিত আকাজ্জার সীমা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সম্পীড়ন বিষয়ে সর্বস্তুঃকরণে প্রবৃত্ত হইয়া না থাকিলে, অর্থাৎ যে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে, সেই

বিষয়ে সম্যক অভিনিবিষ্ট না হইলে, সিদ্ধিলাভ হয় না । এবং সাধ্য বিষয়ে বাহ্যতে সম্পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট হইতে পারা যায় তাহা বাস্তবিক নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা চেষ্টা বা অমুষ্ঠান করা উচিত । অতীতকাল ফললাভ করিতে যদি চেষ্টা ও পরিশ্রম না করিতে হইত, তাহা হইলে যে সকল উপায়ে আজকাল রেল, জাহাজ চলিতেছে, নিরবলম্ব আকাশ, স্থলপথেব জ্ঞান মানবের বিহাৰ-ভূমি হইয়াছে, সুরেজ বোজক প্রণালীতে পরিণত হইয়াছে, বিদ্যুৎ মানবের কিঙ্কবদ্ধ স্বীকার করিয়াছে, সে সকল উপায় বা সে বিষয়ের কথা, সহজসাধ্য বলিয়া বহুপূৰ্ব হইতেই শুনা যাইত । শিক্ষাব ছুইটা প্রশস্ত উপায় আদর্শ ও উপদেশ অবলম্বন করিয়া, আমাদের মনে যখন সঙ্কল্পের মহান ছবি অঙ্কিত হয়, তখন উহা সিদ্ধিযুক্ত করিতে সাধনার প্রবৃত্ত হইতে হয় । অবশ্য প্রবৃত্ত হইবাব পূৰ্বে মনোযোগ পূৰ্ব্বক বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, যে সম্পাদ্য বিষয় আমাদের ক্ষমতাব বহির্ভূত কি না । যাহা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য, যাহার সাধনা করিয়া অপৰ মানবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, এবং পূৰ্বে যাহা অসাধ্য ছিল তাহা এখন যে কাৰণে সাধ্য হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ের প্রথমে আলোচনা ও পরে সাধনা করিলে মহত্ব ও মহাব্যয় প্রকাশ পায় । কিন্তু সংঘম শিক্ষা করিয়া, সিদ্ধি ও সফলতাব সহিত, ক্রমে ক্রমে আকাঙ্ক্ষাব সীমা বৃদ্ধি করিতে করিতে, সংপথে থাকিয়া আত্মোন্নতিব দিকে অগ্রসৰ হইলে, সফলতাব সাতিশর সন্তোষলাভ করা যায় এবং বিফল হইলেও মনোমধ্যে এই সুখ বর্তমান থাকে যে কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া বা কাহারও চক্ষে ধুলি না দিয়া সাধ্যমতে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং এই চেষ্টাব ফলে যাহা ঘটিয়াছে তাহা অদৃষ্ট দোষে—কিন্তু নিজ দোষে ঘটে নাই ।

সংসর্গ ।

যোগী বা উন্মাদ ব্যতীত কোন মানবই একাকী থাকিতে ইচ্ছা করেনা, এবং এই একত্র থাকিবাব বাসনা বাহাকে সংসর্গানুবাগ কহে, উহা সকলেই বলবতী। কিন্তু তরুণ বয়স্কেবা জীবনের প্রথম অবস্থায়, যখন মনের “প্রথম আনাগোনা হয়”, তখন বৃত্তিতে পাৰে না, যে কোন ব্যক্তির সংসর্গে থাকা উচিত বা উচিত নহে। তাহারা গৃহে মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয় স্বজনদের সহিত সবল ও অকপট মনোভাব বিনিময় কবিত্তে অভ্যস্ত হইয়া, তাহাদের সহিত প্রথম মিশামিশি কবে, তাহাদের সহিতও মনের কথা ঐ ভাবে প্রকাশ কবিত্তে ইচ্ছা করে। কিন্তু জগতে সকলের প্রকৃতি সমান নহে, সাবল্যেব স্তবোগ দেখিয়া অনেক স্বকীয় প্রকৃতভাব গোপন কবে এবং প্রথমে বালক যে সকল কথা ভালবাসে, সেই জাতীয় কথা কহিয়া, ক্রমে তাহাব যে বিষয়ে মনের জোব অন্ন, সেই বিষয়ে তাহাকে চালিত কবিয়া, দৃষ্ট বালকেবা তাহাকে নিজ দলভুক্ত কবিয়া লয়। একবার কিন্তু তাহাদের কোন একটি মন কর্ণে সহযোগী হইলেই বালক কেন, মানব প্রকৃতি, তাহাদের অন্তান্ত মন কর্ণেও বিবক্তি প্রকাশ কবিত্তে ইচ্ছা কবে না। সংসর্গে যে মঙ্গল এবং অসংসর্গে যে অমঙ্গল, এ বিষয়ে বাবস্থার ঐক্য হইলেও, অনেক সময় বালকেবা কোনটি সং এবং কোনটি অসং তাহা নির্ণয় কবিত্তে পারে ন, এবং অসংটি নির্ণয় কবিত্তে পাবিলেও, যদি সে মন কর্ণে একবার লিপ্ত হয়, তাহা সহজে প্রকাশ কবিত্তে সাহসী হয় না। এক্ষণ স্থলে প্রথমাবস্থায়, মাতা পিতা বা গৃহেব অন্ত কোন প্রবীণ বা প্রবীণাব, এবং পাঠগৃহে শিক্ষকের, প্রথম দৃষ্ট আবশ্যক। তাহারা যে সকল কার্য কবিত্তে নিষেধ কবেন না, স্কুলমাৰমতি বালক বালিকারা তাহা দৃষ্টিগোচর অচুমান কবে না। বাস্তবিক পক্ষে শাসন, বালক

বাণিকাদেশ সদস্য নিৰ্ণয় কৰিবাব শক্তি প্ৰদান কৰে।

ছাত্ৰজীৱনে কিন্তু সন্তীৰ্ণগৰ্ভই প্ৰধান সহচৰ। এবং বিজ্ঞালয়ে ছুট প্ৰকৃতিৰ বাণকেশৰ সন্ধ্যা অধিক। ইহাব কাৰণ অনেকে বালকদ্বিগকে গৃহে শাসন কৰিতে না পাৰিলে, বিজ্ঞালয়ে প্ৰেৰণ কৰিবা থাকেন। কিন্তু এ কথা স্বীকাৰ কৰিতেই হইবে, যে গৃহে বালক শাসিত হইতে পাবে না, সে গৃহে শাসন নাই, অথবা যদি থাকে, উহা বাবস্থানত শাসন নহে। এই সকল গৃহেৰ বালকদেৰ সংসৰ্গে বিজ্ঞালয়ে অপৰ বালকদেৰ প্ৰকৃতি ছুট হইবাব সম্ভাবনা। পাৰিবাৰিক কুশিক্ষাৰ ফল হইতে বৰা পাওয়া সৰ্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

ছাত্ৰ-জীৱন যত অগ্ৰসৰ হইতে থাকে, সংসৰ্গ-নিৰ্দ্ধাৰনৰ ভাৱ অনেকটা নিজৰ উপৰ আঁসিলা উপস্থিত হয়। শৈশবে যদি ভিত্তি পাকা হইবা থাকে, বৃহৎ মৃৎপিণ্ডবৎ কোমল জৱন যদি কোন স্তম্ভাকাৰ প্ৰাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গাথনি স্তায়ী হইবে, মৃৎপাত্ৰ অগ্নি পৰীক্ষায় স্থিতিলাভ কৰিবে। সংসৰ্গেৰ স্ফুল বা কুৎসল শৈশৱ হইতে যৌৱনান্তে, এমনি কৈ বালক্যেও ভোগ কৰিাত হয়। শৈশৱেৰ স্মৃতি একৰূপ চিৰসন্নিধী, বেকৰূপ আনন্দদায়িনী ও বেকৰূপ নানা বিবিধী চিন্তাৰ বিকোভেও সৰ্বদা হৃদয়পটে স্মৃতিমতী, একৰূপ আব পবজীৱনেৰ কোন স্মৃতিও নহে। এই বয়সে যদি উপদেশ অথবা শত উপদেশ সম স্মৃষ্টান্তেৰ বা আদৰ্শ-চৰিত্বেৰ অমুকবণে নৈতিক জীৱনেৰ গতিপথ, পায়ণ-পাত্ৰে গভীৰ বেধাপাতেৰ মত স্মৃঢ় হইয়া থাকে—যদি স্নানীল বালকেৰ সংসৰ্গে প্ৰকৃতি স্নানীল হইয়া থাকে—যদি বৎসৰে, সাধু সঙ্কল্পে, ও সচ্চিন্তায় বালাজীৱন মধুময় হইয়া থাকে, তাহা হইলে দুঃশীলতা বা ছবপনেৰ কুপ্ৰবৃত্তি, কৰ্ণমই হৃদয় মধ্যে অধিকাৰ স্থাপন কৰিতে পাৰে না। সভ্যবাদী, শাস্ত্ৰ, শিষ্ট, স্বাবলম্বী, সংশিক্ষাভূৱতী সহপাঠীৰ

সবট্টে সংবিভাগী বা অতিব্রহ্মদয় হইলে যে কেবল নিজ নৈতিক জীবনে সুখানুভব কৰা যায়, একুপ নহে, শৈশবসৌহার্দ সমভাবে সহচর হইয়া, গাইছ্য জীবন সংস্কেৰ স্তমধুৰ সুধাধাদে স্বর্গীয় সুখময় হইয়া থাকে । ঐগতে কিন্তু একুপ সংসার, একুপ মিত্ৰতা, একুপ স্বেচ্ছা, একুপ চরিত্ৰ সঙ্ক, কয়জনৰ ভাগ্যে মিলিয়া থাকে? কয়জন শৈশবে প্রবীণ বা প্রবীণাদেৰ ঝাঁৱা কোনটী সৎ বা কোনটী অসৎ, একুপ নির্দিষ্ট হইয়াছে? কয়জনই বা মাতাপিতৃৰ ইচ্ছায় অথবা তাঁহাদেৰ অভাবে উপযুক্ত গুরুগৃহে স্থাপিত হইয়া তাঁহাৰ সদাচাৰ প্রত্যক্ষীভূত কৰিয়াছে? এং কয়জনই বা কথিত হইয়াছে যে তুমি নিরুপিত পাঠবিবৰে অন্নধাবণাসম্পন্ন হইলেও সংসর্গই সমাজ ও বাজাৰ সত্ত্বন সংস্থাপনে তোমাৰ প্রধান বল হইবে । বাহাৰা একুপভাবে গুরুজনেৰ বা শিক্ষকদেৰ খবতব কর্তব্যদৃষ্টিতে পতিত হয় নাই, তাহাৰা প্রায়ই কুসঙ্গজাত কদভ্যাসেৰ মোহিনী মায়া হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে নাই । অথবা ঘটনাক্ৰমে অতি শোচনীয় দীন দশায়, কিম্বা নির্জন স্থানে নিঃসহায় অবস্থায় মিপতিত হইলেও সুখ স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্ৰমে জীবন যাপন কৰিতে পারে নাট । কৃশিকা বত সহজ সুশিকা তত সহজ নহে । এ কাবণে বাহাৰা শৈশবে সাহায্য-লাভে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদেৰ অধিকাংশট কুনোতিসম্পন্ন । তবে বাহাৰা বিনা সাহায্যে অথবা অন্ন সাহায্যে, নৈতিক জীবন ক্ৰমিকই উন্নত কৰিতে থাকে, তাহাদেৰ মনেৰ বল অধিক, তাহাদেৰ স্বকীয় দৃষ্টি ও মানসিক আলোচনা অসাধারণ । এই কাবণে মতাবাদী শিক্ষানুবর্তীৰ সঙ্গী সেট জাতীয় হয় এবং দুঃখীল, মিথ্যাবাদী, শিক্ষাৰ অমনোযোগীৰ সঙ্গী সেই প্রকৃতিব হইয়া থাকে । কোন মহাশব ব্যক্তি লিখিয়া গিয়াছেন “তুমি বিকল্প লোকেৰ সংসর্গে থাক, তাহা জানিত পাৰিলে, তোমাৰ বিকল্পচৰিত্ৰ তাহা বলিয়া দিব ।” অগৰ এৰজন গিবিয়াছেন “তুমি বিকল্প লোকেৰ সহিত মিত্ৰতা কৰ,

কিরূপ পুস্তক পাঠ করিতে ভাল বাস, এবং কিরূপ চিত্র দেখিয়া সুখী হও, তাহা অবগত হইলে তোমার চবিত্ত বৃদ্ধিতে পাবিব ।”

বাস্তবিক পক্ষে সাধু ব্যক্তি সহবাসে যে রূপ সংসঙ্গ লাভ হয়, সেইরূপ সংগ্রহ পাঠে ও সত্ত্বাবোধীপক চিত্র অবলোকনে উত্তম সংসর্গ লাভ করা যায়। ইহারা আমাদের নির্যাস সঙ্গী। অবশ্য কুপুস্তক বা কুচিত্র নহে। কি বিপদে কি সম্পদে সাধু সঙ্গলাভে যে সুখ সন্তোষ করা যায়, সংগ্রহ পাঠেও সেই সুখ ভোগ করা যায়। আজি কালি বঙ্গদেশে অসং গ্রহের অভাব নাই, অতএব সংসঙ্গ-নির্যাসচনে যে রূপ গুরুজনের ও শিক্ষকের প্রেরণ দৃষ্টি আবশ্যক, সেইরূপ অসংগ্রহের আবিলাশোক্ত হইতে বালকদিগকে উদ্ধার করা উচিত। অনেকে বাহ্যে সংসঙ্গ কবিতা গোপনে অসংপুস্তক পাঠ করে। কিন্তু ইহাতে যে গোপন ভাবে অসং সংসর্গ করা হয়, ইহা তাহাদের জানা আবশ্যক। নচেৎ স্বতঃপূর্ণ ও নৈতিক আদর্শ সমন্বিত মহাজন-চরিত ইত্যাদি সংগ্রহাদি না পড়িয়া অসংগ্রহ পাঠ কবিলে আপনাদিগকেই বঞ্চিত হইতে হয়।

শিক্ষিতা ।

বাল্যকাল অবধি শিষ্ট হইতে এবং কথার বাধ্য হইতে অভ্যাস না করিলে কর্তব্যপারায়ণ হওয়া যায় না। বাল্যকালে অমমবা যাহা দেখি, যাহা শুনি, তাহাই অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করি, অনুকরণ করিরাই আমবা বড় হই; এবং বড় হইতে হইতে ক্রমে আমরা বৃদ্ধিতে পারি কোন বিষয় অনুকরণ করা উচিত বা অশুচিত।

মহুয়া ও গুণ্ডাতে স্নেহ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে স্নেহ ও মমতা এবং হিতাহিত জ্ঞানই প্রধান। স্নেহ ও মমতায় মানব মাত্রই

সন্তানসন্ততির হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়। বাল্যকালে অনায়াসে অথবা কেবল মাত্র ক্রন্দন করিয়া লভ্য বস্তু পাইতে পাইতে আমাদের একরূপ অভ্যাস হয়, যে ক্রেশ স্বীকার করিয়া কোন সামগ্রী পাইতে বা বিছা লাভ করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু আমাদের অনেক পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া ঠাহাবা বহুদর্শিতা দ্বারা বৃষ্টিতে পারিয়াছেন, যে পরিশ্রম ব্যতীত কোন সামগ্রী বা কোন জ্ঞান লাভ করা যায় না, তাঁহাবা আমাদের হিতার্থ কতকগুলি শাসনের গণ্ডির মধ্যে আমাদেরকে থাকিতে বলেন। এই শাসনের বশবর্তী হইবা আমরা যখন উহাব সার্থকতা উপলব্ধি কবিত্তে পারি এবং বিনা শাসনে সেইমত কার্য কবিত্তে পাৰি তখনই আমাদের চবিত্ত গঠিত হইতে থাকে। এই শাসনের বাহিরে গিয়াও আমরা আবাব ফিবিতে পাৰি, কিন্তু তাহাতে যে সময় চলিয়া যায় উহা আব ফিরিয়া আসে না। আমরা যদিও আজীবন শিক্ষার অধীন তথাপি আমাদের জীবন-কাল এত সংক্ষিপ্ত যে প্রতিবার ঠেকিয়া শিথিতে গেলে আমাদের নূতন কোন পথে অগ্রসব হওগা অসম্ভব হয়। সেই নিমিত্ত বহুদর্শীদের শাসনে অভ্যস্ত হওগাই প্রার্থনীয়।

বাল্যকাল প্রথম পাঠ্যভ্যাসের সময়। এই সময়ের সন্তোমথিত নবনীতবৎ কোমল হৃদয়ে যে প্রকাব ছাপ দেওগা হইবে, সেই ছাপই ক্রমে ক্রমে পরিস্কৃট হইবে। কিন্তু সেই বয়সেই ধীবর-পুত্রের মৎস্য ধবা দেখিয়া মনে হস্ত্র না আনি সে কতই সুখী। কাষণ তাহাব মৎস্ত ধবিবাব বাসনার বাধা দিয়া কেহ তাহাকে পড়িতে বলিতেছে না। কে তখন জানে পবে মনে হইবে, হায়, প্রথম হইতে যদি অধিক পড়া শুনা, কবিতাম আজ আমি কত অগ্রসব হইতাম। বহুদর্শী আত্মীয়েরা বা শিক্ষকেরা অহুভব কবিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের শাসনের মধ্যে আমাদেরকে বাধিতে ইচ্ছা করেন, কাষণ, পরে আমাদেরকে আক্ষেপ কবিত্তে হইবে না।

প্রাচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে ক্রীড়াব আপাত মধুর সুখ লালসায় আমবা
 বধন প্রবৃত্ত হই, তখন গুরুজনশাসন আসিয়া আমাদিগকে বাধা দিলে
 কতই মনের কষ্ট হয়। কিন্তু গুরুজনেবা দেখিয়াছেন যে উহা পৰিণাম
 কঠোব। বালক-হৃদয় সে কঠোব পৰিণাম অনুভব কবিলেও পুনৰায়
 ক্রীড়া কবিতে নিবৃত্ত হয় না। হিতাহিত-জ্ঞান হইলেও বাসনা-পরিভূষ্টির
 লালসা প্রবল হইলে অনেক সময় লোভ সম্বরণ কবা ক্লেশকর বোধ হয়।
 শাসনে অভ্যস্ত হইলে লালসা অবিক্ৰিৎকর বলিয়া অনুমিত হয় এবং
 গুরুজন-নিদেশবর্ত্তিতা বা কথাব বাধ্য হওবাই কর্তব্য কর্ত্ত্ব বলিয়া, তদ্বি-
 রোধিকর্ত্ত্বগুলি পবিত্যজ্য বলিয়া মনে হয়। পবকে মাঝিলে বা
 গালি দিলে, পবেব দ্রব্য না বলিয়া লটলে, গুরুজনেব অবাধ্য
 হইলে যে, তাঁহাদেব মনে কষ্ট হয় এ কথা হৃদয়ঙ্গম কবিতে হিতাহিত
 জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু যতদিন না সেই জ্ঞানেব উদয় হয়, ততদিন
 অবাধ্য হইয়া জগতেব সুখ শান্তিকে ভগ্ন কবিলে অনিষ্টই সাধিত হইয়া
 থাকে। এই অনিষ্টাপাত নিবাবণ-কল্পে শিষ্যকেব আদেশ-পালনই মঙ্গল-
 ময়। এই শাসনপালনেব সার্থকতা অনুভব কবিলে, ও ভবিষ্যজীবনে
 কার্য্যকাবণ সম্বন্ধ নির্ণয় কবিয়া জীবন-পথ অনুসরণ কবিলে, মনুষ্য চবিত্র-
 বানহইয়া থাকেন। এই নিদেশ-বর্ত্তিতাব অভ্যাস বশতঃ পবে তিনি স্বতঃই
 দয়াব পাত্র দেখিলে তাহাকে দয়া কবেন, প্রণম্য দেখিলে প্রণাম কবেন,
 পবেব দ্রব্য না বলিয়া লইলে তাহাব মনে কষ্ট হয় বলিয়া সে পাপ কার্য্য
 করেন না, বিনা পবিশ্রমে কোন সামগ্রী লাভ কবিতে ইচ্ছা কবেন না,
 মিথ্যা কথায় মনের শান্তি দূর না হইয়া পবেব অনিষ্ট হয় বলিয়া সত্য কথা
 বলেন, সারল্যেব চিবস্তন সুখ ভোগ কবিয়া কপট হইতে ইচ্ছা কবেন না,
 আমোদপ্রমোদ আপাতমধুৰ বলিয়া সুখের অন্বেষণ করেন, দুঃখী
 সংসর্গ পরিত্যজ্য বলিয়া সাধুসঙ্গ লাভ কবিতে থাকেন, স্বার্থে বাধা পড়িলেও

বিদ্যাসাগরের মত কর্তব্য পথে অগ্রসব করেন, এবং দেশের ও দেশব
মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ কবিয়া থাকেন। তিনি দেশপূজা সমাজ
পূজ্যদেব নিদেশবর্তী হইয়া একপে দলপুষ্ট কবিতে পাবেন। যে তাহার
শক্তির প্রভাবে অন্তান্ত অবাধ্য শক্তি বাধ্য হইয়া পদপ্রান্তে আসিয়া নত
শির হয়।

স্বাবলম্বন ।

পবেব মুখাপেক্ষী বা পবপ্রত্যাশী না হইয়া, অথবা পবেব সাহায্য
না লইয়া আপনাব উপব নির্ভব কবিয়া কার্য সম্পাদন করার নাম
স্বাবলম্বন। প্রতিপালন-পদ্ধতিব উপব বাল্যকালে স্বাবলম্বন-অভ্যাস
নির্ভব কবে। প্রতিপালন হইতে হঠাতে যাহাব অনাবাসে লভ্যবস্তু
পাইতে থাকে, তাহাদেব ক্লেশ স্বীকার কবিয়া উঠা লাভ কবিতে কখনই
ইচ্ছা হয় না, সেইরূপ মানসিক আত্মনির্ভব সম্বন্ধেও বলা যাইতে পাবে,
যাহাব সর্বদা শিক্ষকেব সাহায্য ব্যতীত কোন বিষয়ই বোঝগম্য কবিতে
পাবে না, তাহাদেব নিকট পাঠ্য বিষয় সকল অথবা অমুশলন ইত্যাদি
সর্বদাই দুর্কোধ্য হয়। বাস্তবিক পক্ষে শিশু যে দিন কাহাবও বাহ
অবলম্বন না কবিয়া নিজেব পায়েব উপব ভব দিয়া নিজে দাঁড়াইতে শিক্ষা
কবে, সেইরূপ তাহার জীবনেব একটা মাহেন্দ্রক্ষণ। সেইরূপ শিক্ষার্থীবা
যে দিন অভিযানের ও পুৰাতন শিক্ষার মলে একট নূতন শিক্ষা অমু-
ধাবন কবিতে সমর্থ হয়, সে দিন হইতে তাহাব মনে বৈ আত্মশক্তিব
বিকাশ পায়, তাহাব জীবনে তাহা যুগান্তব উপস্থিত কবিয়া দেয়। এ
সংসাররূপ জীবনসংগ্রামক্ষেত্রে, উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব হইতে স্থিতিলাভ করে এবং
আত্মনির্ভব না হইতে পাবিলে উপযুক্ত হওয়া কঠিন ব্যাপার হয়। অলস

পরাবলম্বী প্রতি এ জগতে কেহই সহায়ত্ব প্রকাশ করে না। এ সংসারে সকলেই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত বলিয়াই এবং সকলকেই স্বকীয় শক্তি-বলে আপন আপন গতিপথ নির্দিষ্ট কবিতো হয় বলিয়াই, নিতান্ত অলস ও শ্রমসমর্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার তাহাদের অবকাশ নাই। এমন কি যাহাবা অবস্থার দাস হইয়া দৈবেব উপর নির্ভর কবে এবং আত্মনির্ভর বা পুরুষকাবকে নগণ্য বলিয়া বিবেচনা কবে, তাহাদিগকে মানব কেন ভগবানও সাহায্য কবেন না। কর্দ্দম-প্রোথিত শকট চালক যখন শক্তির দেবতাকে আবাধনা কবিয়াছিল, তখন দেবতা সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন বাহাবা নিজেকে সাহায্য কবিতো প্রস্তুত, অথবা বাহাবা স্বকীয় সিদ্ধিলাভ কবিতো সচেষ্ট, ভগবান তাহাদিগকেই সাহায্য কবিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে যে ব্যক্তি চিবকাল পবেব কোমর ধবিয়া সাঁতাৰ দেয়, সে ব্যক্তি কখনই সাঁতাৰ শিথিতো পাবে না এবং যে বালক পুরাতন শিক্ষা হইতে লাভবান না হইয়া, গুরুৰ উপদেশে অমনোযোগ পূৰ্ণক, প্রাত্যহিক নূতন পাঠেব আপূৰ্ণ ব্যাধ্যা শিক্ষকেব দ্বারা সাধন কবিয়া, সে বালকও কখনই শিক্ষা কবিতো পাবে না, এবং যদি বা শিক্ষকেব সাহায্যে কোনরূপে দিনেব মত শিক্ষা কবিতো পাবে চৰ্চ্চা ও অভিনিবেশেব অভাবে তাহার শিক্ষা স্থায়ী হয় না, অথবা হৃদয়-ক্ষেত্রে জ্ঞানবীজ কখনই অঙ্কুৰিত হয় না।

অপবেব সাহায্যে যে কোন কাৰ্য্যই কব না কেন, তাহাতে মনের প্রশস্ততা কখনই জন্মিবে না। সৰ্বদাই মনে হইবে সকল বিষয় বুঝি দুৰ্ব্বোধ্য, সকল ব্যাপাবই বুঝি কঠিন এবং সকল সাধনাই বুঝি দুঃসাধ্য, অথচ আত্মশক্তির উপর নির্ভর কবিয়া পরের কিছু সাহায্য লইলেও হৃদয়ে জ্ঞানলভাব উদ্বেলিত হই এবং আত্মশক্তির পবিচয় পাইয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ অমিয়-সুখ উপলব্ধি কবা যায়, কারণ গুরুভার মস্তকে লইতে

গেলে ভাববাহীকেও অপবেব সাহায্য হইতে হয় এবং গুরুপদেশ ব্যতীত শিক্ষার পথ কখনই নির্দিষ্ট হইতে পারে না ।

কারিক ক্রেশ স্বীকাব কবিত্তে অভ্যাস না থাকিলেও, অবস্থান্তে সাংসারিক কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মে অথবা পরম্পবেব সাহায্যকল্পে ঐক্লপ ক্রেশ স্বীকাব কবিত্তে অনিচ্ছা প্রকাশ করা সঙ্গীৰ্ণতামাত্র এবং মৰ্যাদার ভুল বিশ্বাসেব লক্ষণ । জনাকীৰ্ণ পথে একখানি শকট ভগ্ন হইলে রাস্তায় চলাচল বন্ধ হইয়া যায় এবং উভয়দিক গমনেচ্ছা ব্যক্তিগণেব অকাৰণ সময় নষ্ট হয় । এ স্থলে পরম্পবেব সাহায্যে কারিক শ্রমে শকটস্থানান্তরিত কবা উদ্যোগেব লক্ষণ । ভূত্যাভাবে বা বোগীচৰ্য্যার্থে অবস্থামত কোন নীচ কৰ্ম্ম করিলে সমাজ কি মনে কবিবে, ঐক্লপ ধাবণা মানসিক অপকৰ্ম্ম স্বচক ।

নৈতিক সাহসেব অভাবে এবং মৰ্যাদাহানিৰ ভুল বিশ্বাসে কত স্কুম্ভামমতি বালক হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত পর্য্যন্ত যে আত্মনির্ভরশীল হইতে পায় না, তাহাব আব ইয়ত্তা কবা যায় না । বিদ্যালয়ে অপবেব প্রতিভাব সূচ্যাত্তি শুনিয়া কত বালক যে আত্মশক্তির উপব হস্তবিশ্বাস হয়, তাহা কল্পজন উপলব্ধি কবিত্তে পাবেন ? কত বালক কয়েকটী কবিতা নির্ভুলে আবৃত্তি কবিয়া বা গণিতেব কয়েকটী প্রশ্নেব সমাধান কবিয়া ঐক্লপ প্রতিভাব গোঁববে ক্ষীত হয়, যে তাহা দেখিয়া পুলবুদ্ধি বালকেবা নিস্পৃহ হয়, এবং পাছে অপবে তাহাকে পুলবুদ্ধি মনে করে, এই ভাবিয়া “ কে আমি আমার আছে কি রতন ” এ বিষয় অহুসঙ্কান না কবিয়াই আজীবন মূৰ্খ থাকিতেও দ্বিধা বোধ করে না । প্রতিভাবান বালকেব মৰ্কশাত্রে জ্ঞানেব ভাগ করিয়া, শ্রমশীলতায় নির্ভব না করিয়া, আত্মশক্তির উপব ভুল বিশ্বাসে অনেক সময় ভাবী জীবন-ক্ষেত্রে নৈগণ্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে । তাহাদেব অলোকসামান্য ক্ষণপ্রভাবং প্রতিভায় বলসিত

হইয়া যাহারা নিঃশূন্য হয় এবং এই কাৰণে আত্মশক্তির উপর আত্ম-শূন্য হয়, তাহারা জানেনা যে অসাধারণ বুদ্ধিতে বঞ্চিত হইলেও তাহারা মনের শক্তির অনুশীলনে উহাকে কত উন্নত কবিতে পারে। এই উন্নীত শক্তি প্রতিভাব স্থান লাভ কবিতে সমর্থ হয় এবং জাজ্জল্যমান সাফল্যের আশাপথ উন্মোচিত কবিতে পারে।

আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন কবিলে, বাধাবিপত্তিতে চঞ্চল না হইলে, পবনুখাপেক্ষী হইবার ইচ্ছা মনে স্থান পায় না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ক্রমবিকাশ আবদ্ধ হইলে স্বাবলম্বন, অভ্যাস অবশ্রম্ভাবী, এবং স্বাবলম্বন অভ্যাস একবার বন্ধমূল হইলে, পবকীর সাহায্য অনাহুত বলিয়া মনে হয়। বাজনীতিজ্ঞ দার্শনিককুলচূড়ামণি মহামতি বার্ক বলিয়াছেন যে “আমাদের বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অধিক পবিজ্ঞাত ও আমাদেরিগকে যিনি” অধিক প্রেম কবেন, সেই পবম নিয়ন্তা পিতৃতুল্য অভিভাবকের প্রশস্ত নিয়মাত্মসাৰে, বাধা বিপত্তি ও অজ্ঞায়গুলি আমাদের শিক্ষকের স্থানীয় হইয়াছে। যিনি আমাদের সহিত মল্ল যুদ্ধ কবেন, তিনিই আমাদের জায়ু সবল ও নৈপুণ্য স্তুতীক কবেন। আমাদের বিপক্ষই প্রকাৰান্তবে আমাদেরিগকে সহায়তা কবেন। বাধা বিপত্তির সহিত বিবেচনাত্মক বলপুবীক্ষা কবিলে অভিলষিত ও অধিগম্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয় এবং উহা ঘাৰা বাহুদশী ও পল্লবগ্রাহী না হইয়া, নানা দিগ্দ্ৰশী সন্নিবেচক হওয়া যায়।”

আত্মনির্ভবশীল হইলে যেবল যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-সুখ অনুভব কৰা যায় তাহা নহে, বস ও পবিচিত মহাত্মভবগণের নিকট যে সকল প্রস্তাব কৰা যায়, সে গুলি স্বার্থপ্রণোদিত বলিবা সন্দেহের বিষয়ীভূত হয় না, পবস্তু বিবেচনাভ্যাগ্য বলিবা সে গুলি সাদবে গৃহীত হয়। সংসাহস ও কৰ্ত্তব্য জ্ঞান স্বাবলম্বের নিত্য সহচর এবং সহিষ্ণুতা তাহার

অত্যন্ত বিষয়েব অন্তর্ভূত হয়, দাবিত্যা-নিপীড়িত হইয়া সাহায্য ভিক্ষা করা কখন তাহার মনোমত হয় না, তখন বিলাস-ভোগ-বাসনার সংযম পথ অনুসৃত্য বলিয়া মনে হয়,—কেবল জীবনধাবণোপযোগী সামগ্রীই লভ্যবস্ত্র এবং অজ্ঞাত সামগ্রী পবিত্র্যায় বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে । অপরের সুখসমৃদ্ধিতে জীর্ষার বশবর্তী না হইয়া তিনি উজোগ ও অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও অভিনিবেশ, সংসঙ্গ ও সদগ্রহ পাঠেব আবশ্যকতা অনুভব করেন, ক্ষময়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পবিপোষণ কবিয়া, অভিলষিত ও অধি-গম্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহা লাভ কবিবার উপযুক্ত হইতে যত্ববান হয়েন, এবং যতদিন না উপযুক্ত হয়েন, ততদিন অপ্রাপ্তি হেতু ক্ষেদ কবা মূর্থতা বলিয়া অনুমান করেন । ইহাদেব অনুকরণে পবনুথাপেক্ষি-গণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে না পাবিলে সমাজে এক অভূতপূর্ব শ্রী পরি-লক্ষিত হয় এবং পরিশ্রমী কবিয়া অপবের প্রমলক সামগ্রী-লাভের ইচ্ছা সমাজ হইতে দূরীকৃত হইয়া যায় । অধিকন্তু অবিবাহ ব্যক্তিগত পরিশ্রমেব ফলে দেশে বীণাপাণির ববপুত্রদেব অভাব অনুভূত হয় না এবং নবনজ্জ-শ্রেণী বুদ্ধিব প্রকাশে দেশে এত অধিক সামগ্রী উৎপন্ন ও প্রস্তুত হইতে থাকে এবং পরিশ্রম সংক্ষেপের কলাকাবধানা ও প্রস্তুতিব্রয়ের সংক্ষেপ করে এত প্রকারের উপায় উদ্ভাবিত হয়, যে কমলার ললিত উদার হাতে সমগ্রদেশ উদ্ভাসিত হইতে থাকে ।

অতএব কি বিজ্ঞানাত কবিত্তে, কি সংসাধে কৃতকর্মী হইতে, কি সমাজের উন্নতি সাধন কবিত্তে, যত বাধা বিঘ্ন বা অন্তবায় উপস্থিত হউক না কেন, আত্মশক্তিব উপর নির্ভর কবিয়া, উহাকে সীমারে জ্বালন করিতে হইবে । যখনই উহার সম্মুখীন হইবে, কিরিনা ঠাড়াইও না, কারণ,

“যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই শব্দে ।

বারেক নিরাশ হ’রে কে কোথায় যবে ১”

দৈব আদ্য উপর অমূল্য নহেন একুপ ভাবিয়া মনকে কখনও প্রবোধ দিও না । অবস্থার দাস না হইয়া, অবস্থার উপর কর্তৃত্ব করিবার চেষ্টা করিতে করিতে সকলকাম হইবে । আত্মনির্ভর কবিয়া প্রত্যেক পুর পর সাফল্য লাভে একুপ আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইবে, যে অমূল্য কৰ্মে জয়লাভ, অভ্যাশের অন্তর্গত হইবে, এবং এইরূপ বিশ্বাসের অমূল্য হইয়া সর্ব কৰ্মে বিজয়-সুখ অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে ।

সময়ের ব্যবহার ।

জন্ম গ্রহণ কবিয়া, মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল মুহূর্ত্তেই মানব কোন না কোন কৰ্মে ব্যাপৃত । যখন জন্মাইবার পৰ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানবের জীবন-কাল, তখন সেই বৎসব গুলি বা তাহার দ্বাদশগুণ মাস গুলি বা তাহার তিন শত পঁয়ষট্টি গুণ দিন গুলি বা সেই দিন গুলির চব্বিশ গুণ ঘণ্টা গুলি বা সেই ঘণ্টা গুলির ষাট গুণ মিনিট গুলি বা সেই মিনিট গুলির ষাট গুণ মুহূর্ত্ত গুলি—মানবের জীবন কাল নির্দেশ কবিয়া দেয় । এই মুহূর্ত্ত গুলিতে যদিও কোন না কোন কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া মানুষে জীবন কাল কাটাইয়া যায়, তথাপি যে কার্যে ব্যাপৃত থাকে তাহা সকলের পক্ষে কখনই সমান নহে । পশু পক্ষীরাও জীবন কালের সকল মুহূর্ত্তেই ব্যাপৃত । অন্তএব বিচার শক্তি হীন পশুর মত যদি জীবন কাল অতি-বাহিত করা যায়, তাহা হইলে মানবে ও পশুতে কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না । নিতান্ত আত্মীয়ের প্রতি বৈষম্যতা, সহানুভূতি ইত্যাদি প্রদর্শন কবিয়া অবশ্য সকল সভ্য মানবই পশু হইতে পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করে ; কিন্তু নীতি, ধর্ম, জ্ঞান ইত্যাদি সদগুণ প্রদর্শন করিয়া সাধারণ মানব হইতে নিজের পার্থক্য প্রতিপাদন করিতে অল্প মানবেই চেষ্টাবন করেন ।

যদি অধিক সংখ্যক মানব এই দিকে আকর্ষিত হইত তাহা হইলে এ জগতেই স্বর্গস্থ অমৃত্যু কবা যাইত ।

অধিক বিজ্ঞান, জ্ঞানলাভে, চিন্তেব উৎকর্ষ-সাধনে, চরিত্র-গঠনে, জায় পথে অর্থ-উপার্জনে, আদর্শ পরিবাব-প্রতিপালনে এবং স্বদেশের শ্রীযুক্তি-সাধনে ইত্যাদি মহৎ অমুষ্ঠানে সাধাবণ মানব হইতে পৃথক হইতে গেলে, এক এক মুহূর্ত্তে কর্মেব অমুষ্ঠান করিয়া উহাকে অনন্ত মুহূর্ত্তে পরিণত কবিতে হইবে। এইরূপে আমাদের প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা কবিতে হইবে। যে মুহূর্ত্তটা চলিয়া যায়, সেটা আবার ফিরে আসে না। যাহাব শরীবে আলস্য নাই, যাহাব মানসিক শ্রমে অবহেলা নাই, এবং যাহার জ্ঞান বা বিদ্যা বা ধর্ম চর্চা কবিবাব প্রবৃত্তি আছে, তাহাবাই মুহূর্ত্ত গুলিব সদ্যবহার কবিতে পারে। সমাজে ও সংসাবে বাস কবিতে হইলে কিন্তু অনেক বাধা ও অনেক বিপত্তি। এই নিমিত্ত যাহাবা উন্নতি লাভ কবিতে ইচ্ছা কবেন, তাহাবা দৈনন্দিন জীবন, কোন নিয়মের অধীন করিয়া বাধেন। এই স্বকীর নিয়মেব অধীন না হইলে সকল অমুষ্ঠান গুলি সম্পন্ন হইতে পারে না। কলিকাতাব অনেক এটর্নী আকিসে “Time is money” লিখিত থাকে। বাস্তবিক কি অধ্যবসায়ী, কি ব্যবসায়ী, সকলেব পক্ষেই, সময় অতি মূল্যবান। অথচ এরূপ অনেক লোক আছেন যাহারা সময়ের মূল্য কিছুই বুঝেন না। কেবল সাহেবদেব সহিত দেখা করিতে হইলে, অথবা আকিস যাইতে হইলে, কিম্বা ট্রেন ধবিতে হইলে তাহারা সময়ের মূল্য বুঝিতে পারেন। তাহারা সময় মত আকিসে পঁছাইয়াই আবার সময়ের মূল্য ভুলিয়া যান। হাতের কর্ম অসমাধা বাধিয়া গলে প্রবৃত্ত হইবেন ও উপরওয়ালার নিকট হই এক কথা না শুনিয়া পুনবার কার্যে ব্যস্ত হইবেন না। এই অমূল্য সময় যাহাতে নীচ কাটিয়া যায় এই শ্রেণীব লোক তাহাই, কামনা করে।

তাহারা সাহেবের সহিত সময় মত দেখা কবিতা আবার সময়ের মূল্য ভুলিয়া বান, এবং অবান্তর কথা কহিয়া সাহেবের সময় নষ্ট করিতে আরম্ভ কবিলে সাহেবকে বারম্বার খড়ি খুলিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে হয় । *

আমাদিগেব জীবন-কাল এত সজ্জিগু, যে সে সময়ে আমবা সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পাবি না। এই নিমিত্ত বর্তমান ও অতীত কালের সুধিগণ চিন্তা-পৰম্পরার ফল রূপে যে সকল বিষয়েব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত কবিতা গিয়াছেন, আমাদিগকে সেইগুলি শিক্ষা কবিতা তবে অল্প মৌলিক চিন্তার প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

অধ্যবসার ও কর্ণসমাপ্তিব সহিত আমাদিগকে কিন্তু শরীর, সমাজ ও সংসারের বিষয়েও দৃষ্টি বাধিতে হইবে। এ কাৰণে সকল কাৰ্য্য গুলি সুসম্পন্ন কবিতো হইলে সময়ের মূল্য আৰও অধিক বলিয়া অনুভূত হয়। সকল কাজেরই সময় কবিতা লইতে হইলে কাজে কাজেই পূৰ্ণ হইতে কোন সময় কিরূপে অতিবাহিত কবিতো হইবে, তাহা স্থির করা উচিত। স্বর্গীর বিজ্ঞানাগর মহাশয় সার উইলিয়ম জোন্সের বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন “১৭৮৫ খৃঃ অব্দের দীর্ঘ বন্ধের সময়, যে রূপ দিবস ষাপন করিতেন, তাঁহার কাগজ পত্রের মধ্যে, উহার বিবরণ দৃষ্ট হইয়াছে। প্রাতঃকালে, সর্বপ্রথম, একখানি পত্র লিখিয়া, বাইবেলের কতিপয় অধ্যায় পড়িতেন, তৎপরে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ধর্মশাস্ত্র, মধ্যাহ্ন কালে ভাবতবর্ষের ভূগোল বিবরণ, অপরাহ্নে রোম রাজ্যের পুৰাতত্ত্ব, সর্বশেষে দুই চারি খাজি সতরঞ্চ খেলিয়া, ও ইটালি দেশীয় প্রসিদ্ধ কবি এবিয়ার্ডের প্রণীত কাব্যের কিয়দংশ পড়িয়া দিবাবসান করিতেন।” অনেক মহাত্মা এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুহৃৎগুলির সদ্যবহার করিয়া, আপনাদের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, এবং জগতে কীর্তি বাধিয়া অমর

হইয়াছেন । একজন কবি এই ক্ষুদ্র মুহূৰ্ত্তগুলিকে দিয়া নিম্নলিখিত ভাবে উপদেশ দিয়াছেন :—

“We are but minutes Use us well ,
For how we are used we must one day tell
Who uses minutes, has hours to use ,
Who loses minutes, whole years must loose ”

বাস্তবিক মিনিটগুলিৰ ঠিক ব্যবহাৰ কৰা হইয়াছে কিনা এ কথা বিশ্ববিজ্ঞানৰেব কৃতকৰ্মী বালকেবা পৰীক্ষাৰ ফল বাহিৰ হইলেই বুঝিতে পাবে । পৰীক্ষাৰ নিষ্কল হইলে বালকেবা মনে মনে খেদ কৰে “হায় যদি সময়েৰ সদ্যবহাৰ কবিতাম, আজ সফলমনোরথ হইতাম ।” এই নিমিত্ত বোমৰ্ক স্নাজ্যেৰ অধিপতি মহাত্মা টাইটাস্ একদিন একটা কাৰ্য্য কবিত্তে বিন্ধত হওয়াতে “আমি একটী দিন হাবাইলাম” বলিয়া আক্ষেপ কৰিয়াছিলেন ।

জীবদ্দশায়, গল্প, জীড়ি, মিত্ৰা, আহাৰ, কলহ প্রভৃতি কাৰ্য্যে যদি অধিক সময় ক্ষেপণ কৰা যায়, এবং অবশিষ্ট সময় যদি স্টুডেন্স, সন্মিলন, বোংগ শোক ইত্যাদি সাংসারিক ও সামাজিক কাৰ্য্যে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞা, জ্ঞান ও ধৰ্ম্ম চৰ্চাৰ সময় কবিতা লইতে পাবা যায় না, তাহা হইলে সাধাৰণ মানব হইতে পৃথক হইবাবই বা অবকাশ কোথায় ? বাস্তবিক পক্ষে মুহূৰ্ত্ত গুলিতে সুকাৰ্য্যে ব্যাপৃত না থাকিলে, সে গুলি চলিয়া যাটবে, এবং ভবিষ্যতে অল্পতাপ কৰিলেও আৰ অসম্পাদিত কৰ্ম্ম সম্পাদনেৰ সময় থাকিবে না । যে সময় সুকাৰ্য্যে অতিবাহিত হয়, সেই সময় জীবন যেন সার্থক বোধ হয়, এবং এইরূপে সময় অতিবাহিত হইলে ভবিষ্যতেও অল্পতাপেৰ কাৰণ উপস্থিত হয় না । এই কাৰণে মহামতি কাৰ্লটল লিখিয়াছেন, Labour is life There is always

hope in a man that actually and earnestly works ; in idleness alone is their perpetual despair Blessed is he who has found his work, let him ask for no more blessedness.

পরোপকার ।

পরের উপকার করিবার প্রবৃত্তি সকল লোকে সমভাবে দেখা যায় না। জগতে অসংখ্য পৰিমাণে প্রায় সকলেই স্বার্থপর। যিনি অত্যন্ত স্বার্থপর তিনি অপবেব স্বার্থে উদাসীন হইয়া স্বকীয় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে যত্নবান হইয়েন। তাহাদের এক্ষপ খাবণা বে, বিধবা, অনাথ ও বিপন্নজনের প্রতি দয়া কবা, করা বা গুণদার হইতে গুণীকে উদ্ধার কবা, বা দুইটী মুখেব কথাব যদি কাহারও অন্ন-সংস্থান হয়, এক্ষপ চেষ্টা কবা, বা বোগীর চিকিৎসা, ঔষধি, পথ্য এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা, বা পথভ্রাস্তকে পথ প্রদর্শন কবা, ইত্যাদি পরেব উপকাব করিবার বাসনা, যে মুহূর্ত্তে মনে উদ্ভিত হইবে, তখন হইতে বুঝি স্বকীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধনেব পথে কণ্টক পড়িবে, বিলাস-বাসনার জলাঞ্জলি দিতে হইবে, এবং দারা স্ত্রতের প্রতি কর্তব্য পাশনে ব্যাঘাত ঘটবে। দায়া-মমতা-শূভ পণ্ড, প্রাত্যহিক আহাঙ্গের অনিশ্চিততা হেতু স্বার্থপর হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে থাকিয়া অপরের সহায়ত্ব লাভ করিয়া, কোন কোন ব্যক্তি যখন একেবারে স্বার্থপর হয়, তখন তাহাদের মঙ্গল বা উন্নতিতে সংসাবেব, সমাজের, বা স্বদেশের কোন উপকার হয় না। যদিও অনেক তাহাব দ্বিতীয়মার যাইতে চাহে না, তথাপি তাহার বিপদে, অাপদে, কতকগুলি লোক সাহায্য করিয়া থাকে।

তাহার সাহায্যকারীদিগের শ্রেণীবিভাগ করিলে দেখিতে পাওয়া

যায়, যে কতকগুলি তাহার অধীন, কতকগুলি নিতান্ত আত্মীয়, এবং কতকগুলি স্বার্থশূন্য এবং সেইজন্য প্রত্যাশকাব আশা কবেন না। এই সকল দেখিলে, শেবোক্ত ব্যক্তিগণ পরের চুঃখে নিজচুঃখ অহুতব কবেন এবং পরের সুখে নিজে সুখী হয়েন, এমন কি অপবে পাছে কষ্টে পড়েন ভাবিয়া পূর্বে হইতে সংপৰামর্শ দিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন। পরোপকার প্রবৃত্তি তাহাদের এমনই প্রবল, যে তাঁহারা যেরূপ হীনবস্থার বা চূর্ণদশায় নিষ্কিণ্ড হউন না কেন, মানবমঙ্গলসমাদানে যথাসাধ্য চেষ্টা কবিতে তাঁহারা কোন কাৰণেই পশ্চাৎপদ হইতে পারেন না। তাঁহাদের মধ্যে ঐহাবা আবাব কমলাব ফ্রোড়ে শায়িত, অথবা অধ্যবসায়ী এবং উদ্যমশীল, অথবা কোন কর্ম্ম সূত্রে দেশেব সজ্জতিপন্ন লোক সমুহেব নিকট চাঁদা সংগ্রহ কবিতে সমর্থ, তাঁহাদের দ্বাৰা এত অধিক উপকাৰ সাধিত হইতে পারে, যে তাহার কলে স্থান বিশেষেব ক্ষুধার্ত্ত বা পীড়িত, বয়সহীন বা আশ্রয়হীন বা বিড়ম্বাৰী, সকলেবই নিজ নিজ অভাব হেতু তীব্র যাতনাভাব লবু হইয়া যায়। তখনই মনে হয় মানবজন্ম মানব-মঙ্গলেব নিমিত্ত। বিশ্বনিয়ন্তাব জগৎ-হিতকর অমুষ্ঠান মধ্যে মানব-জন্মও বিষয়ীভূত। ঐচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে ছায়াদান করিতে তরুর মত—বিভাবরী তমসা নাশ কবিয়া মানব মনে সুখ দিতে শিতাংগুর মত, এবং প্রভাতে মব তেজ ও মব জীবন দান করিতে দিবাকবেব মত, মানব জীবনের সম্ভব হইয়াছে। যদি তাহাই না হইল তাহা হইলে মানব জন্মের সার্থকতা কি ?

পরোপকাৰ-প্রবৃত্তি নিজগৃহে প্রথম উন্মোচিত হয়। পবে উহার ফলে জগতের কল্যাণ সাধিত হইতে থাকে। বাল্যকালে নিজ গুণ্ডিব মধ্যে যাহাদের নিত্য দেখিতে পাই, তাহাদের কষ্ট অপনোদন বা তাহাদের সুখ বৃদ্ধিব উপায় উদ্ভাবন কবিতে কবিত্তে আমবা উপকাৰ করিবার নানাবিধ পন্থা অনুসরণ করিতে শিক্ষা করি। ক্রমে আত্মাদের মধ্যে জন

করেকের উপকার কবিবার সামর্থ্য-লাভের ইচ্ছা বলবতী হইতে থাকে । সেই ইচ্ছাব অন্তর্বর্তী হইয়া, বাহারা সাধ্যমত পরোপকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সকল মহাত্মা, মানব-জন্মের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন ।

স্বর্গীর বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের উপার্জন কেবল উপকার কবিবার সামর্থ্য লাভের হেতু মাত্র । সুলভে বিজ্ঞান, তাহার পবিণতি সাধন, কৌলীভ প্রথার কুঠাবাস্ত কবা, ইত্যাদি সমাজ হিতকর কার্য্যে, অন্ত-স্তান কবিত্তে কবিত্তে, ব্যক্তিগত অভাব-মোচনেও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না । জীবনধারণোপযোগী নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী ব্যতীত অন্য সামগ্রীর ভোগেচ্ছা তাঁহার ছিল না । অতএব তাঁহার উপার্জিত ধনের প্রায় সমস্তই সমাজের ও ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনে ব্যয়িত হইয়াছে । হাওয়ার্ড নামে একজন পরম পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন । পৈত্রিক সম্পত্তি লাভ কবিয়া তিনি কারমনোবাক্যে পরের উপকার সাধনে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বাধা বিপত্তিতে লক্ষ্যপ করেন নাই । লিস্বনের ডুমি কম্পের পব তথাকার লোকদিগকে সাহায্য কবিত্তে ব্যত্মা কবিয়া, পথি-মধ্যে তিনি ফরাসী কর্তৃক শত্রু জ্ঞানে ধৃত হইয়া, ফরাসী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন । কারাজীবনের যন্ত্রণা নিজে ভোগ কবিয়া, তিনি পরে কেবল ইংলণ্ড নহে ইউরোপের অন্যান্য কারাগারবিধির সংস্কার কবিয়া গিয়াছেন ।

ব্যক্তি বিশেষের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জনহিতকর চেষ্টার, জগতের ক্লঃখতার, যে কতই অপনোদিত হইতেছে, তাহার আব সংখ্য করা যায় না । পরোপকারীর প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে আশার নূতন প্রাণপ্রদ সঞ্চার হইতে থাকে—উপকৃতের আসন্ন বিপদ তিরোহিত হইয়া নান সুখে আনন্দের হাসি দেখা দেয়, তাহার আঁখাব জগতে বিমল হর্ষ জ্যোতিঃ

বিকীর্ণ থাকে। যদি পরোপকারে জনতের দুর্গিব্যবস্থা হইত ঘাণ হইত এবং নিরানন্দের স্থানে আনন্দ অধিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে সন্তানদের সন্তানদের উহা যে পরম ধর্ম তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

প্রত্নপকার ।

যথার্থ পরোপকারী, দয়া বা কারুণ্য, সহায়ত্ব ও উপকার কবিবাব ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া পরোপকার সাধন করেন—প্রত্নপকার পাইব এ আশা কখনই তাঁহাদের জীবনের বলবতী প্রযুক্তি হইতে পারে না। প্রত্নপকার কিন্তু উপকারীর প্রতি কর্তব্য কর্ম। উপকারীর প্রত্নপকার না করিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হইবে এবং অকৃতজ্ঞতা মহা পাপ। এই পাপের ভয়ে কাজ করা এক কথা এবং ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কার্য করা অন্য কথা। একটী স্বাধীন-সম্মত অপরটী সৃষ্টি-প্রণোদিত। অতএব প্রত্নপকার হইতে পরোপকার অবিকৃত প্রাথমিক।

একটা সুবিধিত অর্জুন নকুল ও সহস্রের ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। এবং বৃকোদর জননীর সহিত এক ব্রাহ্মণের নিকটনে বসিয়া আছেন এমন সময় তাহার অন্তঃপুর মধ্যে দর্শন করিয়া ক্রন্দনরোদে ইহাঙ্গিরের কর্ণ-গোচর হইল। কারুণ্যের কোমল রসে বিগলিত-চিত্তা ভোজ্যবাহুহিত সেই ক্রন্দনবিদারক ক্রন্দন শুনি শুনিয়া সাতিশর চোখিতা হইলেন এবং ভীষ্মদেবকে কহিলেন, “বৎস! পাশবিক দুষ্কৃত্যবাদের অজ্ঞাতসারে আমরা এই ব্রাহ্মণ নিকটনে নিরুদ্বেগে বসবাস করিতেছি; উন্মিত এবং ব্রাহ্মণের স্নেহ সম্মুখে শ্রীত আছি বলিয়া, কি প্রকৃত্যে তাহার উপকার করিব ইহাই অল্পকণ চিন্তা করি। ব্রাহ্মণের পরোপকারের সহিত আমাদের

প্রত্যুপকার অবশ্য তুল্য মূল্য হইতে পারে না। অতএব তিনি যে প্রকার আমাদের উপকার করিয়াছেন তদপেক্ষা অধিক উপকার কবিলে কতকটা ক্ষতি হইতে পাবে বার। ব্রাহ্মণের নিশ্চিত বোধ হয় কোন মহৎ হুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকিবে এবং এক্ষণে তাহার অপনোদন করিতে পারিলে আমাদের মানব জন্ম সার্থক বলিয়া উপলব্ধি করা যাইতে পারে।” মাতার এই উৎসাহবর্দ্ধক বচনে বুকোদর হুঃসাধ্য হইলেও তিনি সাধন কুরিবেন এইরূপ নিজ স্বভাবোচিত প্রতিজ্ঞা করিলে পর কুন্তী, ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবেষ্ট হইয়া দেখিলেন যে ব্রাহ্মণ কন্নতললগগণ্ড হইয়া পত্নী দুহিতা ও পুত্রের সহিত বসিয়া আছেন। কারণ ভিজ্ঞাসা করার ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার যে হুঃখ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নিবারণ করা সাধারণ ব্যক্তির সাধ্য নহে। এই নগরের অতি নিকটে দুর্দান্ত নরমাংসাশী বক নামে এক রাক্ষস বাস করে। ঐ ছায়া আশনার আহারের জন্য এরূপ বিধি প্রবর্তিত করিয়াছে, যে দিন দিন পর্যায়ক্রমে এক জন মহুয্য ও নির্দিষ্ট পরিমাণ তণ্ডুল লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। রাক্ষস আসিয়া সেই সমস্ত বস্ত্র ও তৎসহ অনীত ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিয়া স্বকীয় উন্নয়ন পূরণ করে। অতঃপর আমার পর্যায় উপস্থিত এবং আমার এরূপ অর্থ নাই যে মহুয্য ক্রয় করিয়া ও তৎসহ তণ্ডুল পাঠাইয়া সংসারের সকলে অব্যাহতি লাভ করিব। আমার একটি কন্যা ও একটি পুত্র, অতএব ইহাদিগকে রক্ষা করিয়া আমি ও আমার সহধর্মিণী আপনাদিগের হিতার্থ রাক্ষস সন্নীপে বলি লইয়া উপস্থিত হইব। আপনারা অতিথি, অতএব আমাদের প্রাণ বিসর্জন করিয়াও আপনাদিগের প্রাণরক্ষা করা উচিত। একাধা হুঃসাধ্য না হইলে আপনাদিগের প্রত্যুপকার গ্রহণ করিতাম।

এ দিকে কুন্তী হুঃসাধ্য কার্য স্বল্পমাত্রই অর্থাৎ অসম্ভব প্রত্যুপকার প্রদ্রোপকাবের সমতুল্য জানিয়া, অপিচ হিড়িকা বধকালীন ভীমসেনের বিধ-

কণ পরাক্রম অবগত থাকার এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না । তিনি ব্রহ্মণকে বলিলেন “আপনার একমাত্র পুত্র , অথচ আমার পাঁচপুত্র আপনার একটা হত হইলে যে ক্ষতি হইবে আমার একটা হত হইলে সে ক্ষতি হইতে পারে না ।” এই বলিয়া ব্রাহ্মণের অন্ত কথা না শুনিয়া তিনি আশ্রয় দাতার প্রত্যাগকার সঙ্কল্পে ভীমসেনকে ডাকাইয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে অগ্ররোধ করিলেন । এ দিকে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক সমস্তই অবগত হইলেন । তাঁহার কোন বাধা বিপত্তি ধীরপ্রজ্ঞা পরোপকায-ধর্ম্মামুরতা মাতাব নিকট স্থিতিলাভ করিতে পারিল না । এবং যথা সময়ে বৃকোদর অরাদি লইয়া রাক্ষসকে আহ্বান পূর্বক তৎপ্রসাদার্থ আনীত অন্ন ধ্বংস করিলেন এবং উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ আবস্ত হইল । এই যুদ্ধে রাক্ষসের সমস্ত সন্ধিস্থান ভগ্ন হইয়া গেল এবং সে ভূমে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল । এ জাতীর হুঃসাধ্য প্রত্যাগকায ও পরোপকার একই কথা ।

বৈধ্য ও সহিষ্ণুতা ।

বৈধ্য এবং সহিষ্ণুতা মহতের একটা মহৎ গুণ । বৈধ্য দ্বারাই মানব হুঃসাধ্য কষ্টের ও সাধন কবিত্তে পাবেন, অর্থাৎ জগতে বৈধ্য ব্যতীত কোন মহৎ কার্য সম্পাদিত হইতে পারে না । কেহ কেহ বলেন বাহার প্রতিভা আছে তিনি অপরের সাহায্য ব্যতীত অনেকে বাহা কবিত্তে না পারে সে কার্য সমাধা করিতে পারেন । কিন্তু বাহাব বৈধ্য ও সহিষ্ণুতা নাই তাহা দ্বারা কোন কার্য আদুল ও শেষ পর্য্যন্ত সংসাধিত হইতে পারে না । শৃঙ্খলার মূলে বৈধ্য এবং শৃঙ্খলা বিরহিত প্রতিভার সাফল্যের প্রত্যাশা করা যায় না ।

এ সংসার পবীক্ষা ক্ষেত্র । যখন বাধা বিপত্তি, দুঃখ শোক, বোগ ও উহাব প্রতীকার চিন্তা, পদে পদে মানব মনকে অভিভূত কবিতা ফেলে, তখন দুঃখ ত আছেই এবং তৎপবে সুখও অবগুস্তাবী একরূপ বিবেচনা করিয়া, কল্প জন বাধা বিপত্তিব মধ্যে নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ কবিত্তে পারে ? বিপদে না পড়িয়া এব° অন্ন ও সাংসারিক অজ্ঞান চিন্তায় ব্যাকুল না হইয়া অনেকে বৈধ্যা ও সহিষ্ণুতার অভাবে, নিজের কাজে একরূপ অবহেলা করে যে সামান্ত একটু বজ্র অনেক কর্ম অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ।

জগতেব সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কব মাইকেল এঞ্জেলো এক দিন কোন দৰ্শকের পূৰ্ব পৰিদর্শন কালাবধি একটি প্রতিমার কি করিতেছিলেন, তাহা তাঁহাব কাছে ব্যাখ্যা কবিতা বলিতেছিলেন “আমি এই অংশটা পুনর্কাব স্পর্শ কবিতাছি, এই অংশেব ঔজ্জ্বল্য সাধন কবিতাছি, এই অঙ্গ ভাব কোমল কবিতা দিতাছি, ঐ পেশীটি পরিস্ফুট কবিতা তুলিতাছি, ঐট ওঠে একটু ভাব দিতাছি এবং উক্ত প্রত্যঙ্গে অধিকতব জীবনীশক্তি প্রদান কবিতাছি ।” দৰ্শক বলিলেন এ সব সামান্ত বিষয়, ভাস্কব—তহুত্তবে কহিলেন “হইতে পারে সামান্ত, কিন্তু স্রবণ বাধিবেন সামান্ত সামান্ত বিষয় লইয়াই সম্পূর্ণতা সাধিত হয়, এবং সম্পূর্ণতা সামান্ত বিষয় নহে ।” এই সম্পূর্ণতা সাধন কবিত্তে ধৈর্য্যই প্রধান সহায় ।

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাৰ অভাবে কত ধনী যে বিপদকে ডাকিতা আনেন, অথবা একরূপ কার্য্য কবিতা বসেন যে, তাহাতে ধন নাশ হয়, তাহার আর সংখ্যা কুরা যায় না । ইহাব অভাবে কত পণ্ডিত যে মূৰ্খের জ্ঞান হান্তস্পদ করেন, তাহা ভাবিলে মনে হয় যে, বিভ্রা শিক্ষাব সহিত ধৈর্য্য শিক্ষা না হইলে কোন কার্য্যেই সফলকাম হওয়া যায় না । বাহ্যাব বিপদে ধৈর্য্য নাই তাহাব বিপদের উপর বিপদ বৃদ্ধিতে হইবে ।

জগতে এরূপ অনেক মহাত্মা আছেন যাঁহাবা বাধা, বিপত্তি ও অবস্থাব বিপর্য্যে পড়ার সময়ে পড়িতে পারেন নাই, ক্রোধের সময় আহাব পান নাই, মনোমত নিশ্চিত গ্রাসাচ্ছাদনের সামগ্রী বা পদ লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, বাহাদেব মুখের গ্রাস হয়ত অপবে লইয়া গিয়াছে এবং বাহাবা পদেপদে অভাবনীয় শোক তাপের সম্মুখীন হইয়াছেন, কিন্তু তাহারা কখন ধৈৰ্য্যচ্যুত বা চঞ্চল বা পশ্চাদপন্ন করেন নাই। তাঁহাবাই প্রকৃতির প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাবা দেখিয়াছেন, ঋটিকাস্ত্রের পব নিস্তক্কতা হয়, সংগ্রামের পর শান্তি হয়, বিপদের পর সম্পদ হয়, এবং দুঃখের পব সুখ হয়। তাঁহাবা আশু দেখিয়াছেন, ক্ষুদ্র বৃক্ষ এক দিনে বনস্পতি হয় নাই, অল্প বেতনের প্রতিভাবান ব্যক্তিও অল্প দিনের মধ্যে উন্নতপদ প্রাপ্ত করেন নাই, সূতাহুটী গোবিন্দগুবের মত সামান্য পল্লীও এক দিনে রাজধানীতে পরিণত হয় নাই। এই নিমিত্তই বিপদে পতিত হইলেও তাঁহাবা অপবেষ দ্বার আত্মহাবা না হইয়া স্থিৰ চিত্তে ও সংযত মনে সেই বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার পথ উদ্ভাবন কবিত্তে সচেষ্ট করেন। তাঁহাবা বিপদে বিক্ষুব্ধ হইলেও অচল অটল হিমাদ্রীর মত অবিচলিত থাকেন। ফলতঃ তাঁহাবা অবস্থার বশীভূত না হইয়া, অবস্থাব উপব কর্তৃত্ব কবিত্তে সচেষ্ট করেন। এ নিমিত্ত তাঁহাবা সৰ্বদাই স্থিৰ, গম্ভীর ও অবিচলিত। তাঁহাবা মহামতি বার্কের মত বিশ্বাস কবেন যে, “বিদ্র সিদ্ধিৰ সাধনস্বরূপ। যে আমাদের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে আমাদের দ্বায়ুতন্তুগুলিতে বলাধান কবে, আমাদের কৌশল শানিত কবিত্তে দেয়। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীই আমাদের সাহায্যকারী।” তাঁহারা কৃষিজীবীদের মত বিশ্বাস কবেন, যে সময়ে বীজ বপন কবিলে সময়েই শস্ত লাভ কবা যায়, যে দিন বীজ উৎপন্ন হয় তাহাব পব দিনই ফল পাওয়া যায় না, এবং সাবধান বৃক্ষ, বক ফুলেক বা সজিনা গাছেব মত শীঘ্র ফল বা ফল দেখ না অথবা উহাদের মত

সামান্য ভাব বহনে অক্ষম নহে। যে বৃক্ষ গুরু ভাব সৌখ্যাদবহন কবিলে, সে বৃক্ষ বহু দিন যাবৎ ধীর স্থিৰভাবে প্রকৃতিৰ ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

সত্যানুরাগ ।

কি সত্য, কি অসত্য মানবেব যত প্রকাৰ সদৃশ্য থাকিতে পারে তন্মধ্যে সত্যানুরাগই প্রধান। বাঁহাৰা সত্যানুরাগী, তাঁহাৰা সৰ্ব্বদা সত্য কথা বলেন, সাধু জনেৰ প্ৰিয় হয়েন এবং সত্যবাদীকে সমাদৰ কৰেন। সত্যোবষ্ট উপৰ জগতেৰ সকল মঙ্গল অবিষ্টিত; একথা অসত্য কোল ও ভিলেবাও জানে, সেইজন্ত তাঁহাৰা সত্যপ্ৰিয়। তাহাদেৰ সেই অশিক্ষিত সমাজেৰ সামান্য শিক্ষাদীক্ষাৰ মধ্যে সত্যেৰ ঘেৰুপ বিশিষ্ট গৌৰব দেখা যায়, জগতেৰ আধুনিৰ সত্যজ্ঞাতিসমূহেৰ মধ্যে সেৰুপ সত্যেৰ মৰ্যাদা লক্ষিত হয় না। তাহাৰ কাৰণ সত্যসমাজ জীবনসমস্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইবাৰ অভিপ্ৰায়ে ঘেৰুপ নানা অলীক কল্পনা কবিত্তে পাৰদৰ্শী, অসত্য কোল ও ভিলদিগেৰ সেৰুপ পাৰদৰ্শিতা নাই। স্বার্থেৰ অনুবোধে লোকে সত্য পৰিহাৰ কবিত্তা অসত্যেৰ আশ্ৰয় লইয়া থাকে, কিন্তু বাঁহাৰা সত্যানুরাগী, তাঁহাৰা নিজেৰ স্বার্থ ত্যাগ কবিত্তাও সত্যেৰ মৰ্যাদা বক্ষা কৰেন। বাণি বাণি ধন পাইলেও তাঁহাৰা কখনও মিথ্যা বলেন না। ইংৰাজিতে একটা কবিতা আছে “Speak the truth, and speak it ever, cost it what it will”। অসত্য সাঁওতালগণ সত্যবাদী বলিয়া মহাত্মা জৈনবৰুৱা তাঁহাদিগকে বড়ই ভাল বাসিতেন। সেইজন্ত তিনি একদিন তাঁহাৰ কোন বন্ধুৰ কাছে বলিরাছিলেন “সাঁওতালেবা অসত্য হউক কিন্তু

তাহাবা সবল ও সত্যবাদী বলিয়া আমি তাহাদিগেব সহিত আলাপে বড়ই আনন্দ পাই। তাহাবা গালি দিলেও আমাব প্রীতি জন্মে।” *
সাঁওতাল পবগণাব আদালত এখনও তাহাদেব কথায় বিশ্বাস কয়েন।

সদা সত্য কথা বলা এবং সত্যেব মৰ্যাদা বক্ষা কৰা, এই উত্তমই সত্যানুবাগেৰ অন্তৰ্গত। বাণাঘাটেব প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণপাস্তি দম্ভাগনেব নিকটেও সত্যপ্ৰতিজ্ঞা কবিবা তাহা বক্ষা কবিয়াছিলেন। একদা কৃষ্ণপাস্তি নোকাবোহণে কলিকাতা আগমন কৰিতে কৰিতে পথিমধ্যে অলদম্ভাগণ কৰ্তৃক আক্ৰান্ত হযেন। হুবুৰ্ত্তেবা তাঁহাব নিকট হঠতে অৰ্থপ্ৰাপ্তিব আশায় তাঁহাকে ঘোবতব প্ৰহাৰ কৰিতে লাগিল, কিন্তু কৃষ্ণপাস্তিব নিকট অৰ্থ না থাকাতে তিনি কলিকাতায় আসিয়া তাহা প্ৰদান কৰিতে চাহিলেন এবং দম্ভাবা তাঁহাব কথায় ইতস্ততঃ কৰাতে তিনি তাহাদিগকে অভয় দান কবিয়া কহিলেন “তোমাদেব ভয় নাই। আমি তোমাদিগকে থানায় ধবাইয়া দিব না। আমাব বাসায় যাউলে তোমাদিগকে টাকা দিয়া নিবাপদে বিদায় দিব।” দম্ভাবা তাঁহাব কথায় সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কবিয়া কলিকাতা মহানগৰীৰ মধ্যে তাঁহাব বাস ভবনে উপস্থিত হইল এবং সমস্ত টাকা লইয়া নিৰ্ভয়ে প্ৰস্থান কৰিল। কৃষ্ণপাস্তিব ভ্ৰাতা তাহাদিগকে ধবাইবা দিবাব নিমিত্ত তাঁহাকে বাব বাব অনুৰোধ কৰিলেও তিনি স্বীয় সত্য প্ৰতিজ্ঞা হইতে তিলমাত্রও বিচলিত হইলেন না।*

কথিত আছে জৰ্জ ওয়াসিংটন শৈশবে পিতাব নিকট একখানি কুঠাব পাইয়া, আনন্দে অভিভূত হইয়া, উহাদেব বাগানেব ছোট ছোট গাছ কাটিয়া, উহাৰ ধাব পৰীক্ষায় বাস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাব পিতা অনেক চেষ্টায় বহুদূৰ হইতে একটা চেবী বৃক্ষেব কলম আনিয়া বোপণ

কবিতাছিলেন এবং জর্জ এই বৃক্ষের উপর কুঠারের ধাব পৰীক্ষা কবিত্তে গিয়া বৃক্ষটাব প্রায় সমস্তই ছেদন কবিলেন। পৰ দিন তাঁহাব পিতা অতি যত্নে বোপিত বৃক্ষের এই অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন ও জর্জকে জিজ্ঞাসা কবিলেন “কে এই সত্বেৰ বৃক্ষটাব এই অবস্থা কবিত্তে আছে ?” তদুত্তৰে কিছুক্ষণ পৰে নিজ দোষ বৃত্তিতে পাবিয়া লজ্জায় ও অন্তৰ্ভূত হইয়া জর্জ পিতাকে বলিলেন “বাবা আমি মিথ্যাকথাৰ আশ্রয় লইব না, আমিই এই দুঃস্বপ্ন কবিত্তাছি” পুত্ৰেৰ এই সংসাহস দেখিয়া তিনি আনন্দবসে আশ্রুত হইলেন, এবং প্ৰিয় পুত্ৰকে আলিঙ্গন কবিত্তা বলিলেন “জর্জ আজ সহস্ৰ চেবী বৃক্ষের অধিকাবী হইলে আমাব যে আনন্দ না হইত, তোমাব এই অকপট সত্যবাদীতা ও সংসাহসেৰ পবিত্ৰ পাঁহিয়া আমি ততোধিক আনন্দ উপভোগ কৰিলাম। কোন্ বালক না অন্তায় করে ? কিন্তু কয়জনেৰ তোমাব মত ঐক্লপ সত্য কথা ব্যক্ত কবিত্তে সাহস হয় ? ভগবান করুণ চিৰদিন যেন সত্যেৰ প্ৰতি তোমার এইক্লপ অত্যাগ থাকে।”

সৰ্বদা সত্য কথা বলা ভাল, কিন্তু সকল সময়ে সত্যপ্ৰতিজ্ঞা বা শপথ কবা নিতান্ত অন্তায়। কিন্তু সত্যবাদীৰ সংসাহস ও বিনয় না থাকিলে তাহাব সত্যানুবাগেৰ জুলা থাকে না। কাৰণ যে স্থলে আবশ্যক নাই সে স্থলে অপ্ৰিয় সত্য বলিলে পৰেৰ মনে কষ্ট দেওয়া হয় এবং যে স্থলে আবশ্যক ভীত হইয়া সে স্থলে সত্য গোপন কবিলে সমাজেৰ অকল্যাণ সাধিত হয়।

অধ্যবসায়।

অব্যবসায় কথাৰ শ্লৌকিক অর্থ বিশেষরূপে শেষ পৰ্য্যন্ত উক্তম কবা। ঐ জগতে সৰ্বল বিষয়ে সকলেৰ প্ৰবৃত্তি পাকা সম্ভব নহে। যাহার যে

বিষয়ে প্রবৃত্তি আছে তাহাব সেই বিষয়ে উল্লেখ করা, ও ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাব সহিত উহা সমাধান করা উচিত । কিন্তু ধৈর্য্যের অভাবে, অথবা একবার বিকলমনোবধ হইলে, ভয়ানক হওয়ার অনেকে সফলমনোবধ হইতে চেষ্টাবান হইতেন না । অনেকে আবার বিদ্রোহ ভয়ে প্রবৃত্তি থাকিলেও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না । এ সংসারসমবাহিনী নাধা বিপত্তি সত্ত্বেও যাহাবা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উহাব সম্পাদন কবিত্তে সমর্থ, বাস্তবিক তাহাবাই মানব নামেব যোগ্য ।

আজি কালি যে সমস্ত সামগ্রী ভোগ কবিয়া আমবা চৰিতার্থ হই, ইহাব কোনটাই বিনা অধাবসারে উৎপন্ন ও প্রস্তুত হয় নাই । এবং এষ্ট গুলি যখন প্রথম উৎপন্ন ও প্রস্তুত হয়, তখন কি পৰিমাণ অধাবসায় উহাতে নিয়োজিত হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে ? কি আদি মানবের ফল মূল খাওয়ার পৰ ধান্ন গোধূম ভক্ষণ, কি সিদ্ধ ও দধি ব্যঞ্জন খাওয়ার পৰ মুখবোচক নানাবিধ ব্যঞ্জন ভক্ষণ, কি বহল পৰিধানের পৰ উৰ্বা ও বৃক্ষতন্ত হইতে বস্ত্রকবা বস্ত্র পৰিধান, এ সমস্তই যে অধাবসায় পৰম্পরাব ফল, ইহা কেনা বিশ্বাস করিবে ? এই সকল সামগ্রী উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিতে কি বাধা বিপত্তিব সম্মুখীন হইতে হয় নাই ? আমবা যখন আহাব কবি কিবা পৰিধান কবি, তখন আমবা অনুমান কবি যে অন্ন ও বস্ত্র উৎপাদন বা প্রস্তুত করা সামান্য ক্লষক বা তন্তবায়ের কৰ্ম্ম, ইহাতে বিবয় কিছুই নাই । আশ্চর্য্যেব এমন কি আমরা যখন কলের প্রস্তুত বস্ত্র পরিধান কবি, অথবা বেলে বা জাহাজে আবোহণ কৰিয়া অন্তর গমন কবি, অথবা সৌদামিনী চালিত গাড়ী বা বায়ু পবিচালন অবলোকন কবি, আমবা মনে কবি অর্থ থাকিলেই বুদ্ধি সমস্ত সম্ভবপৰ হয় । কিন্তু এইগুলি যখন উদ্ভাবিত হইয়া কার্য্যে পৰিণত হয় নাট, তখন কি অর্থব ক্লষকাবিনী শক্তি এগুলিব সম্ভোগ সাধনে আমাদিগকে সঁমর্থ কবিত্তে

পাৰিত ? বখনই নহে। তখন এগুলি অধ্যবসাযীৰ সন্মাজ মানগ্ৰীৱ বিষযীভূত ছিল। অনেকে হয়ত বহু পূৰ্বে হঠাতে ঐ সকল বিষয় পৰিশ্ৰম কৰিয়া নিবাস ও অবসন্ন হঠিয়া পশ্চাৎপদ হঠিয়াছিলেন, আনাক হয়ত আবাব অমিতভোজ ও অদমা উৎসাহে অভিলষিত ফল লাভে অনন্তমানে ধাবমান হঠিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদেৰ মধ্যে বেহ বা বায়া পৰিণত কৰিয়া অধ্যবসাযেৰ ফলভাগে আমাদিগকে কৃতাত্ম কৰিয়াছেন। শক্তি ও সামাৰ্থ্যৰ অন্তসাৰে সকলবট উল্লোগ ও অধ্যবসাযেৰ সীমা নিৰ্দিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু সকল সময়ে সকলৰ শক্তি ও সামাৰ্থ্য বিৰূপ সীমা হওয়া উচিত তাতা বোবগমা হয় না এবং অবস্তান্তেৰে যথাবালে অনেকৰ অন্তৰূপ শক্তি ক্ষুৰিত হঠাতে পাৰ না। মাৰ্বেণ বৃদ্ধ বাজোৰ বোন প্ৰেসি ডেন্ট পূৰ্বে সূত্ৰধাৰেৰ কাৰ্য্য কৰিতেন। এক সময়ে তিনি প্ৰেসিডেন্টেৰ নিমিত্ত একখানি উৎকৃষ্ট কাঠাসন বিশেষ নৈপুণ্য সহকাৰে প্ৰস্তুত কৰিয়াছিলেন। তাহাৰ বোন সূত্ৰধাৰ তাহাতে পৰিচাস কৰিয়া বলিলা-ছিলেন “কাঠাসন নিম্মাণে তুমি যে ৰূপ বহু লটতেছ, তাহাতে মনে হঠ-তেছে তুমি বুঝি নিজে উঠাতে বসিবে”। বাস্তবিক পক্ষে সূত্ৰধাৰক যখন এ কথা বলা হঠিয়াছিল, তখন তাহাৰ বদ্ধৰ মনে ছিল না যে, যখন দে কাৰ্য্য কৰিতে হঠান, তখন উহা নীচ বস্তু হঠিলেও মনোনিবেশ পূৰ্ণক সূসম্পন্ন কৰা উচিত। এই সামাজ্য বিষয় বৈৰ্যা ও অধ্যবসায অবলম্বিত হঠলে ক্ৰমে উচ্চ বিষয়েও বৈৰ্যা ও অধ্যবসায অভ্যাসগত হয়, এবং ইহাবট বলে স্বহস্তে প্ৰস্তুত কাঠাসনেৰ উপৰ গাবফিল্ড্ প্ৰেসিডেন্ট ৰূপে বসিতে, পাৰিগাছিলেন। এই উল্লোগ ও অধ্যবসাযেৰ ফলে ৰতবাব বিদল মনোবধ হঠিয়া, ৰপন ৰখন আত্মীয় স্বজন ও প্ৰতিবেশী কৰ্ত্তৃক লাঞ্চিত ও বাতুল বলিলা অন্তৰ্নিহিত হঠিয়াও মাৰ বিচাৰ্ড অৰ্কবাট বহু বহন বহু এবং সৰ্বাসি দেশাসী নাৰ্ণাৰ্ড্ প্যলিসি ৰাচৰ বাসন সৃষ্টিৰ উপায় উদ্ভাবন

কবিবা বে, কেবল ছোট একটা নতুন শিল্পের সৃষ্টি কবিরাছেন একপ নচে, জগতের নিত্য প্রযোজনীয় একটি সামগ্রীৰ স্ববহাব স্থলভ-সাৰ্য্য কৰিয়া সকলেৰ ধন্যবাদাৰ্হ হইয়াছেন ।

আমবা ইতিপূৰ্বে বাস্তব সামগ্রীৰ উৎপাদন ও শ্ৰুতি বিষয়ে অধ্য-
বসায় নিষোংগেৰ কথা বলিলাম । এই বাৰ আমবা অব্যবসায় “অমূল্য
ধন,” যাচা চোৰে লইতে পাৰে না, সে বিষয়ে কিছু লিখিবা প্রবন্ধেৰ উপ
সংহাৰ কৰিব । বিজ্ঞানাগৰ মহাশয়, বা জ্ঞানচৰণ সবকাৰ বা বামকমল
সেনেৰ অব্যবসায়ৰ কথা অনেকেই অবগত আছেন । তাহাৰা কামলাৰ
ক্ৰোড লালিত পালিত হইতে পান নাই, তাহাৰা পাঠেৰ পূৰ্বে বা পাৰ
যে বিশ্রাম আশ্রয়ক তাহা ভোগ কৰিতে পান নাই এৰ” যে সময়ে যাচা
তাচাদেৰ অবশ্য প্রয়োজনীয় তাচাও তাহাৰা সেই সময়ে ভোগ কৰিতে
পান নাই । কিন্তু তাহাৰা যে সকল কীৰ্ত্তি দ্বাৰা জীবিত বতিয়াছেন, তাহাৰ
মূল বৈশ্য ও অব্যবসায় নিৰ্ভিত । অদ্বিতীয় নৈসৰ্গিক বগুনাথ শিবামণিৰ
অদ্ভুত অব্যবসায়েৰ কথা শুনিলে আশ্চৰ্য্যান্বিত হইতে চৰ । যাচাৰ জায়-
শাস্ত্ৰেৰ টাকা বচনা কবিয়া জগদীশ তৰ্কালঙ্কাৰ ঐকান্তি প্ৰথিতযশা
হইয়াছেন, সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত পাঠ সমাপন কৰিতে জ্বায়েৰ জগু
শুপ্ৰসিদ্ধ মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যবন কৰিতে গিবাছিলেন । তথাৰ
স্বীয় প্ৰতিভা বলে শেৰে ডকাক পৰ্য্যন্ত পৰাস্ত কৰিবা যে বিজ্ঞা লইয়া
দেশে প্ৰচাৰ্য্যভনন বৰিমাছিলেন, তাহাবই বলে নবদ্বীপই জ্বায়শাস্ত্ৰেৰ
প্ৰদান বিশ্ববিদ্যালয় ৰূপে পৰিগণিত হইবাছিল ।

হতৰ প্ৰাণীন্দেৰ অব্যবসায়েৰ কথাও এ স্থলে উল্লেখ যোগ্য, বাবণ
সামান্য পিপীলিকাৰ উল্লেখ ও অব্যবসায়েৰ কথা সবলই অবগত
আছেন, কিন্তু কণিত আছে যে, বৰাট ক্ৰস, একটা উৰ্ণনাভেৰ দৃষ্টান্ত
দেখিবা, বাবৰাৰ পৰাস্ত হইবাৰ পুনৰায় বুদ্ধিগেৰে অদ্বিতীয় হইবা হট-

লাগেব ভাগ্য পৰিবৰ্ত্তন কবিত্তে সমর্থ হইয়াছিলেন । শত বাধা বিপত্তিৰ মধ্যে বাৰম্বাৰ পৰাস্ত হইয়া হৃদয় যখন স্তিমিত হইয়া যায়, তখন ভগ্ন-মানাবধ হুওয়াবই কথা বটে । কিন্তু যথার্থ অধ্যবসায়ী তাহাতে অবি-চলিত হইবাব নহেন । ক্রমেৰ মত লোক ও যখন স্থিৰ কৰিয়াছিলেন যে, শেষ বাবে বুকি নিৰ্কোষ উৰ্ণনাত আৰ চেষ্টা কৰিবে না, তখন সামান্ত অধ্যবসায়ীৰও ছই একবাব বিফল মনোবধে অবসন্ন ও পশ্চাৎপদ হইবাব কথা । কিন্তু উৰ্ণনাভেৰ উদাহৰণে ক্রমেৰ অনুসৰণ দেখিয়া আমাদেবও এইৰূপ দৃঢ়পণ কবিত্তে হইবে যে, কোন বিষয় অসাধ্য না হইবা যদি দুঃসাধ্য হয়, তাহা হইলে অভাষ্ট সিদ্ধিৰ নিমিত্ত উপযুক্ত উপায়ে বাব বাব যত্ন ও চেষ্টা কৰা উচিত এবং উপযুপৰি কবেক বাব সেই চেষ্টা ও যত্ন ব্যর্থ হইলেও নিরুৎসাহ না হইয়া শত শত বিঘ্ন ও বাধা অতিক্রম কৰিবা “মন্ত্ৰেব সাধন কিংবা শবীৰ পাতন” রূপ দৃঢ় পণ কৰিবা, যীৰ পদে ও অদম্য উৎসাহেব সহিত সিদ্ধিৰ পথে অগ্রসৰ হইতে হইবে ।

একাগ্ৰতা ও অভিনিবেশ ।

কোন কাৰ্য্যে সিদ্ধিলাভ কবিত্তে হইলে প্ৰথমে অভিলাষ ও আসক্তি এবং পৰে যেমন উজ্জোগ ও অধ্যবসায় আবশ্যক, সেইৰূপ একাগ্ৰতা ও অভিনিবেশ নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় । সিদ্ধিৰ চেষ্টাকে উজ্জোগ বলে এবং উজ্জোগেৰ প্ৰধান অঙ্গ একাগ্ৰতা ও অভিনিবেশ না থাকিলে সিদ্ধিলাভেৰ শক্তি মন্দীভূত হইয়া পড়ে । সাধ্য বিষয়ে সম্যকৰূপে প্ৰবিষ্ট বা অভি-নিবিষ্ট হওয়াৰ নাম অভিনিবেশ । সেই কাৰণে অভিনিবেশ না হইলে যেকূপ ছাত্ৰেৰ প্ৰকৃত শিক্ষালাভ হয় না, সেইৰূপ অধ্যাপনায় অভিনিবেশ না হইলে গুৰুও বিশিষ্টৰূপে শিক্ষা দান কবিত্তে পাবেন না । যেমন সন্ধান অব্যর্থ না হইলে স্তুতীং শরও বিফল হইয়া গাব, তেননই একা-

এতা ও অভিনিবেশ না থাকিলে অতি কঠোর উত্তোষ ও অধ্যবসায়ও নিফল হইয়া থাকে । এই কাৰণে একাগ্রতাও অভিনিবেশ অনিবার্য্য ও আবশ্যিক । একাগ্রতা ও অভিনিবেশেব আধিক্যানুসাবে সম্পাদ্য বিষয়ে সাফল্যাভাব কবিত্তে পাবা যায় ।' বাস্তবিক পক্ষে প্রতিপাদ্য বিষয়ে তন্ময়তা না জন্মিলে এবং অন্য বিষয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য না হইলে যিক্ৰিলাভ করতলগত হয় না । এই নিমিত্ত আলোচ্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট হইতে বাধ্যাবধি তাহাব চেষ্টা ও অনুষ্ঠান কবা উচিত । যিনি একপ চেষ্টা কবেন নাই, তাহাব চিন্তেব অভিনিবিষ্ট হওয়ার সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পাবে, যেহেতু নিবস্তব অভ্যাসেই মনের অভিনিবেশ শিক্ষা হইয়া থাকে ।

দ্রোণাচার্য্য কৌবব ও পাণ্ডবগণেব অস্ত্র-চালনাব সম্বন্ধে গুরু ছিলেন । কোন দিন নিজ শিষ্যগণেব অস্ত্র শিক্ষা হইবাছে কিনা, পৰীক্ষা কবিবাব নিমিত্ত তিনি, কুরু ও পাণ্ডব বালকগণকে লইয়া একটি বিজন স্থানে উপস্থিত হইলে পব, তথাকাব একটি বৃক্ষোপরি একটি কৃত্রিম পক্ষী বাধিয়া সকলকে একে একে ডাকিয়া বলিলেন “বৃক্ষস্থিত পক্ষীব একটি চক্ষু ভেদ কবিত্তে হইবে, এক্ষণে তুমি কি দেখিতে পাইতেছ বল ?”

আগত শিষ্যবৃন্দেব মধ্যে পর্য্যায় ক্রমে বেনন প্রত্যেকে আচার্য্যেব নিকটস্থিত হইলেন, অমনি তিনি তাহাকে পুনরায় প্রন্ন কবিলেন “তুমি কি দেখিতেছ” ? অৰ্জ্জুনেব অসাধাবণ অভিনিবেশ শক্তি ছিল, সেই নিমিত্ত তিনি যখন কোন বস্তকে লক্ষ কবিতেন, তখন অন্য বস্তব অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতেন । এই কাৰণেই অৰ্জ্জুন ভিন্ন অবশিষ্ট সকলেই প্রায় একরূপই প্রত্যুত্তব কবিলেন । যুধিষ্ঠিব পক্ষীব সজিত ভ্রাতাদিগকে, প্রাস্তবকে, শাখা প্রশাখা সমেত বৃক্ষকে, দেখিতে পাইতেছেন, কহিলেন । এ কাৰণে দ্রোণাচার্য্য বিবস্ত হইয়া তাঁতাকে অপমৃত হইতে বলিলেন এবং পবে

চুৰ্ণোদন ভীম ইত্যাদি কুক ও পাণ্ডব বালকগণকে একে একে জিজ্ঞাসা কৰায় যুধিষ্ঠিৰেৰ মত সকলেই একই উত্তৰ দিলেন, অবশেষে অৰ্জুন তন্ময় চিন্তে বলিলেন “গুৰুদেব আমি একটা বক্তবৰ্ণ চক্ষু ভিন্নম্ভাব কিহুই দেখিতে পাইতেছি না।” দ্রোণাচাৰ্য্য স্তম্ভপ্ৰসন্ন মান আদেশ কৰিলেন, “তুমি এখনই এই চক্ষু ভেদ কৰ।” গুৰুৰ আদেশ শ্ৰবণ কৰিবামাত্ৰ অৰ্জুন স্বীয় হস্তস্থিত শব নিষ্পেক্ষ কৰিবা পক্ষীৰ চক্ষুভেদ কৰিলেন। অৰ্জুনৰ এইরূপ প্ৰগাঢ় তন্ময়ত্ব জন্মিয়াছিল বলিবাই তিনি দ্রোণদীৰ স্বৰ্গত্ব স্থলে সেই যোজন দূৰস্থিত অতি চক্ৰহ লক্ষ্য বোধ কৰিবা পাঞ্চালীকে লাভ কৰিতে পারিয়াছিলেন।

নবদ্বীপেৰ স্তম্ভপ্ৰসিদ্ধ নৈৰাঘিক বুনা বাননাথ শাস্ত্ৰাংগোচনায় সমায় সময়ে এত নিবিষ্টচিত্ত হইতেন যে, নিজেৰ আত্মাৰ বিষয় একেবাৰে ভুলিয়া যাউতেন। তাহাৰ সাংসাৰিক অতীৰ অসচ্ছলতা ছিল। সমায় সময়ে আত্মাৰ্ণৱ দাৰুণ বট হঠলেও শাস্ত্ৰাভ্যাংগনে তিনি সৰুদাট পবন আনন্দে থাকিতেন। একদা তিনি জ্বাৰশাস্ত্ৰেৰ কোন একটা কুট ভাবক চিন্তা কৰিতে কৰিতে স্বীয় চতুৰ্দ্ভাটীতে গমন কৰিতাছন, এমন সময়ে গুহাৰ পত্নী আসিবা বলিলেন, “আজ ঘবে চাউল নাট।” বাননাথ একদাৰ পমৰিবা মাড়াইলেন, পৰম্পৰাট এদিক ওদিক চাৰিবা আপন মনে টোলে চলিয়া গেলেন। যথাকালে গৃহ প্ৰত্যাবৰ্ত্তনপূৰ্ণক স্থানান্তৰিকাদি সমাপন কৰিয়া তিনি আগাবে বসিলেন। তদীয় পত্নী কোন প্ৰতিবেশীৰ নিৰ্ঘট হইতে কিছু তথুল সংগ্ৰহ কৰিয়া অন্ন এবং আপনাদেৰ গৃহপাৰ্শ্বস্থ তিস্তিড বৃক্ষ হইতে কতকগুলি পত্ৰ লইবা প্ৰচুব পৰিমাণে স্থপ প্ৰস্তুত কৰিয়াছিলেন। বাননাথ সেই বিচিত্ৰ ব্যঞ্জনেষ স্বাদে পবন পৰিতৃপ্ত হইবা বলিলেন, “প্ৰিয়ে। এ ব্যঞ্জন কোথায় পাউলে, ইহা যে অনৃত।” শ্ৰাঙ্গণী হাতমুখে উত্তৰ কৰিলেন, “আজ প্ৰাতে

আগেব বধা জিজ্ঞাসা কৰাত আপনি এদিক এদিক কৰিগা আমাদেব
ঐ তেঁতুল গাছেৰ দিক চাহিলেন । তাহাতেই আমি দুটা চাউল যোগাড
কৰিখা তেঁতুল পাতাব ঝোল বান্ধিবাছি ।” ভাগ্যপেৰ আনন্দ যেন শত
গুণে বৃদ্ধি পাইল, তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “ঘাচাব বাটীতে
এমন অমৃত বৃক্ষ, তাহাব আনাৰ কিসেব অভাব ? তুমি প্ৰত্যাহই
আমাকে এই তেঁতুল পাতাব ঝোল বান্ধিয়া দিও ।”*

অভিনিবেশ ও একাগ্ৰতা হইতে তন্ময়ত্ব, এণ্ড তন্ময়ত্ব হইতেই
প্ৰকৃত যোগ উদ্ভূত হয় । যোগে নানা অদ্ভুত শক্তিৰ পৰিস্ফুটন হইতে
দেখা যায় । যোগবলে পূৰ্বতন আত্ম স্ববিগণ জন্মবেব সাক্ষাৎকাৰ
লাভ কৰিতন ।

পুৰাণে এবেব একাগ্ৰতা অসামান্য বলিবা বৰ্ণিত হইবাছে । উত্তান-
পাদ বাজাব পুত্ৰ ঞ্বে, পঞ্চম বৰ্ষ বয়সে একদিন সিংহাসনে
অধিষ্ঠিত পিতাব ক্ৰোধ বৈমাত্ৰ্যেৰ মাতাকে উপবিষ্ট দেখিবা তথাব
বলিবাৰ ইচ্ছা কৰেন । বাজা তাকে ক্ৰোধে লইবাৰ উপক্ৰম
কৰিতছিলেন, এমন সময় ঞ্বেব বিনামাতা সূৰুচি স্থগ্ৰাব সত্ৰিত ঞ্বেকে
বলিলেন “আমাব গতে জন্ম গ্ৰহণ না কৰিবা অৰ্ধাৰণ কেন তুমি
বাজপুত্ৰাচিত অভিলাষ কৰিতছ ? তুমি জান না যে তুমি সুনীতিব গৰ্ভে
জন্ম গ্ৰহণ কৰিবাছ ?” বিনামাতাব এই জন্মহীন বাৰ্য্য বাখিত হইবা
ঞব নিতান্ত বিষম মুখে নিজ মাতাব নিকট সকল কথা প্ৰকাশ কৰিলেন ।
তদুত্তৰে সুনীতি বলিলেন, “বৎস বাজাব পুত্ৰ হইলেও সূৰুচিব অবশ্য
একথা বলিবাৰ অৰিকাৰ আছে, কাৰণ তিনি মহাবাজেব প্ৰিয় পাত্ৰী ।
অতএব সেই ভক্তবৎসল অনাথেব নাথ শ্ৰীহৰিব বকণ কটাক লাভ
যাত্ৰিবোক তোমাৰ এ চুংৰ অপসৃত হইবাৰ নহে ।” মাতাব এই মৰ্ম্মস্পৰ্শী

কথায় শিশু ঐক্য শ্রীহবিব সাক্ষাত লাভ কবিত্তে দৃষ্টসঙ্গ হইলেন। সেই কাৰণে মাতাকে কোনদিন নিদ্রিতা দেখিয়া ঐক্য বজ্রনীষোগে গৃহ হইতে বহিৰ্গত হইলেন। কোন এক বনে একাগ্ৰচিত্তে হবিকে অদ্বৈত কবিত্তে কবিত্তে নাবদ কৰ্ত্তক উপদিষ্ট হইয়া যমুনাতীবে মধুবনে কঠোৰ তপস্তায় অভিনিবিষ্ট হইলেন। শ্রীভগবান তাঁহার একাগ্ৰতাৰ ও কঠোৰ তপস্তায় প্ৰসন্ন হইয়া যে বৰ দান কবিলেন, তাহাতে ঐক্য কৃতার্থ হইয়া গৃহে প্ৰতিগমন কবিলেন। কি আশ্চৰ্য্য তাঁহার পিতা উত্তানপাদও সন্তুষ্ট হইয়া ঐক্যকেই বাজসিংহাসন প্ৰদান কবিলেন। একুণ একাগ্ৰতা না থাকিলে ঐক্য কি ভগবৎ কৃপা লাভ কবিত্তে পাবিতেন ?

এই যে বাম্পীয় শকট, বাম্পীয় পোত, তাড়িত শকট, 'তাড়িত আলোক, তাড়িত লংবাদ, তাড়িত ব্যঞ্জন, তাববৰ্জিত তড়িৰ্ব্বাৰ্ত্তা প্ৰভৃতি অতি বিস্ময়কৰ ব্যাশাব দৰ্শন ও শ্ৰবণ কবিত্তেছে, ইহা পাশ্চাত্য মহাপুৰুষ গণেৰ অপূৰ্ণ যোগসাধনাৰ অমৃতময় ফল। সিসিলি দ্বীপেৰ অন্তঃগামী সিৰাকিউস্ নগৰে দুই সহস্ৰ বৎসৰ পূৰ্বে আৰ্কিমিডিস্ নামে এক পণ্ডিত বাস কবিতেন। তিনি অক্ষ ও বিজ্ঞানশাস্ত্ৰে অত্যন্ত অধিকাৰ লাভ কবিত্তাছিলেন। জলেৰ ও অন্ত্ৰান্ত তবল পদাৰ্থেৰ আপেক্ষিক গুৰুত্ব ভৎকৰ্ত্তকই সৰ্বপ্ৰথম আবিষ্কৃত হয়। বোম্বীষগণ যুদ্ধপোত লইয়া সিৰাকিউস্ নগৰ আক্ৰমণ কবিলে আৰ্কিমিডিস্ কতকগুলি বিশালদৰ্পণে সূৰ্য্যবশি কেন্দ্ৰীভূত কবিত্তা তদ্বাৰা শত্ৰুকুলেৰ অৰ্ণবযানগুলি দগ্ধ কবিত্তা দিত্তাছিলেন।

সম্প্ৰাপ্তবিষয়ে আৰ্কিমিডিসেৰ এমনই গভীৰ অভিনিবেশ ছিল যে, তিনি তৎকালে একেবারে বাহুজ্ঞানশূন্ত হইয়া পড়িতেন। একদা স্নান কবিত্তে কবিত্তে তিনি বুঝিত্তে পাবিলেন যে, নিমগ্ন হইলে শবীবতাবেৰ অতুলপ জলবাশি স্থানচ্যুত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানেৰ এই একটী গুৰুতম তত্ত্বেৰ

শ্রীমাংসা কবিষাব সময় তিনি একুশ তম্বর হইয়াছিলেন যে, “ইউবেকা ইউবেকা” অর্থাৎ “বাহির কবিয়াছি, বাহির কবিয়াছি” বলিয়া চীৎকার করিতে কবিত্তে নগ্নদেহেই জানাগাব হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন ।

ইহাব কিছুকাল পরে একদিন রোমীয় সৈন্তগণ বিশ্বাসঘাতকতা কবিয়া সিংকিউস নগর অধিকাৰ কবিয়া লইল । যৎকালে এই ভয়াবহ বিপ্লব সংঘটিত হয়, আর্কিমিদিচ তৎকালে একটী জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যাব সমাধানে এমনই তম্বর হইয়াছিলেন যে, যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারেন নাই । অবশেষে কয়েকটী বোমীর সৈন্ত তদীয় গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন কবিত্তে উক্ত হইলে যোগিবব আর্কিমিদিচ সমস্তই জানিতে পাবিলেন । ভূদান্ত শত্রুগণ না জানিয়া তাঁহাব মস্তক-ছেদন কবিল । * তাহাদেব ঐহিক জিবাংসা পবিতৃপ্ত হইল বটে কিন্তু জগতেব প্রতিভাববি অকালে অন্তমিত হইলেন ।*

কি আশ্চর্য্য ক্ৰবেব ঐশ একাগ্ৰতায হিঃশ্রক জন্তও বাধা দিল না, কিছু মানুষে তাহা সহ কবিত্তে পাবে না । অধিক সংখ্যক মানব একাগ্ৰচিত্ত হইতে পাবে না । ইহাদেব মধ্যে বাহাবা চিত্তেব একাগ্ৰতা সমাধানে দিক্ তাঁহাবাই বৃত্ত ।

স্বদেশ ভক্তি ।

“জননী জন্মভূমিঃ স্বর্গাদপি গবীযসী”, জননী ও জন্মভূমি যে স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একথা সকল ভাষায় সকল দেশেব স্বদেশপ্ৰিয় ব্যক্তিমাতেই কেবল যে স্বীকাৰ কবিয়াছেন একুশ নচে, সকলেই অমুভব কবিয়াছেন ।

* সাহিত্য পাঠ ।

এই নিমিত্ত যেক্রপ নিজেৰ মাতাব সহিত অপাৰেৰ মাতাব রূপ বা গুণেৰ তুলনা কৰিতে অভিলাষ হয় না, সেইরূপ নিম্ন দেশেৰ সহিত অগ্ন দেশেৰ স্বাভাবিক সৌন্দৰ্য্যেৰ তুলনা কৰিতে ইচ্ছা হয় না। আমাৰ দেশ যদি স্বভাব সৌন্দৰ্য্যে হীন হয়, আমাৰ দেশে যদি উত্তম যোগনিমগ্নবৎ অত্ৰভেদী গিৰিশৃঙ্গ না থাকে এবং উহা অল্পদূৰতিনী সমতল ভূমি হয়, তাহা হইলেও আমাৰ দেশ বলিয়া সকলই সুন্দৰ। আমাৰ দেশ সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা হইলেও আমাৰ কাছে যেক্রপ প্ৰিয় হইবে, উহা মালভূমি সমুদ্ৰেৰ কৰ্কশ বন্ধুৰ দৃশ্যযুক্ত হইলেও আমাৰ কাছে তক্রপ প্ৰিয় হইবে। আমাৰ দেশ, ফল, ফুল, ঘৃত, দুগ্ধ, ধনধান্তে পরিপূৰ্ণা সুজলা সমতুল ভূমি হইলেও আমাৰ কাছে যেক্রপ প্ৰিয়, উহা প্ৰান্তবনয়, বন্তাসমাকুল, তৃণ গুণ্ণেৰ সামান্য আবরণে সমাচ্ছন্ন উদগ্ৰ শৃঙ্গাবলীতে সীমাবৃত হইলেও আমাৰ কাছে সেইরূপ প্ৰিয়। এই নিমিত্তই Sir Walter Scott লিখিয়া গিয়াছেন—

O' Caledonia ! Stern and wild,
Meet nurse for a poetic child !
Land of brown heath and shaggy wood,
Land of the mountain and the flood,
Land of my sires ! what mortal hand
Can ever untie the filial band
That knits me to thy rugged strand !

এই নিমিত্ত এ দেশেৰ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কৰিতে কৰিতে যখন মাতৃ-ভূমিৰ কথা হৃদয়ে উদ্দীপিত হয়, তখন অবসৰ গ্ৰহণ কৰিয়া ইয়ুবোপ বাসোবা স্বদেশে গমন করেন। এই নিমিত্তই প্ৰবাসে থাকিলে মধ্যে

মধ্যে অদেশেব নিমিত্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং নিজদেশে প্রত্যাগত হইয়া মনে হয়—

- “কত কত বন্ধ্যা স্থান কবোছ ভ্রমণ,
হেবিয়াছি কত কত নগর শোভন ,
কিন্তু তাহাদের এই সুখমা নিচর,
আজ এ রূপেব কাছে ছাব জ্ঞান হয় ।”

এই নিমিত্ত জন্মভূমি পবন পবিত্র তীর্থ স্থান ও স্বর্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । এই নিমিত্তই বোধ হয় সংসার-ভাগী উদাসী বিবাগীকেও জন্মভূমি দর্শন না কবিলে ধর্ম পতিত হইতে হয় । অতএব এই স্বাভাবিক স্বপ্রণোদিত অদেশোচ্চরাগ যাহাব হৃদয়ে অনুবিত না হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অজ্ঞান মানব অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতিব হইবে । এই পবন্য সাহায্য-সাপেক্ষ মানবের মধ্যে তাহাব প্রতি কাহাবও সহানুভূতি দৃষ্ট হইতে পারে না । যখন অজ্ঞান মানবে অদেশেব ত্রীবৃদ্ধি সাধনে ব্যস্ত, তখন সে ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে উদাসীন । জন্মভূমি কোন হিত কার্য্যই তাহাব দ্বাৰা সাধিত হইতে পারে না , জন্মভূমিৰ দুর্দশা দেখিলে তাহাব হৃদয় ভীষণ দাবদাহে অর্জ্ববিত হয় না , এবং জন্মভূমিৰ সুখ সমৃদ্ধিতে তাহাব হৃদয় নবীন আলোকে উজ্জ্বলিত হইতে পারে না । এই জাতীয় লোকের বিবয়ে Sir Walter Scott লিখিয়া গিয়াছেন—

If such there breathe, go, mark him will ,
For him no Minstrel raptures swell ,
High though his titles, proud his name,
Boundless his wealth as wish can claim ,
Despite those titles, power, and pelf,
The wretch, concentr'd all in self, .

Living, shall forfeit fair renown,
 And, doubly dying, shall go down
 To the vile dust, from whence he sprung,
 Unwept, unhonoured and unsung

বাস্তবিক পক্ষে যে দেশে আমাদের পিতা, পিতামহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যেখানে তাঁহারা কত মহৎ সঙ্কল্পেব অমুষ্ঠান করিয়া পবিত্রী পুরুষেব দ্বারা উহা সম্পাদিত হইবে বলিয়া আশাবৃত্ত হইয়া ছিলেন,—যেখানে সম্ভান সমৃদ্ধি বংশপবম্প্রাগত উপার্জিত বাস্তব ও আবাস্তব ধন সম্পত্তি ধারাবাহিক পর্যায়ক্রমে ভোগ দখল করিবে,—এই করুনা স্মৃতি পিতা পিতামহ প্রাণান্তকর পবিত্রম করিয়া লব্ধ ধনের ব্যয় সংযম করিয়া গিয়াছেন—সেখানে তাঁহাদের বংশবরদের দ্বারা যদি পূর্বাভুজিত কর্ম অসম্পাদিত থাকে, নূতন সংকল্প বাহাতে সর্কসাধাবণেব বিজ্ঞা, বুদ্ধি, ধর্ম, ইত্যাদি উন্নতি সাধিত হইতে পাবে, এগুলি অমুষ্ঠানে চেষ্টা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা নিজ বংশেব পবিচয় দিতে কিরূপে সাহসী হইতে পাবেন ? জীবন-সংগ্রামে প্রুতিষ্ঠা লাভ কবা যে রূপ সকলেব পক্ষে আবশ্যক সেই-রূপ সময়ে সময়ে সমবেত হইয়া অথবা সমভাবাপন্ন হইয়া স্বদেশেব ত্রিবুদ্ধি সাধনে চেষ্টা করাও আবশ্যক । বাহাতে কুবীতি সকল বহিত হইয়া সুবীতি সংস্থাপিত হয়, বাহাতে কুসংস্কার অপনোদিত হয়, বিদ্যালয়েব সংখ্যা বৃদ্ধি সহিত সদগ্রন্থেব বহুল প্রচাৰ হয়, এবং বাহাতে দেশেব ইতর ভদ্র সকলেব অথবা তাহাদের অনেকেব উপকার হয়, স্বদেশানুবাঞ্ছ না থাকিলে সে বিষয়ে কিছুই কবা যাইতে পাবে না ।

সাধুতাই প্রশস্ত উপায় ।

৭৭ জগতে যদি সকলেই সাধু হইত, তাহা হইলে আমাদেরকে গৃহে কপাট দিতে হইত না, ঐহিক সম্পত্তি ভোগে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইত না, সামগ্রী ক্রয় কবিত্তে বঞ্চিত হইতে হইত না, এবং মধ্যে মধ্যে অকারণ সন্দেহ না হইয়া সংসাবে স্বর্গস্থল অমুভব করা যাইত । এই দারুণ জীবন-সংগ্রামের জটিল সমস্তাব সমাধান করিয়া সুখী হইতে, জগতের এক এক ব্যক্তি যে সকল পন্থা অমুসরণ করেন, তাহাবই ফলে এ সংসারের সুখ ও দুঃখ হাস বা বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় । কতকগুলি লোক আছে যাহাদের অমুষ্ঠিত কর্মে বা ব্যবহারে তাহারা নিজেও সুখী হয়েন ও অপবকেও সুখী করেন, কিন্তু একরূপ লোকও আছে যাহারা অদূরদর্শিতা হেতু পবকে কষ্ট দিয়া, অথবা তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া, অণবালের নিমিত্ত মনে মনে অমুখমুভব করে । এই ক্ষণিক আপাতমনোহর সুখ লাভ কবাই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ।

সাধু ব্যক্তির সুখ সাধুতার এবং অসাধু ব্যক্তির সুখ অসাধুতায় । অতএব সুখের উৎপত্তিস্থল আমাদের মনে । মন যখন বিমল থাকে তখন সাধু কর্মের সুখ ও অসাধু কর্মের দুঃখ উপলব্ধি করা যায়, এবং মন যখন বিকৃত ও কলুষিত হয় তখন অসাধু কর্ম কবিরাত্ত মনে মনে অমুখমুভব করা যায় । প্রতিপালন পদ্ধতি, ও সাধুজনোচিত ব্যবহারের অলস্ত দৃষ্টান্ত অমু-সরণের উপব মানব মনের সাধুতা অনেকটা নির্ভব করে । অতএব বাল্যকাল হইতে, কি গৃহে ভ্রাতা ভগিনী, মাতা পিতা, বা অন্তান্ত গুরুজনের সহিত, কি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের বা অপরপব ছাত্রদের সহিত, কি সমাজে অস্ত্রের সহিত, ভাব বিনিময়ে, বা আলাপে, বা ব্যবহারে, সাধুতার অমুশীলন কবিত্তে হইবে । এই কাবণে সামগ্রীব অধিকাবী, না বলিয়া লঠাল বিবস্ত্র

হইবেন না, অথবা গ্রাহ্য কবিবেন না, কিম্বা তিনি অপহরণ বিষয়ে জানিতে পাবিবেন না, কিম্বা তাহাব ক্ষতি হইলেও উহা এত অল্প যে উহা তিনি বোধ কবিবেন না, এ সকল ধাবণাব বশবর্তী হইয়া পবেব দ্রব্য না বলিয়া লওয়া উচিত নহে। সেই নিমিত্ত চাহিলেই পাইব বা পাইয়া থাকি বলিয়া মাতা-পিতা, বা ভ্রাতা ভগ্নীৰ সামগ্ৰীও, তাহাদেব বিনা অল্পমতিতে লওয়া উচিত নহে। আৰ এক জাতীয় অসাধুতা, যাহা বালকদেব মধ্যেই দৃষ্ট হয়, এবং যাহা দুঃখীৰ বলিয়া তাহাবা অনুমান কৰে না, সে দোষও পৰিহাৰ কৰা নিতান্ত আবশ্যক। বাস্তবিক পক্ষে যে বালক নিজে যে অক্টাব সমাধান কৰে সেটী তাহাব সম্পত্তি, কিন্তু সেটী অল্প কেহ নকল হবিয়া নিজের বলিয়া শিক্ষকেব নিকট জ্ঞাপন কবিলে, তাহাব পবেব ধন অপহরণ কৰা হয়। অবশ্য বাস্তব ধন অপহরণ কবিলে যেকল্প অধিকাৰীৰ ক্ষতি হয়, পূৰ্বোক্ত প্রকাৰেব অপহরণে সেকল্প ক্ষতি হয় না বটে, কাৰণ বিত্তা অমূল্য ধন উহা চোৰে লইতে পাৰে না, কিন্তু পবেব গামগ্ৰী আপনাব বলাব, মিথ্যা কথা বলা হয় ও মানসিক প্রবৃত্তি-চয়কে নীচ কৰা হয়। সমাজেও সেইকল্প অসাধুতাৰ পৰিচয় দিলে সন্দেহে-পাত্ৰ হইতে হয়। অতএব আগাগোড়া সাধু হইতে হইবে এবং মনে মনে সাধুতাৰ অনুভব কৰিতে হইবে। এ জগতে অনেকে কাহাবেও প্রত্যাখ্যান কবিবার আবশ্যক হইলে, সাধুতাৰ ভাণ কবেন, এবং স্বার্থের নিমিত্ত অসাধু তাৰ পোষণ কৰিতে বাতব হন না, কিন্তু যে ব্যক্তি যথার্থ সাধু, তিনি একটী অসাধু কৰ্ম কবিলেও আৰ কবিব না বলিয়া মনে কে প্রবোধ না দিয়া, নিতান্তই অনুতপ্ত হইবেন, এবং প্রায়শ্চিত্ত না কৰিয়া মনে মনে সুখানুভব কৰিতে পারেন না। বাল্যকাল হইতে পবেব অব্যাকে লোভী জ্ঞান, পবেব গৃহে অৰ্গল বদ্ধ দ্বাব দেখিলে উহা যাহাদেব ভয়ে বদ্ধ কৰা হইয়াছে তাহাদিগকে ঘৃণা, যাহারা স্বার্থের

নিমিত্ত মিথ্যা কহে তাহাদিগকে নগণ্য জ্ঞান, কবিত্তে কবিত্তে, সাধু ব্যক্তিদেব এমনই মনেব ভাব হয় যে, যদি সামান্ত ক্ষমা-যোগ্য অসাধু কাৰ্য্য কবিত্তা থাকেন তাহা হইলেও অমুতাপেব ভীষণ দাবদাহে তাঁহাবা অৰ্জ্জবীভূত হইবেন । তাহাদেব বিবেকই তাঁহাদেব কুস্মাকৰ্ণেব বিচাৰ কৰ্ত্তা । এই নিমিত্ত বাহু জগৎ দেখিত্তে না পাইলেও, নিজ বিবেকেব নিকট তাঁহাবা লজ্জায় অবনত হইতে প্রস্তুত নহেন । মহামুনি লিখিত, স্মৃতি অৱস্থিত, অগ্ৰজ শঙ্কৰমুনিব, দৰ্শন লাভেব ইচ্ছায় একদা যাত্ৰা কৰিলেন । পথে বেলা অধিক হওয়ায় লিখিত মুনি কুধা পিপাসায় অতিশয় কাতৰ হইলেন, এবং একটী আমগাছেৰ ছাওয়ায় বিশ্রাম কবিত্তে লাগিলেন । সেই গাছেৰ নীচেকাৰ ডালে একটী পাকা আম কুলিত্তে দেখিয়া, আহ্লাদেব সহিত উহা পাড়িয়া উদবস্থ কৰিলেন । পরে কুধা তৃষ্ণাব কতক পৰিমাণ নিবৃত্তি হইলে, তিনি বুঝিত্তে পাবিলেন যে বৃক্ষস্বামীব বিনা অনুমতিতে ফল গ্ৰহণ কবায়, ধৰ্ম্ম বিৰুদ্ধ ধৰ্ম্ম কবা হইয়াছে । যদিও ফল অপহৰণ কেহ দেখিত্তে পায় নাই, তথাপি মনেৰ অগোচৰ পাপ থাকিত্তে পাৰে না । এ কাৰণে অগ্ৰজেব সহিত দেখা কবিত্তা, লিখিত মুনি, দূৰ হইতে তাঁহাকে প্ৰণাম কৰিলেন, এবং শঙ্কৰ মুনি তাঁহাকে আলিঙ্গন কবিত্তে উত্তত দেখিয়া তিনি বলিলেন, পাপ আমাকে স্পৰ্শ কৰিয়াছে, অতএব আপনি আমাকে স্পৰ্শ কৰিবেন না । এই বলিয়া তিনি কুধা ও তৃষ্ণায় কাতৰ হইয়া কিল্পে পবেব দ্রব্য না বলিয়া লইয়াছেন, তাহা জেষ্ঠ্যকে বলিলেন, তদন্তরে জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে অভয় প্ৰদান কবিত্তা বলিলেন যে, বৃক্ষটী তাঁহাব, অতএব ভাতাৰ বৃক্ষেক ফল না বলিয়া লওয়ায় যে অপৰাধ হইয়াছে উহা ক্ষমাবোণ্য, কিন্তু উভয়েই সিদ্ধান্ত কৰিলেন যে, শাস্ত্ৰানুসাৰে পরস্পাপহৰণেৰ প্ৰায়শ্চিত্ত বাৰ্জ্জিচাব । এ কাৰণে ক্ষণপবে লিখিত মুনি ধৰ্ম্মাধিকৰণেৰ অভিযুখে

গমন কবিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে পর যখন তাঁহাকে আসন পবিগ্রহ কবিতে অধুবোধ করা হইল, তখন তিনি নিজ কর্ণেব কথা জ্ঞাপন কবিলেন, মহাবাজকে বলিলেন যে, দণ্ডনীয় ব্যক্তি আসন পবিগ্রহেব সম্পূর্ণ অযোগ্য, এবং অপবাদেব কথা জ্ঞাত হইয়াও বাজা যদি বিচার না কবেন, তাহা হইলে রাজ্যেব পাপ হইতে পাবে। তাহাব কথাৰ কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাজা বলিলেন যে, ভ্রাতাব বৃক্ষেব ফল হবণ করা ক্ষমা-যোগ্য বটে, কিন্তু শাস্ত্রানুসাবে আপনি দণ্ডনীয়, এবং যে হস্ত ফল অপহরণ কবিয়াছে, উহাৰ ছেদন কৰাই উপযুক্ত দণ্ড, কিন্তু আমাৰ দ্বাৰা তাহা হইতে পাবে না, ভগবন্, আমায় এ সমস্তা হইতে বক্ষা করুন। এই কথা শুনিবামাত্র মহর্ষি, কিবাত্বেব হস্ত হইতে অসি লইয়া, স্বীয় দক্ষিণ হস্ত ছেদন কবিলেব প্রায়শ্চিত্ত কবিলেন, এবং সভাসদ সকলে ধন্ত ধন্ত বলিয়া উঠিলেন। অনবিলম্বে লিখিত, মনেব জোবে এইবার গিয়া, জোষ্ঠ ভ্রাতাব সহিত আলিঙ্গন কবিলেন।

এ জগতে পূৰ্বোক্ত সাধুতাব উদাহরণ বিবল। ইহা মনেব বিমল-তার উৎকৃষ্ট বিবরণ। কিন্তু আমরা বড় হইয়া সংসাবেব যে সকল অসাধুতাব বিষয় প্রত্যক্ষ কবি, তাহা চিন্তা কবিলে মনে হয় যে, অসাধুতাব ফলেই জগতে জীবনযাত্রা ঘোরতৰ জটিল হইয়া পড়িতেছে। অসাধুৰ অৰ্ধশিঙ্গার কেবল যে, বক্তিত ব্যক্তিৰ ক্ষতি হইতেছে একপন নহে, অনেক সময় তাহাদিগকে বিপদে পড়িতে হইতেছে, এবং অনেককেই কাৰণ না থাকিলেও, সন্দেহ কবিতে হইতেছে। অনেক সময় অপবকে বিশ্বাস কবিলে তাহাৰ নিকট জাল নোট বা টাকা লইয়া কোন প্রকাৰে বিচাৰালয় হইতে জাণ পাইতে হয়। অপবে যখন স্বার্থসিদ্ধিৰ নিমিত্ত মিথ্যা স্তোইয়া থাকে তখন মনঃকষ্ট ত আছেই, পদে পদে, আত্মীয়, পরিচিত ও উপৰাধ্যাৰ নিকট লাক্ষিত হইয়া পুনৰায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ কবিতে যে

মম্ব 'ও অর্থনাশ হয়, তাহাতে অণকাল ব্যাপী মানব জীবনের অনেক সম্প্রদায় কৰ্ম অসম্পূৰ্ণ থাকিবা যায়। এইকপে অসাধু ব্যক্তিদেব দ্বাৰা কত সময় বে কেবল মনঃকষ্ট হয় একুপ নহে, শৰীৰ ভঙ্গ ও হইয়া থাকে। নীচ ব্যবসায়ীবা বে কেবল ওজনে কম সামগ্ৰী দেব একুপ নহে, খাঁটি বলিয়া যখন তাহাৰা উদ্ধে পান্না পুকুবেব জল, অথবা দ্বাত অস্বাস্থ্যকৰ সামগ্ৰী অথবা তৈলে বিদ্যাক্ত সামগ্ৰী মিশ্ৰণ কবে, অথবা মসলাৰ কু ডাঠিলে আৰ্জ্জনা মিলাটবা তাৰী ববে, অথবা তাগ্ৰা বলিয়া পচা সামগ্ৰী বিক্ৰম কবে, তখন বে কেবল গৃহস্থেব অর্থ নাশ হয় একুপ নহে, ঐ সবল সামগ্ৰী, ভক্ষণ অথবা পান কবিয়া, ক্ৰুতাদেব ইহলীলা সধবণেব কাল সংক্ষেপ হয়। এই জাতীৰ ব্যবসায়ীবা চোৰ নহে ইহাৰা দস্তাবে সমান, কাৰণ চোৰে শুণ্ড ভাবে অধিকাৰীৰ সামগ্ৰী লব, ইহাৰা প্রকাশ্য ভাবে সবল বিশ্বাসীৰ সাবলোব সুর্যোগ লইয়া থাকে। এ জাতীৰ অসাধুবা নিতান্ত অদূৰদৰ্শী; কাৰণ তাহাদেব অসাধুতাৰ বিষয় অবিলম্বে জানিতে পাবা যায়। ইহাৰা শ্রম কবিত্তে নিতান্ত কাতৰ, সেট জন্ত স্বার্থ সিদ্ধিৰ নিমিত্ত ইহাৰা অনা-যাসে অপবেব শ্রমলব্ধ সামগ্ৰী লইতে ইচ্ছা কবে, অথচ ইহাদেব বাসনা পবিতৃপ্তিৰ ইচ্ছাও শ্রমশীল ব্যক্তিৰ মত সম্পূৰ্ণ জাগ্ৰৎ। কিন্তু অল্পব্যবসায়ী-দেব মধ্যো বে ব্যক্তি সাধু তাহাৰ বাজাবসন্ন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে গাকে এং তাহাৰ উন্নতি অনিবার্গ। সামান্য কৃষকদেব মধ্যো ও বে সাধুতাৰ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া বায়, তাহা হইতে মনে হয়, যদি সকলে একুপ হইত তাহা হইল এ অগতে সকলেই সুখে দিনাতিপাত কবিত। বে ব্যক্তিই ভ্রাষণ ছাড়িয়া চলিযাছে তাহাকে কখন সুখী হইতে দেখা বায় নাই। সে ব্যক্তি হয় মনঃকষ্টে দিবাৰাত্ৰ বাপন কবিত্তেছে অথবা বাজদাবে উপস্থিত। এ অগতে সুখ অৰ্জন কবিত্তে আসিয়া কেবল অসাধু পথ অবলম্বন ও তাহাবই ফলে দুঃখ ভোগ কবা, কখনই শ্রেয়:

হইতে পারে না । সংপথে থাকিয়া শাকার ভক্ষণ ও শ্রেয়ঃ, কিন্তু অসংপথে থাকিয়া গাড়ী যুড়ীতে আবশ্যক নাই । বাহাতে বিমল মনে আন্তরিক সুখ হয় তাহা সাধুতা সম্ভূত ।

বিনয় ও সৌজন্য ।

এসংসাথে বিবক্তির কাষণ পদে পদে উপস্থিত, যেহেতু সকল মনুষ্যেরই ভ্রমে পতিত হওয়া সম্ভব, এবং সেই ভ্রম হেতু অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি হওয়াও সম্ভব । কিন্তু সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও কি সকল সময় সেই ক্ষতি বোধ করিতেই হইবে ? বাছারা স্বভাবতঃ শিষ্ট, ভদ্র ও বিনয়ী তাঁহাদের মনে কিন্তু ক্রোধ বা অমর্ষের ভাব আগরূপ হইলেও উহা প্রকাশ পায় না । যদি বা প্রকাশ পায় উহা একরূপ ভাবে ব্যক্ত হয় যে, ক্ষতিকারী তাহাতে বিরক্ত না হইয়া উপকৃত মনে করে । সেইরূপ আবার অপবাধ বা ভ্রম করিয়া স্বীকার কবাও বিনয়ের লক্ষণ । অনেকে হয়ত একটী ভ্রম করিয়াছেন ও নিরন্তর কোন ব্যক্তি কর্তৃক উহা প্রদর্শিত হইয়াছেন । এস্থলে ভ্রম স্বীকার করিতে অনেকে প্রস্তুত হন না । তাঁহাদের জ্ঞান মনুষ্য বুঝি ভ্রমে পতিত হইতে পারে না । ভ্রম হেতু বাহ্যিক ক্ষতি হইয়াছে তাহাকে তুষ্ট কবা অনেক সময় সহজ, কারণ সে ব্যক্তি হয়ত উদারচেতা, কিন্তু ভ্রম স্বীকার করা সকলের পক্ষে সহজ নহে । শেষোক্ত ব্যক্তি বা ভ্রম স্বীকার করাকে মনে কবে নিজেকে ছোট হইতে হইবে । তাহা বা ভুলিয়া যান যে “বড় যদি হতে চাও ছোট হও আগে ।” এই নিজেকে ছোট করিয়া বড় হওয়া ত পরের কথা, অপরকে ছোট করিয়া বড় হইবার প্রলোভন অনেকেই বিত্তমান । এই লোভ

লক্ষণ করিতে না পাবিয়া অনেকে পবেষ ছল গ্রহণ করিয়া থাকে । মতা সমিতিতে অথবা পাঁচ জনেব সম্মুখে অপরকে অপ্রতিভ করিতে পারিলে মনে মনে বড়ই আনন্দ হয় ও পরকে নিম্নতম সীমায় আনীত করিয়া মনে মনে ‘বড় হইলাম’ বোধ হয় ।

হৃদয়ে উদারতা, ভক্তি, অপরেব মর্যাদা স্বীকণ, প্রীতি, ইত্যাদি গুণ না থাকিলে প্রকৃতরূপে বিনয়ী হওয়া যায় না । হৃদয়িক ব্যক্তি না হইলে অথবা বিজ্ঞান প্রভাব মনোমধ্যে সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার না করিলে, বিনয়েব আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পাবা যায় না । গুরুজন এবং প্রবীণ ও প্রবীণদিগকে ভক্তি করার ও তাহাদিগেব মর্যাদা স্বীকণে আন্তরিকতা প্রদর্শনে, সমান অবস্থাব ব্যক্তিব সহিত সমান ব্যবহাবে, এবং নিম্ন অবস্থাব ব্যক্তিব বাহাতে মনে কষ্ট না হইয়া বৎ স্নেহ বা আস্থা হইয়া একরূপ আচরণে, বিনয়েব অনেক লক্ষণ প্রকাশ পায় । কিন্তু মনে মনে কত কল্পিত বাধা আসিয়া উপস্থিত হয় । পল্লিগ্রামে পূর্বে নীচ জাতিব মধ্যে কত গ্রামসম্পর্কের দাড়া ও খুড়া এখনও বর্তমান । কিন্তু বালাকালে তাহাদিগকে একবার ঐকরূপ সম্ভাষণ করিয়া পরে অধিক উপার্জন করিয়া, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া, এখন অনেকে তাহাদিগকে ঐকরূপ বলিয়া সম্বোধন করিতে লজ্জা বোধ করে । তাহাদেব সর্বদাই মনে হয় বুঝি তাহাদেব সহিত পূর্ববৎ ব্যবহার করিলে নিজেকে ছোট হইতে হইবে । এই জাতীয় লোক ইংরাজী না জানা লোকেব নিকট অথবা যে সংসারে সরস্বতীব কৃপাকটাক্ষ পতিত হয় নাই, ইংরাজী ভাষাব প্রবেশ লাভ করিয়াই, তথায় আত্মপ্রকাশ প্রকাশ করিতে থাকে । তাহাব চান্স চলনে, আবৃত্তি বরণ ধারণে, গ্রামের লোকেব তিষ্ঠান ভার হয় । তাহাবা একবারও ভাবে না যে সংস্কৃত ভাষায় বা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিতে যাহাবা জীবনেব অধিক সময় অতিবাহিত করিয়াছে, আজ তাহাদেব

অর্থাগমেব পথ রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, তাঁহারা মর্যাদা নাভেব কোন গুণে বঞ্চিত নহেন । বাহাৰা বিদয় বর্ষে গ্রামেব মনো একজন বিচক্ষ লোক বলিয়া পৰিগণিত, অথবা যে ব্যবসায়ী নিজ সাধুতা ও ব্যবসায়বুদ্ধিব প্রভাবে আজ বাজার সম্মল লাভ কবিত্তে সমর্থ হইয়াছেন, অথচ ঈংবাজী জায়ান অনভিজ্ঞ, তাঁহারা কি ভক্তিব যোগ্য নহেন ? এবং তাঁহাদের মর্যাদা বক্ষণ কবিলে অথবা তাহাদের প্রতি বিনীত ব্যবহার কবিলে কি কল্পিত গোববেব হাস হইবে ? পণ্ডিতকে সম্মাননা কবিলে বিজ্ঞাব সম্মাননা কবা হয় এবং নীচকে প্রিব সম্ভাষণ কবিলে তাহাকে উচ্চেব সম্বৰ্দ্ধনা কবিত্তে শিক্ষা দেওয়া হয় ।

যাহাৰা অল্পশিক্ষা লাভ কবিয়া অথবা অল্পগুণেব আধাব হইয়া জগতকে শবাব খণ্ড মনে কবে, তাহাদের স্বৰণ কবা উচিত যে, স্বীয় প্রসিদ্ধ জীবনেব অবসান কালে মহামতি নিউটনেব মত লোকও বলিয়াছিলেন “জগৎ আমাকে কি ভাবে দেখিবে তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমি নিজে নিজে বিবেচনা কবিত্তছি যে, আমি এখনও একটা বালকেব জায় সাগৰ কূলে খেলু কবিত্তছি । সাধাবণ অপেক্ষা কখনও অধিকতৰ উজ্জল উপলব্ধি বা অধিকতৰ মসৃণ গুক্তি দেখিত পাইতেছি । ওদিকে সত্যেব মহাসমুদ্র অনাবিস্কৃত অবস্থােব আনাব সম্মুখে বিস্তৃত বহিয়াছে ।”

জগদীশ্বৰ যেকুপ সকল ব্যক্তিকে সমভাবে সূর্য্যবশি ও বৃষ্টিদান কবেন সেরূপ কিন্তু সমভাবে সকলকে ধনেব বা সম্পদেব অধিকাবী হইতে দেন না । এই জন্তাই এ জগতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থােব লোক পবিতৃষ্ট হয় এবং এই অবস্থােব বিভিন্নতাই বোধহয় মানব মাত্রকে বিনয়েব ও সৌজ-
ক্লেষ আবশ্যকতা অহুভব কবিত্তে দেব । স্বীকাৰ কবি মানব নিজ চেষ্টায় উন্নীত হয়, কিন্তু একপ্রকাৰ চেষ্টা কবিয়া, এক প্রকাৰ উপাধি লাভ কবিয়া ত সকলে একপ্রকাৰ বনসম্পদ বা মানেব অধিকাবী ভাবন না,

অতএব উপযুক্ত ব্যক্তিদেব মধ্যে যদি কেহ অধিক সম্পদের অধিকারী হযেন, তাহা হইলে তাহাব কি নিজেব মত পবিশ্রমী অথচ অল্প ধনশালী ব্যক্তিৰ প্রতি অবজ্ঞা প্ৰকাশ ববা উচিত । তাহাব সহিত বিনীত ব্যবহাৰ কবিযা সমবেদনা প্ৰদৰ্শন কবা বিনয়েব লক্ষণ । কিন্তু জগতে উচ্চ, মধ্যম, ও নীচ সকল শ্ৰেণীৰ যোকই চিবকাল বিজ্ঞান আছে ও থাকিবে । এসং সেই কাৰণ যদি স্বাৰ্থই বিনয়েব মূলীভূত কাৰণ হয়, তাহা হইলে উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকেব নিকট নীচ শ্ৰেণীৰ লোক বংনই বিন্নৰ এত্যাশ কবিতে পাইবে না । বাজবাজেখব, যাহাব কথন অস্ত্ৰেব সাহায্য লইবাব আবশ্যক হয় না, তিনি যাহাতে বিনয় ও মৌজন্ত গুণে বৰ্দ্ধিত না হযেন একাৰণে নহব ইত্যাদি বাজাব বিডম্বনা কথা পূবাকালে কথিত হইযাছে ।

যাহাবা অনেক বাণী বিপত্তিৰ মধ্যে নানাবিধ দুৰ্বিনীত ব্যক্তিৰ সংঘৰ্ষে আসিয়া জীবন সংগ্ৰামে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কবিযাছেন তাহাদেব মধ্যে অনেকেই বিনয় গুণে অলঙ্কৃত, কাৰণ অবিদ্যাবীৰ ব্যবহাৰে যেকপ কষ্ট পাইযাছেন তাহা মনে কবিযা তাহাবা আব নিজে অক্লিনবী হইতে ইচ্ছা কবেন না । কিন্তু ধনবানেব পুত্ৰ যাহাবা, শ্ৰমেব বিনিময়ে ধনলাভ কবা হইয়াছিল, এ কথাব তাৎপৰ্য্য বুঝিতে অক্ষম, তাহাদেব অনেকে, যাহাব নিকট প্ৰত্যাশকাৰ পাইবাব আশা নাষ্ট, তাহাকে বিনয় সম্ভাষণ কবিতে কাতৰ । তাহাদেব জ্ঞান যে তাহাদেব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিম্ন শ্ৰেণীৰ লোকেব নিকট বিনীত হইলে বুকি ধনীৰ মৰ্যাদা হাস হয় । বাস্তবিক এজাতীয় লোকেব আত্মমৰ্যাদাব এমনই ভুল বিশ্বাস যে, তাহাদেব অপেক্ষা উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকেব নিকট তাহাবা চাটুকাৰেব মত আলাপ কবিতেও প্ৰস্তুত । তাহাদেব জ্ঞান উচিত যে, বডলোকেব ববে জন্ম গ্ৰহণ কবা দৈবাৎ, কিন্তু গুণবান ওয়া নিজেব । এহা দৈবাৎ তাহাব গুণে

বলীশান হইয়া, স্পর্ধার সহিত কিঞ্চিৎ অন্নধনের অধিকাংশকে অবিনয় ও অভদ্রতা প্রকাশ করা কুশিক্ষার ফল বুঝিতে হইবে। এ জাতীয় লোকের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু তাহারা সুশিক্ষা লাভ কবে নাই বলিয়া হুঃখিত হইতে হয়।

বিনয় একটা বিশেষ গুণ এবং ইহাৰ মূলে স্বার্থ নাই। ইহা রাজার পক্ষে যেক্রপ ধনীর পক্ষে এবং মধ্যবিত্ত ও দারিদ্রের পক্ষেও সেইরূপ অত্যাৱশ্যক। ইহারই অভাবে প্রজা অসন্তুষ্ট হইয়া সিরাজদৌলার বিপক্ষতা করিয়াছিল এবং ইহারই গুণে অগষ্টস্ সিজরেব নিকট তাহার প্রজাবৃন্দ সর্বদাই বদ্ধাঙ্গলি হইয়া থাকিত। ইহারই অভাবে সংসারে মনঃকষ্ট ও পৰে গৃহবিচ্ছেদ, এবং ইহারই গুণে পরিবার মধ্যে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি। ইহারই অভাবে ব্যবসায়ীর ব্যবসাগার জনহীন, এবং ইহাৰই গুণে মোকামগুলি ক্রোড়া ও ব্যাপাবীতে পৰিপূর্ণ*। ইহারই গুণে সামাজিক জীব হইয়া কোন মনুষ্য সকলের প্রিয় এবং কেহবা দূর হইতে পবিত্যক্ত।

রাজভক্তি ও রাজস্ব প্রদানের সার্থকতা।

অগতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে এখনও শাসনের সার্থকতা অনুভূত হয় নাই। আবার এমন অনেক দেশ আছে যেখানে রাজস্ব স্থাপিত হইয়া থাকিলেও প্রজার মঙ্গলামঙ্গল নির্ধারণে রাজার দায়িত্ব জন্মায় নাই। এই সকল দেশে জীবন ও সম্পত্তির মঙ্গল নাই। সকলেই নিজ নিজ সম্পত্তি সংরক্ষণে নিজ চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে। রাজ্য

* Civility pays in business.

হইতে যে সাহায্য পাইবে এ আশা তাহাদের পক্ষে সুদূৰপৰাহত ।
বাজ্জ্যেব বিধি ব্যবস্থা শুণে যে, দস্যু তত্ত্বর তাহাদিগেব পৰিশ্রমলব্ধ ধন
সামগ্রী অপহরণ করিতে অসমর্থ, ইহা তাহাদের ধাবণাব বহির্ভূত ।
এজান্টীয় রাজত্ব বর্ধকর দেশের শোভা বর্দ্ধন করে । এবাজ্জে “এখন
পরিশ্রম কবি ভবিষ্যতে ধনলাভ হইবে, এবং প্রাপ্ত ধনের ব্যবহার ও
হস্তান্তর স্বত্ব আমাতেই থাকিবে” এভাব কখনই মনোমধ্যে উদ্ভিত হইতে
পাবে না । উৎপন্ন সামগ্রীর ফলভোগে যে দেশে নিশ্চিন্ততা নাই সে
দেশে প্রস্তুত সামগ্রীর সমাবেশ কি সম্ভবপর ? সে দেশেব ধন সামগ্রী
যাতায়াতেব রেল খাল রাস্তারও ত বিস্তার হইতে পাবে না । যদি বা হয়
ত সার্থবাহ কি তাহাতে চলাচল কবে ? যদি বা তাহাবা দূৰদেশ হইতে নিজ
লোক বলে আসিতে পাবে তাহা হইলেও কি দোকান পাট চলে ? যদি
দোকান পাট না থাকে তাহা হইলে বিকি কিনি কোথায় । যদি তাহাই
অসম্ভব তাহা হইলে সে রাজত্বে বাস করা ও বস্ত্র পণ্ডব মধ্যে একত্র
বাস কবা ও সমান কথা ।

এই সকল অসুবিধা দূৰ কৰিতে স্থায়ী ও সমীচীন বিধিব্যবস্থাব আব-
শ্যক । ইহাবই কল্যাণে প্রজাগণেব স্বত্ব সংরক্ষিত হইয়া থাকে । এই
মঙ্গল সাধন কৰিতে সৈন্ত ও বণতবী রাখিতে হয়, নচেৎ বিদেশী শত্রুক
আক্রমণ ভয়, কিংবা বাহু বিপ্লব ভয়, প্রজাদেব মনে সর্বদাই জাগরক
থাকিলে শান্তি থাকে না—দেশেব উন্নতি সাধিত হয় না । উত্তমশীলোব
উত্তম কর্মফল হইবে না বলিয়া, তাহারা ছুদিনের জন্ত ভ্রম সামর্থ্য প্রকাশ
করিতে পশ্চাৎপদ হয়—নবনবোন্মেষিনী মানসিক শক্তিব বিকাশ দেখাইতে
প্রতিভাবানেরা ভিন্ন দেশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উৎসুক হয় ।

শাসন ব্যবস্থার শুণে গ্রামে গ্রামে প্রহরী নিযুক্ত হয় এবং প্রত্যেক
ব্যক্তিকে আব সম্পত্তি সংরক্ষণে নিজ লোক নিযুক্ত কৰিতে হয় না । ধর্ম্মাধি-

কবণ ও বিচারের সৃষ্টি হওয়াতে ছবৃত্তদেব মনে সদাই আশঙ্কা হয় যে ধৰ্মা পড়িলে কঠোর শাস্তি পাইবে এবং কাৰাগারই তাহাদেব আশ্রয়স্থান হইবে। ইহা ভাবিয়া অনেক সময় তাহাবা অপহরণ ও লুণ্ঠন কবিত্তে গাষ্ট হয। এজগতে পৰিশ্রম না কবিয়া ধন লাভেব ইচ্ছা অনেকেবই বলবতী। এজন্ত পৰিশ্রম বিনিময়ে অপবেব লব্ধ সামগ্ৰী অনাযালে অপহরণ কবিবাব লোভ অনেকেই সম্বরণ কবিত্তে পাবে না। কিন্তু কাৰাগার বিবি তাহাদিগকে পৰিশ্রম কবাইয়া শবীব ধাবণোপযোগী অন্তদান কবিয়া, স্পষ্টই শিক্ষা দেন যে, বিনা পৰিশ্রমে কিছুই লাভ ববা যাব না।

সৈন্ত ও বণতবী বন্ধা কবিত্তে, এজামাত্ৰেবট সম্পত্তি বক্ষণালেব্বণ কবিত্তে, স্নাত্ত আহাৰীয ও ব্যবহাবোপযোগী সামগ্ৰীয পৰিচালন কাৰ্য্য সম্পাদনেব নিমিত্ত বেল খাল বাস্তাব বিস্তাব সাধন কবিত্তে, ত্বক্ষিনীত দস্তাত ব ও ধূত জ্বাচোবগণকে বর্ষাবিবরণ সাহায্য দত্ত দিত্তে, দেশেব শিক্ষা বিস্তাব কবিত্তে, ডাক বিভাগেব স্তপ্তে স্তবন্দোবস্ত কবিত্তে, এবং অন্তান্ত মঙ্গলনয অহুষ্ঠান কবিত্তে, বাজ্যে অৰ্ণেব আনন্তক হয়। এই অৰ্ণ দেশেব প্রজাবাষ্ট্ৰ দিগা থাকে। নিজ সম্পত্তি বক্ষণালেব্বণেব নিমিত্ত ব্যক্তি বিশেষকে যে প্রতুত অর্থবান ও ক্লেণ স্বীকাৰ কবিত্তে হইত, তাহাব তুলনাব স্বাস্তব নিমিত্ত যে অল্প পৰিমাণ অৰ্ণ প্রজাগণ বাজ্যে স্তপ স্বচ্ছন্দে বাস কবিত্তে দিবা থাকে, বাস্তবিক তাহাট বাজস্ব। বাজা উচা অপহরণ কবিত্তে গ্রহণ কবেন না।

আনবা কোন সামগ্ৰী লাভ কবিত্তে আনাদেব শ্রমলব্ধ অর্থবান কবিয়া পাৰ্কে। 'অৰ্থাৎ অৰ্থ বিনিময কবিলে অধিকাবী হইতে বিচ্যুত হইয়া সামগ্ৰী আনাদেব হস্তগত হয়। উহা ব্যবহার বা হস্তান্তৰ কবিবাব স্বত্তে আনবা স্বহবান্ হট। বেখানে অৰ্ণ বিনিময়ে আমবা কিছু পাই না আনবা মনে কৰি যে সেই অৰ্ণ আমবা দান কবিলাম। কিন্তু যখন

জোব করিয়া আমাদের নিকট অর্থ কেহ কাড়িয়া লয় তখন আমরা মনে কবি উহা অপহৃত হইল। রাজ্য হইতে বাজতন্ত্র কিন্তু জোব কবিয়া গৃহীত হয়। এট রাজতন্ত্র না দিলে ধর্মাদিকরণে আমরা দণ্ডিত হই। এইজন্য অনেকের ধারণা যে বাজতন্ত্র দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু রাজ্য হইতে কর গ্রহণ পূর্বক বেল খাল বাস্তা বিস্তার কবিয়া দ্রব্যাদির গমনাগমনে যে সুবিধা হইয়াছে, তাহাতে দ্রব্যাদি স্থান জনিত মূল্যযুক্ত হইয়াছে। যে চাউল বা তবিতবকাবী বাস্তাব অভাবে আসিতে পাবিত না, স্থানীয় মূল্যে বিক্রীত হইত, অধুনা বেল খাল ও বাস্তাব বিস্তারে তাহারা অধিক মূল্য যুক্ত হইতেছে, এবং বাজোব অস্বাস্থ্য দেশে অভাবদূর্ব ববিত্তেছে। ইহাতে উৎপাদক দেশ সমূহের জমির খাজনা বৃদ্ধি হইতেছে, কৃষকদেরও মজুদী বৃদ্ধি হইতেছে। অক্সান্ত পবিত্রম কবিয়া বাহা বা সম্পত্তি কবিত্তেছেন, উচ্চ বংশপবম্পবায় ভোগ দখল হইতেছে। দক্ষা তত্ত্ববেব হস্ত হহতে নিবাক্ত হইয়া তাহা বা বারে নিদ্রা বাইতেছে। অতএব বাজতন্ত্র, দানের বিষয় নহে এবং উহা গ্রহণ কবা অপহরণ নহে। রাজ্যে সুখে বসবাস কবিবার বিনিময়েও উহা প্রদান কবা হয় না। যেক্রপ ক্ষেতাকে লোকে ভক্তিতবে অর্ঘ্য প্রদান কবে, রাজাকেও আমরা সেই ভাবে বাজতন্ত্র প্রদান কবি। যেক্রপ নিজ মাতার বা স্বদেশের প্রতি ভক্তি স্বতঃ প্রণোদিত হয়, হিন্দু জনয়ে বাজতন্ত্রি সেইক্রপ ভাবেই জাগবিত হয়। মাতা যেক্রপ সন্তান সন্ধে দোষ কবিত্তে পাবেন না, অথবা সন্তানেব নিকট যেক্রপ মাতার দোষ কোনক্রপে দৃষ্ট হয় না, সেইক্রপ প্রজার নিকট রাজার কোন অপবাহ হইতে পাবে না, এই নিমিত্ত ইংরাজী ব্যবহাবশাস্ত্রে King can do no wrong লিখিত হয়। প্রজাকে শাসন, বক্ষণাবেক্ষণ, এবং অবাজকতা হইতে ত্রাণ, ইত্যাদি যে সকল গুণেব কথা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে, এই সকল বিচার কবিয়া রাজাকে ভক্তি করিতে হইলে, অনেক সময় বহুকাল নিরন্তরে

বসবাস কবিত্তে কবিত্তে ঐ সকল গুণের কথা ভুলিয়া যাইতে হব, এবং বাক্তভক্তি লোপ পাইতে থাকে । এ কাৰণে বাজাকে দেব ভাবে অবলোকন কবিবার কথাই হিন্দু ধৰ্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে । এই নিমিত্ত মানব ধৰ্ম্মসংহিতায় লিখিত আছে যে “ভূপতি বালক হইলেও, সাধাবণ মনুষ্য ভাবিয়া অবমাননা করিবে না, কাৰণ মহতী দেবতাই এই নবরূপে অবস্থিতি করেন । ইহলোক অবাক্ষক হইলে ভয়ে সকলেই ব্যাকুল হয় । এই সকলের বক্ষার্থ বিধাতা ইন্দ্র, বায়ু, ঘন, সূৰ্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবেরের সাবভূত অংশ আকর্ষণ কৰিয়াই বাজাব সৃষ্টি কৰিয়াছেন ।”

পরিশ্রম ও মিতব্যয়ই ধনাগমের একমাত্র উপায় ।

সত্য মানবের অভাব অধিক । এবং যে স্থানে যে সময়ে যে সামগ্রীর অভাব অধিক পৰিদৃষ্ট হয়, উহা সেই স্থানে মূল্যবান্ ধন সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং উহাব উৎপাদন ও প্রস্তুত কৰিয়া লোকে ধন সামগ্রী লাভের পন্থা উন্মুক্ত কৰে । কিন্তু সকল সামগ্রীৰ উৎপাদন ও প্রস্তুত কৰা সকলের পক্ষে সম্ভবপৰ নহে, এবং ইহাদেব মধ্যে যাহাবা উৎপাদন ও প্রস্তুতি কার্যে নিযুক্ত, তাহারা ই সকল সামগ্রী বিক্রয় কবিবার ভাব লইতে পারে না । এই কাৰণে জগতে উৎপাদক, শিল্পী, দালাল, বণিক, ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় । এবং ইহাবা যে ব্যবসায় করেন তাহাব মূলে পৰিশ্রম নিহিত । ব্যবসায় কথাৰ মৌলিক অর্থ বিশেষরূপে শেবপর্য্যন্ত উন্নয়ন কৰা । এবং “উত্তোগিনিং পুরুষ সিংহ মুপৈতি, লক্ষ্মীঃ” অর্থাৎ উত্তোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয় কৰিয়া থাকেন ইহা একটা মহাজন বাক্য ।

এ জগতে খাদ্য পানীয়েৰ জন্ত নানাবিধ শস্ত, পরিশুদ্ধ জল, ঘৃত, হুদ্দ, ইত্যাদি, অক্লবক্ষ্য জন্ত ভূলা উৰ্গা শ কেশমের বস্ত্রাদি, বাসেব জন্ত

পাকাঘব, চালাঘব ইত্যাদি, অল্প পাকের নিমিত্ত জ্বালানি কাঠ, পাতুবে
কলা ট্যাঙ্গি, বোগের নিমিত্ত ঔষধ পথ্যাদি, এবং সখের নিমিত্ত
নানানিধ সামগ্রী আবশ্যক । এবং এই সকল বাস্তব সামগ্রী ভূগর্ভ বা
নদীগর্ভ অথবা সমুদ্রগর্ভে উৎপন্ন হয় এবং পবে মূলধন ও পবিশ্রমেব
সাহায্যে নানা আকাৰে রূপান্তৰিত হইয়া আনাদেব অভাব মোচন কৰে ।
কিন্তু যল ভবে অবনত বৃক্ষলতাদিপবিশোভিত উৰ্ব্বৰ বহুগর্ভ ক্ষেত্ৰমধ্যে
বাস কবিয়া কৰ্ম্মদলা বুদ্ধি ও পবিশ্রমেব অভাবে অসভ্য মানবজাতি
আহাবেব জন্তু লালাষিত হয় । অসভ্যজাতি হইতে সভ্যজাতিৰ অভ্যুদয়ে
পবিশ্রম সবিশেষ সহায়তা কবিয়াছে । কাৰণ প্রকৃতিৰ দান ত আছেই,
উহা পবিশ্রমেব সাহায্যে ভোগে না আসিলে, স্বস্থানে থাকা না থাকা সমান
কথা । কযলা যদি খনিব মধ্যোষ্ট বহিষা গেল, পবিস্কৃত পাণীয় জল
দূৰ আছে বলিয়া ভোগ না কবিয়া যদি অশুদ্ধ জল পান কৰিতে হয়,
ও সেই কাৰণে বোগ হয়, তত্ত্বসাৰ বৃক্ষেব তত্ত্ব পবিশ্রমেব সাহায্যে বধন বাতীত
পবধান কৰিতে পাৰা যায় না বলিয়া যদি বৃক্ষেষ্ট বহিষা গেল, তাহা হইলে
ঐ সকল সামগ্রীতে ধনাগম হইতে পাৰে না । অতএব ঐ সকল সামগ্রী
মহুৰাব ভোগেব উপযুক্ত কৰিতে হইলে উৎপাদন ও প্রস্তুতি কৰে উহাতে
পবিশ্রম নিয়োগ কৰিতে হইবে ।

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন ও প্রস্তুত কৰিতে যেমন পবিশ্রমেব
আবশ্যক, সেইরূপ ঐ সকল সামগ্রী ভোগ কৰিতে হইলেও অৰ্থেব আবশ্যক ।
এবং অৰ্থ বিনা পবিশ্রমে লাভ কৰিতে পাৰা যায় না । দৃষ্ট্য তত্ত্বব বাতীত
কেবল আলস্তে দিনাতিপাত কবিয়া কেহই বাস্তব ধন সামগ্রী ভোগ
কৰিতে সমৰ্থ হয়েন নাই এবং পবিশ্রম না কবিয়া কেবল প্রতিভাগুণে কেহই
অসাধারণ বিজ্ঞা বুদ্ধি লাভ কৰিতে পাৰেন নাই । অনেকে হয়ত বলিবেন
যে ধনবানেব পুত্র বিনা পবিশ্রমে নানানিধ সামগ্রী ভোগ কৰে, কিন্তু সে

বাস্তি যে সকল সামগ্ৰী ভোগ কৰিবা পাৰে, তাহা কথনটো বিনা পৰিশ্ৰমে আদৌ লাভ কৰা হয় নাই। যে সামগ্ৰী বিনাপৰিশ্ৰমে পাওবা যায়, যথা বায়ু বা নদীৰ জল, তাহাব বিনিময়ে কেহ কিছুই দিতে স্বীকাৰ কৰে না। কিন্তু এটো হাওয়া বা জল পাইতে পৰিশ্ৰমেৰ আবশ্যকতা থাকিলে উহাবা মূল্যযুক্ত হয়, অৰ্থাৎ ঐ সকল সামগ্ৰী ভোগ কৰিতে হইলে শ্রমনিয়োগকাৰীকে অৰ্থ প্ৰদান কৰিতে হয়। এই অৰ্থ লাভ কৰিতে হইলে আমাদিগকে নানাবিধ বিজ্ঞানশিক্ষা কৰিতে হ'ব, অথবা কাৰ্যিক পৰিশ্ৰম কৰিতে হ'ব, এবং এই পৰিশ্ৰম ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়িকসাৰে ভিন্ন ভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ অৰ্থাগমে সহায়তা কৰে। দ্ৰবস্ত শীতে অথবা নিম্নতৰেৰ প্ৰচণ্ড খবতাপে কৃষকদিগেৰ বৰ্ষ ও পৰিশ্ৰমেৰ কথা কাহাবও অবিদিত নাই। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইত্যাদি বিজ্ঞানভিত্তি কৰিতেও যে মানসিক পৰিশ্ৰমেৰ আবশ্যক হয়, তাহাটো বা কে না স্বীকাৰ কৰিব ? বনিকেৰ মানসিক চিন্তা, অৰ্থবান পৰিশ্ৰম ও ব্যবসায় জৰিত উদ্যোগ, ইত্যাদি সকলেৰ বিদিত আছে।

মানব মাহেটো নিজ নিজ অভাব নোচন কৰিবাৰ নিমিত্ত তত্ত্বপয়োগী সামগ্ৰী ভোগ কৰিতে উদ্বৃত্ত হ'ব, এবং স্ব স্ব সমাজেৰ নিমিত্ত ক্ৰিয়া কলাপ সম্পন্ন কৰিবা আপনাকে সমাজস্থ ভাবিবা কৃত্যৰ্থ হটয়া থাকে। এই নিমিত্ত সকলকটো উন্নয়ন ও অধ্যয়নৰ গুণ, অথবা পৰিশ্ৰম কৰিবা, অথবা স্বকীয় পৰিশ্ৰমলব্ধ দ্ৰব্যেৰ বিনিময়ে, অল্প সামগ্ৰী ভোগ কৰিবা, জীৱন সংগ্ৰামে প্ৰতিষ্ঠালাভ কৰিত হয়। এই নিমিত্ত কেহ বা সামগ্ৰী উৎপন্ন কৰিতেছে, কেহ বা উৎপন্ন সামগ্ৰীকে ৰূপান্তৰিত কৰিতেছে, কেহ বা ঐ জটিলকৈ অল্প স্থলে লটবা গিবা অথবা অধিক কাল মজুদ ৰাখিবা অধিক মূল্য যুক্ত কৰিতেছে, কেহ বা ঐ সকল সামগ্ৰীৰ গ্ৰাহক সংগ্ৰহ কৰিবা দিতছে, আৰাৰ কেহ বা একালতী বা চিৰিংসা কৰিবা

বা বিজ্ঞানান প্রভৃতি কার্যেব বিনিময়ে অর্থলাভ কবিতোছে । ফলতঃ যে ব্যক্তি যে পৰিমাণ সামগ্ৰীভোগ কবিতোছে, উহা তাহাব পৰিশ্রমেব বিনিময়ে লাভ কবিতোছ ।

যদিও আমবা পৰিশ্রমেব বিনিময়ে ভোগেব নিমিত্ত অল্প ধন সামগ্ৰী প্রাপ্ত হই বটে, তথাপি ধন ভোগেব কোন নিয়ম পালন না কবিলে আমাদেব উপার্জিত অৰ্থেব মিতব্যয় কথা হয় না । মিতব্যয় একপ্রকাব বায়েব নাম, মিতব্যয় বলিতে সঞ্চয় বুঝাব না । অল্পকাল ভোগসাধ্য সামগ্ৰীৰ অধিক ব্যয়েব নাম অমিতব্যয় । নিতান্ত আবশ্যক এবং অপৰিহার্য সামগ্ৰী বিশেষ, যাহাব ভোগান্তে শৰীবেব বল, স্বাস্থ্যেব উন্নতি, এবং মানসিক উন্নতি হয়, অথবা যাহা সম্পত্তি ৰূপে পৰিণত কবা যাইতে পাবে, পৰিশ্রমোৎপন্ন ধনেব বিনিময়ে ঐ সকল সামগ্ৰী ভোগেব নিমিত্ত ব্যয় কবাৰ নাম মিতব্যয় । এই মিতব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়া কায়িক বা মানসিক পৰিশ্রম কবিলেই ধনাগম হইয়া থাকে ।

যাহাই কেন ঘটুক না কর্তব্য কন্ম কবিবে ।

বননাশেব সম্ভাবনা অথবা অপযাশেব সম্ভাবনা থাকিলেও কর্তব্য কন্ম কবিতো, কিংবা সৰ্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, প্রাণনাশেব সম্ভাবনা থাকিলেও কর্তব্য কন্ম কবিতো, সকলে সমর্থ নহেন । এই কাৰণে ঐ জাতীয় কর্তব্য কন্ম যাহাবা সম্পাদন কবিয়া গিয়াছেন, তাহাবা জগতে সকলেব ব্যবস্থা ও নমস্ত হইবাছেন । তাঁহাদেব কীর্তি লিপিবদ্ধ হইবা অক্ষয় হইয়াছে । এই জাতীয় কর্তব্য কন্ম কেবল অনন্তসাধাবণ নহে—অলৌকিক । অর্থাৎ এই জাতীয় কর্তব্যকৰ্ম্মেব অপালন তত দোষাবহ নহে, কিন্তু পালনে জগৎ চমৎকৃত হইয়া থাকে । যদি প্রাণপণে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা কবিয়া, অথবা অর্থব্যয় কবিয়া, অথবা অপৰে অপৰে বটাইবে এই ভয় না কবিয়া, কর্তব্য

পালনে অগ্রসব না হওয়া যায়, তাহা হইলে এ জগতে অনেককে নিন্দা ভাণন হইতে হয় না। অতএব প্রাণনাশেব আশঙ্কা যে বর্ষে আছে তাহা সম্পাদন কবিবা কর্তব্যাকর্ত্ব্য না কবিণে ত কেহই নিন্দা কবিলে না। এই শেষোক্ত বর্তব্য কর্ত্ব্য থাহাবা সম্পাদন কবিবা বরণীয় হইয়াছেন তাঁহাবা নিজ নিজ মহত্ব, অথবা ঐশ ভাবে অনুপ্রাণিত হইবা কর্তব্যপালন কবিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে যখন স্বর্গীয় নবব চন্দ্র কুণ্ডু ত্রৈণেব মধ্য হইতে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার কবিত্ত প্রাণ বিসর্জন কবিয়াছিলেন, তখন তাঁহাব অবর্তমান তাঁহাব মাতা পুত্রশোকাতুৰা ও তাঁহাব প্রিয়তমা পত্নী বিম্বা চটবেন, এবং তাঁহাব স্মৃতি চিত্ত বস্তু দেশবাসী ও সাহেব স্ত্রীবা সকলে চাঁদা সংগ্রহ কবিবন, এ সকল কথা কখনই তাহাব মনে তখন উদ্ভিত হয় নাই। যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি প্রাণ বিসর্জন কবিয়াছিলেন তাহাব জন্মট তিনি আজ দেশ পূজা। অল্প পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, সেট ত্রৈণেব নিবট অপব বাহাবা, পত্নী বিম্বা অথবা সন্তান সন্ততি আশ্রয় হীন চটবে ভাবিবা, প্রাণ বিসর্জনে পশ্চাৎগত হইয়াছিল, তাহাদেব ও বেত নিন্দা কবে না। অতএব যে কর্তব্য বৃত্তিসহায় পালিত হয় নাই এবং যাচা পালন না কবিলে নিন্দাভাজন হইতে হয় না, এবং পালন কবিলে জগতেব লোক চমৎকৃত হয়, তাহাট আদর্শ বর্তব্য পালন।

“প্রবল বৃষ্টিপাতে গোববডাঙ্গাব নিকটগর্তী ক্ষুদ্রবাধা যমুনা নদীব ছকুল ভাসিয়া গিয়াছিল। জলস্রোত খববেগে প্রবাহিত হইয়া নদীবক্ষেব ক্ষুদ্র সেতু ধ্বংস কবিয়াছিল। কিন্তু বেগওয়েকতৃপক্ষগণ সে সংবাদ জানিতে পাবেন নাই। গোববডাঙ্গা হইতে মছলন্দপুৰ পর্য্যন্ত সমস্ত বেলপথ ভাসিয়া গিয়াছিল, লৌহ বেগ উপবে ভাসিতেছিল, বেলেব নিয়ন্ত ইট পাথৰ ও বৃত্তিকা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহা কেত বলিতে পারব না।

সেদিন খুলনা হইতে একখানি ট্রেন দ্রুতবেগে সেই ভগ্নস্থান অভিমুখে আসিতেছিল । একজন ধীবর সেখানে মাছ ধবিত্তেছিল । সে শত শত লোকেব আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া গাড়ী থামাইবার জন্য আপনাব পবিত্রিত বস্ত্রখানা উর্ধ্বে উত্থোলন কবিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালন কবিত্তে লাগিল । ড্রাইভাব সঙ্কেত বুদ্ধিতে পাবিল না । গাড়ী দ্রুতবেগে আসিতে লাগিল । আৰ চুই তিন মিনিট মধ্যেই সমস্ত বাত্ৰীসহ গাড়ী নদীগর্ভে পতিত হইবে । ধীবর নিজেব প্রাণেব মাথা ভুলিয়া গেল, সে গাড়ীৰ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, এবং বস্ত্ৰ সঞ্চালন কবিয়া সঙ্কেত কবিত্তে লাগিল । ড্রাইভাব সম্মুখে একজন মাছুষ দণ্ডায়মান দেখিয়া, গাড়ী থামাইল । ধীবরেব ধৰ্ম্মবুদ্ধিতে শত শত লোকেব প্রাণবক্ষা হইল । ৩০।৪০ হাজাব টাকা মূল্যাব বেলগাড়ী বক্ষা পাইল । এই ধীবরেব সহনশক্তি ও প্রত্যাগমন মতিব তুলনা পৃথিবিব ইতিহাসে বিবল । ” *

পাঠানদিগেব কাবাগাৰে আবদ্ধ বাজ্জসিংহকে যখন কতলুখাঁব সেনা পতি ওসমান, কাৰ্ঘ্যসিদ্ধিব জন্য কাবামুক্তিব লোভ দেখাইয়া, অতীবোধ কবিয়াছিলেন যে, “বদি মহাশয় স্বয়ং সন্ধিব প্রস্তাববৰ্ত্তী হুযেন, তবে তিনি (মহাবাজ মানসিংহ) সন্মত হইতে পাবেন, ” তাহাতে জগৎসিংহ বলিলেন “আমি পিতৃ সন্নিবানে যাইতে অস্বীকৃত নহি ।” ওসমান বলিলেন “স্তনিয়া সুখী হইলাস, কিন্তু আবও নিবেদন আছে, আগনি যদি এক্রপ সন্ধি সম্পাদন কবিত্তে না পাবে, তবে আবাব দুৰ্গমধ্যে প্রত্যাগমন কবিত্তে অঙ্গীকাৰ কবিয়া যান ।” জগৎসিংহ বহিলেন “আমি অঙ্গীকাৰ কবিলেই যে প্রত্যাগমন কবিব তাহাব নিশ্চয় কি ? ” ওসমান হাসিয়া কহিলেন “তাহা নিশ্চয় বটে । বাজপুত্ৰেব যে বাবা লন্ডন চয় না, তাতা সকলেই জানে ।” বাজপুত্ৰ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন

“আমি অঙ্গীকাব কবিতেছি যে, পিতাব সহিত সাক্ষাতেব পবষ্ট হুর্গে প্রত্যাগমন কবিব ।” ওসমান কহিলেন “আব কোন বিষয়ও স্বীকাব করুণ, তাহা হইলেই আমরা নিঃশেষ বাধিত হই । আপনি যে মহাধীজ্ঞেব সাক্ষাৎলাভ কবিলে আমাদের বাসনাযুগ্মী সন্ধিব উদ্বোগী হইবেন, তাহাও স্বীকাব কবিয়া যাউন ।” বাজপুত্র কহিলেন “সেনাপতি মহাশয় ! এ অঙ্গীকাব কবিতে পাবিলাম না, দিল্লীৰ সত্ৰাট আমাদিগকে পাঠান জয়ে নিযুক্ত কবিয়াছেন, পাঠান জয়ই কবিব । সন্ধি কবিত নিযুক্ত ববেন নাই, সন্ধি কবিব না । বিদ্বা সে অনুবোধও কবিব না ।” ওসমানেব মুখভঙ্গিতে সন্তোষ এবং ছোভ উভয়ট প্রকাশ হইল, কহিলেন “যুববাজ ! আপনি বাজপুত্ৰেব জ্ঞাব উত্তৰ দিয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা কবিয়া দেখুন, আপনাব মুক্তিব আব উপায় নাই ।” জগৎসিংহ বলিলেন “আমাব মুক্তিতে দিল্লীধৰেব কি ? বাজপুত্ৰ কুলেব অনেক বাজপুত্ৰ আছে ।” বাস্তবিক পক্ষে এক দিকে কাবাবাস ঘটনা চাইকি প্রাণনাশ, অপব দিকে কৰ্ত্তব্য পালন, ইহা কি প্রশংসনীয় নহে ? অবজ্ঞা প্রশংসনীয়, তথাপি ইহা প্রথমোক্ত বা দ্বিতীযোক্ত কৰ্ত্তব্য পালনেব সমান হইতে পাৰে না । কাবণ জগৎসিংহ দিল্লীধৰ কৰ্ত্তব্য পাঠান দমন কবিবাব জন্তই নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাব বৃত্তিহুত্রে কৰ্ত্তব্য অপালনে দোষ হইত ।

বিপদ সংকুল পথে বা কৰ্ম্মে যাহাবা নিযুক্ত, তাহাদেব মধ্যে অনন্ত-সাধাবণ কৰ্ত্তব্য পৰায়ণতাৰ অধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । এই কাবণে সৈনিক ও নাবিকদেব মধ্যে কৰ্ত্তব্যপৰায়ণ অনেক মহাপুরুষেব কথা শুনিতে, পাওয়া যায় । যুদ্ধ ঘটিলেই উভয় পক্ষেবই সৈন্তক্ষয় হয়, এবং যাহাবা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে তাহাবা যে কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম কবে নাই একথা কেহ বলিবে না । তথাপি জয়িপক্ষেবা অধিকতৰ কৰ্ত্তব্য পৰায়ণ বলিয়া খ্যাতি লাভ করে । ট্রাফেলগাব যুদ্ধে নেন্সন সঙ্কেত দ্বাৰা নিজপক্ষীয়

রণতবী সমূহেব নৌ সৈনিকদেব জানাইলেন “উংলও আশা কথেন যে সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন কবিবেন।” ইহাতে নেলসনেব কর্তব্য জানেব পবিচয় পাওয়া যাইতেছে, অধিকন্তু কর্তব্য কল্প সম্পাদন কবিলে যে তৃপ্তি ও ক্ষম্যেব প্রসন্নতা লাভ কবা যায়, তাহাও নেলসনেব শেষ উক্তি হইতে উপলব্ধি কবা যায়। এট হৃদয় স্বীয় পক্ষেব জয়লাভ হইয়াছে শুনিয়া তিনি বলিবাছিলেন “ভগবৎ কৃপায় আমি যে কর্তব্য পালন কবিত্তে পাবিয়াছি ইহাৰ জন্ত তাঁহাকে প্রণাম কবি।” যখন উভয় পক্ষেই সেনা নিহত হইয়াছিল, তখন উভয় পক্ষে কর্তব্যেব ত্রুটি হয় নাই বুঝিতে হইবে, তবে জয় পথান্তর সৈন্তাধ্যক্ষব কোশলেব উপব নির্ভব কবে। কিন্তু আমবা যখন দবাসীদীব লাটুব দৌবাণেব বিবয় চিন্তা কবি, তখন তাহাকে শীর্ষস্থান দিয়া থাকি, কাবণ সে গিবিসকটেব মধ্যদিয়া শত্রুপক্ষ অষ্ট্রিয়ান্ সৈন্ত দবাসীদিগকে আক্রমণ কবিত্তে আসিত্তে ছিল, সেই স্থানেব সম্মুখ ভাগে দবাসীদিগেব ভার্গব লোকদেব সতর্ক কবিত্তে আসিয়া লাটুব যে বীৰত্ব ও কর্তব্য পবায়ণতাৰ দৃষ্টান্ত বাখিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতে বিবল। একাকী দুর্গবক্ষা কবিত্তে কেহ তাঁহাকে আদেশ দেন নাই, কর্তব্যপবায়ণতা তাঁহাকে দুর্গবক্ষাব ভাব অর্পণ করিয়াছেন। লাটুব আসিয়া দেখিলেন যে, বিশাল সেনাদলেব আগমন বার্তা শুনিয়া দুর্গস্থ দবাসী সৈন্ত পলায়ন কবিয়াছে, অগত শত্রুদিগেব গতি কিছু কালের নিমিত্ত রোধ না করিলে, পরে তাহাদিগকে পবাস্ত করা কঠিনতর হইবে। অতএব আদিষ্ট না হইলেও লাটুব একাকী এই কার্য সম্পাদনে ব্রতী হইলেন। তিনি দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া কতকগুলি পাথর খণ্ড স্থাপন কবিলেন, বন্দুকেব স্থানে গুলি বারুদ ভরিয়া বন্দুক স্থাপন কবিলেন, এবং নিশাপনে সৈন্তগণেব পদক্ষেপ শুনিবা মাত্র বন্দুক ছুড়িলেন। অমনি শত্রুগণ গতি রুদ্ধ হইল—চিন্তার কাবণ উপস্থিত হইল। খাশ্মশলিব

গিবিসঙ্কটে অসংখ্য পাবস্ত্র সেনাব স্বেচ্ছা হইয়াছিল, অতএব যে স্থানে চুই বা তিন জন কবিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিতে হয়, তথায় অতি সাবধানে অগ্রসব হইতে হয়। এই কাৰণে অষ্টীয়ান্ সেনাপতি শত্রুপক্ষকে আত্ম-সমর্পণ কবিত্তে বলিলেন। লাটুব উত্তর দিলেন “প্রাণ থাকিতে সমর্পণ কবিব না।” অমনি অষ্টীয়সৈন্য অগ্রসব হইল ও লাটুবের গুলিবর্ষণে প্রত্যাঘাতন কবিল। আবার একবার শত্রুপক্ষের চোঁটা হইল ও অনেক সৈন্য হত হইল। এইবার পুনরায় শত্রু সেনাপতি, আত্মসমর্পণ কবিলে প্রাণহানি কবিবেন না, বলিয়া পাঠাইলেন, এবং একা একশ, লাটুব, পব দিন প্রাতে সশস্ত্রে যাইবার অনুমতি পাইলে, আত্মসমর্পণ কবিবেন বলায়, সেনাপতি স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পবদিন প্রাতে শত্রুপক্ষ কেবলমাত্র লাটুবকে বহির্গত হইতে দেখিয়া আপনাদের ভয় বৃদ্ধিতে পাবিলেন। বাহা হউক যে কাৰ্য্য কবিত্তে লাটুব আদিষ্ট হয়েন নাই, আজ মাতৃভূমি প্রতি কর্তব্যের অনুবোধে তাহা সম্পাদন কবিলেন। তিনি এই দুঃসাহসিক কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলেও কেহ তাহাব অপবশ কবিত্ত না, কিন্তু তাহাব কর্তব্য পালনে জগৎ চমৎকৃত হইল।

এইবার আমবা অন্ত প্রকাৰ কর্তব্যের কথা বলিব। অর্থাৎ অর্থ-নাশের বা মানচানিব প্রতি ক্রক্ষেপ না কবিয়া, দেশের বা অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম সম্পাদনাব নিমিত্ত, অথবা নিজ বিচাব শক্তিতে বাহা করা উচিত, তাহা কবিত্তেই হইবে বলিয়া যে কর্তব্যপবায়ণতা পবিলক্ষিত হয়, তাহাবই কথা বলিব। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগব মহাশয় কর্তব্য কৰ্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিবে ভাবিয়া সবকাৰী কার্য্যে ইন্তদা দিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হইতে পারে যে, বোধ—হয় পুস্তকাদি লিখিয়া তিনি অধিক অর্থ উপার্জন কবিবেন বলিয়াই বৃথি এইরূপ কবিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাব সমস্ত উপার্জিত অর্থ যখন দেশ-হিতকব দানে ব্যয়িত হইল, তখন বৃদ্ধিতে হইবে যে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগব

মহাশয়ের পদত্যাগ কেবল দেশের উপকার কবিবার অধিকতর সামর্থ্য লাভ কবিবার হেতু মাত্র ।

• প্রবাদ আছে,—গিৰাসউদ্দীন একদা শবচালনা অভ্যাস কবিবার সময় হঠাৎ একটি দুঃখিনী বৃদ্ধার পুত্রকে শববিদ্ধ ও মৃত ববিয়াছিলেন । বৃদ্ধা স্নানতানের বিব্রুদ্ধে কাজিৰ নিবট অভিযোগ কবিল । কাজি জ্ঞাননিষ্ট ছিলেন । স্বয়ং বাজা অপবাহী ইহা জানিয়াও তিনি যথাশাস্ত্র বিচার কবিত্তে সঙ্কল্প কবিলেন এবং দৈবাৎ নবহত্যা কবিলে তৎকালে যে অৰ্ধদণ্ডেৰ ব্যবস্থা ছিল, বাজাকে তাহা দিতে বলিলেন । বাজাও হিরুস্তি না কবিয়া নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান কবিলেন এবং বিচাৰালয় হইতে চলিয়া যাঁইবাব সময় কাজিকে সম্বোধন পূৰ্ব্বক কহিলেন “এই তববাবি দেখিতেছেন, প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলাম, আজ যদি বাজা বলিবা আপনি আমাকে বিনাদণ্ডে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলে ইহাৰ আঘাতে আপনাৰ শিবশ্ছেদ কবিব” । এই কথা শুনিয়া কাজিও নিজেৰ পবিচ্ছদেৰ অভ্যস্তৰ হইতে একখণ্ড বেত্র বাতিব কথিবা বলিলেন “এই বেত্র দেখিতেছেন, প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলাম আপনি যদি আমাৰ আদেশ প্রতিপালন না কবেন, তাঁহা হইলে স্বহস্তে এই বেত্রাঘাতে আপনাৰ দেহ খণ্ড বিখণ্ড কবিব” । আজ আন্দেব উভয়েবই কঠোৰ পবীক্ষা হইয়া গিয়াছে, এবং ভগবানেৰ কৃপায় আমবা উভয়েই এই পবীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হইয়াছি ।*

এই শেষোক্ত টদাহরণ হইতে প্রতীতমান হইতেছে যে, যিনি জীবনেৰ যে কোন বৃত্তিই অবলম্বন করণ না, তাহাকে সেই বৃত্তি—অমুখ্যায়ী কর্তব্য কর্ত্ত সম্পাদন কবিত্তে হইবে । অতএব সামান্য ভৃত্য হইতে আফিসেৰ কর্ত্তা, সৈনিক হইতে সেনাপতি, নাবিক হইতে জাহাজেৰ বাগ্ধেন ইত্যাদি

কৰ্ম্মস্থত্রে আবদ্ধ সকল ব্যক্তিরই যাহা কৰ্ত্তব্য, তাহা সৰ্ব্বতোভাবে পালন কৰা উচিত। সংসাৰে, সমাজে, সাম্রাজ্যে এবং বিজ্ঞালয়েও এক এক ব্যক্তির এক এক বিষয়ে এক এক প্রকার কৰ্ত্তব্য নির্দিষ্ট আছে। “কিন্তু আশ্চৰ্য্যেৰ বিষয় এই যে “কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম বলিয়া আমাৰ পালন কৰা উচিত” এভাবে অল্পপ্ৰাণিত হইয়া কয়জন তাহাদেৰ কৰ্ত্তব্যপৰায়ণতাৰ পৰাকাষ্ঠা দেখায়? যদি কৰ্ম্মচাৰী বিনা শাসনে তাহাৰ কৰ্ত্তব্য সম্পাদান কৰিত, এবং আদিসেৰ কৰ্ত্তা সৰ্ব্বদাই আকিসেৰ ও কৰ্ম্মচাৰীদেৰ মঙ্গল সাধনে অনন্তমনে অধিক সময় ক্ষেপণ কৰিতেন, কি যুদ্ধ সময়ে, কি শান্তিৰ সময়ে, যদি সৈনিক সমস্ত বিষয়ে, সকল আজ্ঞা পালন কৰিত, এবং সকল সেনাপতিই যযাৰাধা দেশেৰ ও সৈনিকদেৰ মঙ্গল সাধন কৰে অল্পপ্ৰাণিত হইতেন, যদি প্ৰত্যেক নাৰিক কি নিৰাপদ কি বিপদেৰ সময়, সমভাবে শাসনেৰ বশবৰ্ত্তী হইত, ও জাগাজেব কাপ্তেনও তাহাদেৰ, যাজীদেৰ ও মালিকেৰ স্বার্থেৰ দিকে অধিক দৃষ্টি ৰাখিতেন, যদি সংসাৰে সকল মাতা পিতা, সকল পুত্ৰ কন্যা, সকল গুরুজন ও সেবক জন, শিক্ষক ও ছাত্ৰ, বাজা ও প্ৰজা, তাহাদেৰ স্ব স্ব কৰ্ত্তব্য পালন কৰিতেন, তাহা হইলে এত গগুগোল ও গোলবোগ, এত সাংসাৰিক, সামাজিক, বিজ্ঞালয় সংঘটিত ও ৰাজনৈতিক অসন্তোষ ও অতৃপ্তিৰ আৰ্ত্তনাদে জগৎ আলোড়িত হইত না। অতএব বিৰল ও অলৌকিক কৰ্ত্তব্যপৰায়ণতা ত পৰেৰ কথা, নিত্য যাহা কৰ্ম্মস্থত্রে, বা সংসাৰস্থত্রে, বা বিজ্ঞালয় স্থত্রে, বা সাম্রাজ্য স্থত্রে, যে কৰ্ত্তব্য পৰায়ণতাৰ আবশ্যকতা অনুভূত হয়, তাহা যদি পৰিদৃষ্টমান হইত, তাহা হইলে এজগতে স্বৰ্গস্থ অমৃতভব কৰা যাইত। যে দেশেৰ লোক যে সময়ে যে বৃত্তিতে বা যে সম্বন্ধে যেকুপ কৰা উচিত, তাহা যদি পালন কৰেন, তাহা হইলে সে দেশ ধন্য, সে দেশেৰ গৃহস্থ, সামাজিক ব্যক্তি, ভৃত্য, কৰ্ম্মকৰ্ত্তা ইত্যাদি সকলেই ধন্য।

দীৰ্ঘ সূত্রতা ।

To-morrow and to-morrow and to morrow,
Creeps in this petty pace, from day to day,
To the last syllable of recorded time ,
And all our yesterdays have lighted fools,
The way to dusty death”

“আজ থাক কাল কবিব” বলিয়া অবশ্য কর্তব্য কর্ম অসম্পাদিত রাখাব নাম দীৰ্ঘসূত্রতা, এবং আলোচনা না কবিয়া পবিণাম না না ভাবিয়া কার্যো হস্তক্ষেপ কবাব নাম অবিমূশ্ণকাবিতা । অতএব দীৰ্ঘ-সূত্রতাও যেকপ দোষ অবিমূশ্ণকাবিতাও সেইরূপ দোষ । এই নিমিত্ত পাছে দীৰ্ঘসূত্রী বলে বলিয়া অনেকে আলোচনা পূৰ্বক পবিণাম ভাবিয়া কার্য কবিতেন সময় লগেন না এবং পাছে লোকে অবিমূশ্ণকাবী বলে ভাবিয়া “আজ থাক কাল কবিব” বলিয়া অনেকে নিজ বৃত্তি অহুযায়ী অবশ্য কর্তব্য কর্ম অসম্পাদিত বাধেন । বাস্তবিক এই ভুল বিশ্বাসেব বা অভ্যাসেব মূলে আলস্য অথবা শ্রমবিমুখতা । কার্যসম্পাদন কবিতেনে যেকপ পবিশ্রম আবশ্যক, সেইরূপ কার্য আবশ্য কবিবাব পূৰ্বে উহাব ফলাফল আলোচনা কবিতেনে মানসিক পবিশ্রম আবশ্যক । এই পবিশ্রম কবিতেনে যাহায়া কাতব তাহাবাই দীৰ্ঘসূত্রী, তাহাবাই অবিমূশ্ণকাবী । বাস্তবিক পক্ষে যাহাদেব প্রাত্যহিক আহাবেব নিশ্চিন্তা আছে, তাহাদেব মধ্যে অনেকেই অল্লাধিক পবিমাণে অলস । প্রথমতঃ তাহাবা চিন্তা কবিতেনে অনিচ্ছুক, দ্বিতী-য়তঃ যাহা চিন্তা কবিয়াছেন, তাহা যাক্ত কবিতেনে ততোধিক অলস, এবং শেষতঃ কার্যো পবিণত কবিতেনে আবণ্ড অলস । অনেকে আবাদ প্রতিবাদ ভয়ে অথবা অবকাশ সময় সংজ্ঞিত হইবে ভাবিয়া কর্তব্য কর্ম সম্পাদন না কবিয়া ফেলিয়া বাধেন ।

কতকগুলি কার্য আছে যে সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে “অন্ত যাহা কবিত্তে পার কলাকাৰ জন্ত তাহা কেলিয়া বাখিও না” । আৰাব কতকগুলি কাৰ্য্য আছে যে সম্বন্ধে “সবুৰে মেওয়া কলে” বলা যাইতে পাৰে ।* যে সকল কৰ্ম্ম, বৃত্তিহুত্ৰে নিত্য যথা সময়ে কৰা উচিত, সে কৰ্ম্ম না কৰিলে দোষেৰ হয় । ইন্ধুলেৰ বালক যদি নিত্যকাৰ পাঠ অভ্যাস না কৰিয়া পৰে কৰিয়া লঠৈ বলিয়া মনকে প্ৰবোধ দেয়, যদি উপস্থিত বাসনা পবিতৃপ্ত কৰিবাব নিমিত্ত পাঠে অবহেলা কৰে, তাহা হইলে শেষে কৃতকাৰ্য্য হইতে পাৰে না । নিত্যকাৰ পাঠ অভ্যাস কৰা তাহাব নিত্যকৰ্ম্ম, অতএব সে অন্ত যাহা কবিত্তে পাৰে তাহা যদি কলাকাৰ জন্ত কেলিয়া বাখে তাহা হইলে তাহাৰ কলা অনন্তকালো পৰিণত হইবে । পৰীক্ষাৰ সময় ও পৰে তাহাব আক্ষেপ হয়—কেন কলা কলা কৰিয়া কেলিয়া বাখিযা-ছিলাম । অথচ যে বালক তাহাব মত প্ৰতিভাবান্ নহে, দিবাৰাত্ৰ যে সমবেৰ যে কাজ সেট সময় তাগ সম্পাদন কৰিয়া আসিয়াছে, সেও অবলীলা ক্ৰমে পৰীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হয় । অনেক সময় আৰাব কলা কবিব কবিত্তে কবিত্তে পূজা বা ঐশ্বৰেৰ অবকাশে কবিব এইভাব উপস্থিত হয়, এবং পৰীক্ষাব পূৰ্বে পীড়া বা অজ্ঞান অতাবনীৰ বিপৎপাতে, ইচ্ছা থাকিলেও পাঠেৰ অবকাশ পাওয়া যায় না । যে সময়ে যে কৰ্ম্ম কৰা ভিন্ন অন্ত কৰ্ম্ম কৰা উচিত নহে, সে সময়ে সেই কাৰ্য্য কৰা উচিত এবং ‘সবুৰে মেওয়া কলে’ বলিয়া অপেক্ষা কৰা উচিত নহে । হয়ত ধান পাকিযাছে । সে সময়ে ধান না কাটিয়া আজ থাক কাল কবিব বলিয়া অপেক্ষা কৰা দোষ, কাবণ কে জানে হয়ত বিষম ঝড় আসিয়া “পাকা ধানে মই” হইতে পাৰে, অথবা বজা আসিয়া পাকা ধান গুলি জল নিমগ্ন কৰিত্তে পাৰে ।

যে সকল কাৰ্য্য বা মত প্ৰকাশ কৰা উচিত কিনা, এ সম্বন্ধে বিবেচনা কবিত্তে হইবে, সে সম্বন্ধে যদি কলাকাৰ জন্ত বাখিয়া দিলে দোষ না হয়,

তাহা ফেলিয়া বাখা আলস্তেব ফল নাও হইতে পারে । যে সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া অল্প ব্যস্ত হইয়া মত প্রকাশ করিব, কল্যা হরত আব একটা বিজ্ঞ অবগত হওয়ার, অল্প মত প্রকাশ কবিতে হইবে । যে কাণ্ড, বলের পুতুলের মত সম্পাদিত কবিতে হয় না, সে কর্মে কৃতকার্য হইতে হইলে তিনটা বিষয় আবশ্যক, যথা — আকাজ্জা অনুযায়ী বিরূপ ফল আশা কবা যাইতে পারে, কি উপারে অবলন কবা উচিত, এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সেই উপায় মত কার্যাবস্ত কবা । অতএব আকাজ্জা-অনুযায়ী ফলসম্বন্ধে, অথবা উপায় সম্বন্ধে, অথবা কার্যাবস্ত সম্বন্ধে, কিছু সমব লওয়া দোষেব বিষয় নহে । অনেক সময় বর্তব্য ও জ্ঞাযসঙ্গত স্বার্থেব মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, অথবা দুই প্রকার কর্তব্যেব মধ্যে কোনটা অগ্রে সম্পাদন কবা উচিত, এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অধিক সময় আবশ্যক হয় । একপ স্থলে বিলম্ব কবা অর্থে আলস্ত বুঝায় না । মহামতি কম্পতেব মতে “কাজ কবিবার নিমিত্ত চিন্তা কবিবে, অর্থাৎ চিন্তা কর্মেব মূলীভূত হওয়া উচিত, কিন্তু কর্ম সম্পাদনে যেন নির্দয়তা বা আত্মীয়তাৰ অভাব পবিলক্ষিত না হয় ।” অতএব ফল লাভ কবিতে অধর্মসঙ্গত কোন উপায় অবলম্বনেব আবশ্যকতা নাই । এ কাৰণে ধর্মসঙ্গত উপায় অবলম্বন কবিতে যদি বিলম্ব ঘটে, তাহা অবশ্য আলস্তসম্ভূত নহে । অনেক সময় হয় ত অতি বুদ্ধি বশতঃ উপায় নির্দ্ধাবণে বিলম্ব ঘটে । অতি বুদ্ধিমানেরা “বীশ বনে ডোম কানাব” মত হইয়া যান ।

ইচ্ছাব বশেই মানব কর্ম কবিতে উৎসুক হয়, এবং বিবেক মন্থন্যকে স্ত ও কু কার্যেব ভেদ কবিতে আদেশ কবিতেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে কি ফল হইবে, ইহা চিন্তা কবিবার নিমিত্ত অধিক সময় স্বেপণ কবিতে কোন আদেশই দেন না । একপ অনেক বিপদ আছে যেখানে আমাদের বিবেক ও সদস্য বিবেচনা কবিতে সময় দেয় না । হয়ত কোন পবমাস্ত্রীয়ে

কঠিন বোগ হইয়াছে, অথবা কোন পোত বিপদে পড়িয়াছে অথবা বাড়ীতে দম্ভা আসিয়াছে, এস্থলে প্রতীকার চিন্তা প্রথমে বিবেচ্য। অতএব এই উপায় সম্বন্ধে অগ্রসর হইয়া উঠিলেও উহা অবিশ্রম্ভকাবিতা নহে।

একুপ কতকগুলি কার্য আছে যাহা সুযোগ ক্রমে আবদ্ধ হইলে সুফলপ্রসূ হয় এবং কুযোগে আবদ্ধ হইলে কুফল প্রদ হয়। এ জগতে অবশ্য কেহই কুফল প্রত্যাশা করে না। তথাপি একুপ অনেক লোক আছে যাহাবা হঠকাবিতাবশতঃ, অথবা অতি শীঘ্র সম্পদ লাভ কবিবার নিমিত্ত, ভাল মন্দ বিচার অথবা সুযোগের অপেক্ষা না কবিয়া কার্যাবস্ত কবে। কিন্তু “জোরাব আসিয়াছে, সুবাস বহিতেছে, তখনই নৌকা ছাড়িয়া দিবে। নতুবা সুযোগ বহিষা গেলে সংসার সাগরে যাত্রা কবিলে, ক্রেশময় পক্ষে পড়িয়া, কতবার চড়ায় ঠেকিবে এবং পরিশেষে ভবিতব্যতার বশবর্তী হইয়া ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতে হইবে।” নদীতে জোরার যেকুপ সকল সময়ে সমান থাকেনা সেটরূপ জীবনেও সকল সময় সুযোগ উপস্থিত হয় না। এবং এক জোরাব বৃথা চলিয়া গেলে কুবেরের বড় ভাণ্ডার অর্পণ করিলেও উহা আব কিবিধা পাওয়া যায় না। এ জগতে যাহাবাই ‘সবুবে মেওয়া ফলে’ বলিয়া সুযোগের নিমিত্ত সহস্র লোচনে অপেক্ষা কবিয়া পবে সুযোগ উপস্থিত হওয়ার উহাব সুবিধা গ্রহণ কবিয়াছেন তাহারাই বড় হইয়াছেন। যাহাবা অতি শীঘ্র বড় হইবাব মানসে কুযোগের কুবিধা গ্রাহ্য না কবিয়া কার্যে হস্তক্ষেপ কবিয়াছেন তাহারাই অন্ধকাৰে ঝাপ দিয়াছেন, কখন হরত অতি কষ্টে অবসানের আকর্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কষ্টে অগ্রসর হইতে ভীত হইয়াছেন এবং সমস্ত ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্রাঙ্গলি দিয়াছেন।

শুভকর্ষ কিন্তু শীঘ্রই সম্পাদন করা উচিত। যে কার্য করিলে নিজ সংসারের বা সমাজের বা দেশের বা সকলের মঙ্গল হয়, তাহা মনোমধ্যে

উদিত হইলেই সম্পাদন করা বিবেক, কাবল বাস্তব প্রথমে আমাদের মনে উদিত হয়, উঠা পবে নানা স্বার্থসম্বৃত আলোচনার বিকৃত-ভাবাপন্ন হইতে পারে।

পণ্ডিতবা নিম্না, তন্না, ভব, ক্রোধ, আলস্য এবং দীর্ঘশ্বাসকে পবিত্যাগ কবিত্তে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ।

— — —

আলস্য ।

এ ক্ষণাত আমবা দোষিত পাট, এক প্রকাব লোক আছে যাঁরাবা নিজ কর্তব্য কৰ্ম সম্পাদন কবিবাব নিমিত্ত কাৰিক এ মানসিক পবিশ্রম কবিব না অথচ প্রকাণ্ডে বা অপ্ৰকাণ্ডে অপবেব শ্রমলক্ষণাব ভাগিদাব হয় বা হটতে টক্কা কৰ, আৰ এক প্রকাব লোক আছে যাঁরাবা আল থাক্ কাল কবিব বলিয়া সম্পাদবিষয়ে অবাতলা কবিয়া উঠা অসময়ে সমাণা কৰ, অল্ল এক প্রকাব লোক আছে, যাঁরাবা মৰো মৰো বিশ্রাম কবেন অথচ বে সময়ে বে কৰ্ম সম্পাদন করা উচিত, অনন্তমানে তাহা সমাপন কবিত্তেছেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণকে আমবা অলস বলিব, দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিগণকে আমবা দীর্ঘশ্বাসী বলিব, এবং তৃতীয়োক্ত ব্যক্তিগণকে আমবা কৰ্মী বলিব। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদেব মৰো যাঁরাবা কাৰিক বা মানসিক পবিশ্রম না কবিয়া প্রকাণ্ডে অপবেব ধানব ভাগিদাব হয়, তাঁরাবা হয় ধনীলোকের পুত্র, না হয় ভিক্ষুক, না হয় দস্থ্য। এবা যাঁরাবা অপ্ৰকাণ্ডে অপবেব শ্রমলক্ষণাব ভাগিদাব হটতে টক্কা কৰে, তাঁরাবা চোব। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীৰ লোক পবিশ্রম কবিত্তে সমর্থ হইরে বলিয়া বিশ্রাম করে

এবং বিশ্রাম স্তম্ভ অল্পভব কবিত্তে পাবিবে বলিয়া পবিশ্রম কবে। যখন জড়জগৎতে বন্ধুশীল—তখন জীব জগতেও ত কথাই নাই। প্রাতিহিক আত্মানব নিশ্চিততা নাই বলিয়া উভব জীবজন্তু সৰ্ব্বদাই পবিশ্রম কবিত্তেছে। অতএব মনে হয়, পবিশ্রম কবিত্তা কৰ্ম্ম সম্পাদন কবাট যেন প্রকৃতি দেবীৰ কৰ্ম্ম-শক্তি।

অন্যেব মনে ধাবণা বে, পবিশ্রম না কবিত্তা যাচাবা বিশ্রাম কবিত্তে স্তম্ভ, তাচাবা না জানি কতট স্তম্ভী। কিন্তু এ জগতে চুঃখবাহিতা চলিত্তে স্তম্ভ অল্পভূত হয়। এবং কষ্টে চলিত্তে যখনই আমবা উত্তীৰ্ণ তট, তখনই স্তম্ভ কাচাক বলে তাচা অল্পভব কবিত্তে পাবি। পবিশ্রম কবিত্তেই বিশ্রামে স্তম্ভ অল্পভব কবা যাব, নাচং চিববিশ্রামে কোনও স্তম্ভ নাই। আলস্য বে কেবল স্তম্ভ নাই একপ নহে,—উহা নিদ্রা, তদ্বা, ভয়, ক্রোধ ও নীৰস্বত্বে নত একটা মহান দোষ। আলস্য অনন্ত নৈবাগ্ন। অনলস চলিব একমাত্র উপায় কৰ্ম্ম নিবত থাকা। এবং কৰ্ম্ম নিবন্ধ থাকিত্তে চলিল পবিশ্রম কবিত্তে চলিব। আলস্য থাকিলে পবিশ্রম কবিত্তে উচ্চা হয় না, এবং এজগতে এমন কোন সানর্গী না কৰ্ম্ম আছে, যাচা অন্যেব দ্বাৰা সম্পাদিত্ত চলিত্তে। সচবাচব তথিকসংখ্যক মানব কানিব পবিশ্রম কব। বি কানিব বি মানসিক নৈদস্ম্যা আলস্যসম্ভূত। এবং নৈদস্ম্যা চিব-অশাস্তি, নৈবাগ্ন ভব, এবং কষ্টেই স্তম্ভ। মহামতি কার্ল-টপ লিগিসাচন,—“পবিশ্রমে জীবন। বে বাক্তি প্রকৃত পক্ষে ও দক্ষীন্ত কবণে পবিশ্রম কব, তাচাব জ্ঞাব সৰ্ব্বদাই আশা জাগকব থাক, একমাত্র আলস্য চল অনন্ত নৈবাগ্ন। স্তম্ভবাং বে কার্গী তোমাব সাধা সেটটি জানিশা লও, এবং তৎসম্পাদনে তোমাব সমগ্র শক্তি নিবোগ কব। কার্গটে মন্তব্যাব সম্পদতা সাধিত্ত হয়। শ্রম-সাধা অতি সামান্য কৰ্ম্ম ও বে মুহূর্ত্তে মন্তব্য প্রবৃত্ত হয়, সেই মুহূর্ত্তট তাচাব জ্ঞাবযাচুব তদ্বীচয

কল্প এক বিচিত্র ভাবে লয় শুরু হয়, তাত্ত্বিক ভাবিয়া দেখ। সংশয়, অভিধাৰ বিষাদ, পৰিতাপ, অমৰ্ষ, নৈবাজ্ঞ এই সমস্তই, যাচাৰা অৰূপ বিক্ৰম স্ব স্ব কাব্যানুষ্ঠান প্ৰবৃত্ত হাৰ্মন, তাহাদেৰ প্ৰাতোৰকট নিকট নিবন্ত চট্টা পাড। বে, তাহাৰ কাৰ্য্য সন্ধান বৰিষা লইত পাৰিষাছে সেট ধন্ত, সে যেন আৰ তথিক কৃতান্তৰ জ্ঞান প্ৰদাসী না হয়।”

যেৰূপ ব্যক্তি নিৰ্বিশেষ, সেউৰূপ জাতি নিৰ্বিশেষ কল্পকৰ্ত্তা ও দোষাবহ। যখন আলক্ৰান্তৰ পাবন্ত দেশ অধিকাৰ কানন, তখন সেট দেশেৰ লোকাদেৰ আচাৰ ন্যাবচাৰ দেখিবা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰেন যে “উচ্চাৰা জ্ঞাত নাই যে, আৰ্য্যপ্ৰিয়তা অপেক্ষা অধিকতৰ সেৱক পানি আৰ জগত নাই। কাষ্টেৰ জীবনই বাজাভাগ।” আমাদেৰ বচন কৰাণীস জীবনও অৱিশ্য আভ্যন্তৰীণ। উপাধাৰিকাৰে সম্ভাৰিত সম্ভাৰিত অৰূপকৰ্ত্তাৰ পৰ অৱিশ্য কৰিবা আনাদিগেৰ মৰ্যাদিত ব্যক্তি বা ফাৰিক পৰিশ্ৰমেৰ মৰ্যাদ। কেবল যে ভূগোলা গিৰাছন কল্প নাই তাহা ১২ টাৰ পূৰ্ণ অধিক সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিত পাৰিতন পৰিষা সন্ধান মানসিক পৰিশ্ৰমেৰ বিনিময়ে তজ্জাৰাস অৰূপিত কৰিত আজ পক্ষ্য বৎসৰ চইতে সমভাৰে ব্যস্ত চট্টাছন। কিন্তু আমবা পূৰ্ণ জলিবা যে, কল্পশীলা প্ৰকৃতি দেবী উচ্চা কৰেন না যে, তজ পৰিশ্ৰমকল্প কল্প কৰি নিবছিন্ন লাভ কৰি। তাই আজ চোশ তাহাৰাৰ, সমগ্ৰ জগৎ ওমূৰ্ণ এবং আমবা অধিক পাবশ্ৰম কৰিব কি মৰ্যাদীণীৰ কল্প কৰিব, কি পৰিষা কৰিব, তাহা আলোচনা কৰিবাৰ সময় উপস্থিত চট্টাছন।

এইবাৰ,—আলস্তই যে তাহাৰাবেৰ মন, তাহা এনিবা এনিবা চট্টা কৰিব। ভাৰতবৰ্ষে জাতিভেদ প্ৰথা প্ৰবৰ্ত্তিত পাবাৰ, ১০ - প্ৰণাযদেৰ মৰ্য্য প্ৰাৰ সকলকেই জাতিগত বৃত্তি শিষ্টা কৰিত হয়। অতএব শিষ্টাৰ অভাৱে আমাদেৰ কাৰ্যাগাৰ্হণি পূৰ্ণ হয় না। কাৰ্য্য-

পাবে উৎপন্ন ও প্রস্তুত সামগ্রী দেখিয়া আমবা সহজেই অনুমান করিতে পারি, এগুলি কেবল শিক্ষানবীশের নহে, বীতিমত হাতে কলমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাহায্যে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল লোক আলস্ত পরতন্ত্র বলিবা বিনা পৰিশ্রমে অপবেব শ্রমলব্ধ সামগ্রী প্রকাশ্যে বা অপ্ৰকাশ্যে লাভ করিবাব লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অবশেষে কাবাগাবে আবদ্ধ হইয়াছে। আলস্তব এমনই প্রভাব যে, তাহাদের মধ্যে অনেক কাবাগাব হঠতে মুক্ত হইয়াও পণবায় দস্থ্য বা চৌধা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে ও বাঙাঘাবে আনীত হইয়া বিচাৰককে বলিয়াছে যে, জেলখানাব প্রাত্যহিক নিয়মিত আচাৰেব নিশ্চিততায় তাহাবা এমনই মুগ্ধ হইয়াছে যে, পৰিশ্রম করিয়া নিজ কৰ্ম্ম অন্বেষণ করিতে তাহাবা বীতশ্ৰুহ।

ইংৰাজীতে একটী প্রবচন আছে যে, অলসেব মস্তিষ্ক শয়তানেব লীলা-ভূমি। স্কাইলস সাহেব বাৰ্টন হঠতে উদ্ধৃত করিগাছেন যে “আলস্ত, শবীবেব ও মনেব সন্ধানাশ সংঘটিত কবে, নানাবিধ অনর্থ ও অপকৰ্ম্মেব জন্মদাতা—সাক্ষী মড়াপাপেব একটী এবং শয়তানেব আশ্রয়। মনেব আলস্ত শবীবেব আলস্ত অপজা ভয়ানক। যেকুপ আবদ্ধ জলে পোকা মাকড় ও কৃপণ্ডাঙ্গাদি অনায়াসে বুঁকি প্রাপ্ত হয়, সেইকুপ অলসবাক্তিব মনে মন্দ ও কুৎসিত চিন্তা আবিপত্য বিস্তাৰ কবে ও আত্মাকে কলুষিত কবে।” এ জগতে অৰ্থে ট সমগ্র বাস্তব সামগ্রী ভোগ কবা যায়। অতএব কাহিক পৰিশ্রমে কাতব ধনী ব্যক্তিবা বাসনা ও বসনা পবিতৃপ্তকব অধিক সামগ্রী ভোগে এমনই নিজেব প্রবৃত্তিৰ দাস তব যে, শেষে স্বকীয় আত্মাকুপ প্রভূকেও শাস্তিদান অক্ষম হয়। অতিভোজনেব দলে ক্ষুধাব স্তম্ভেব অভাবে মুখাবাচক সামগ্রীতে রুচিহীন হয়ন। তখন স্বর্ণপাত্রে আনীত সামগ্রীও তিনি তৃপ্তি মহকাৰে ভক্ষণ করিতে পাবেন না। নিজ শবীৰভাব বহনে

তাহাবা অপাবক হবেন, সমস্ত জগৎ সমস্ত আনন্দ, তাহাদের নিকট বিবক্তিকর হয়, তাহাবা জীবন্মৃত হবেন। আবার ইহাদের মধ্যে যাহাবী মানসিক পবিত্রতায় বিভা বুদ্ধিলাভ করিতে অলস, তাহাদের ত কথাই নাই। সর্বদাই পাবব অপকাবে তাহাবা সুখানুভব করে। উক্তব পূর্ব চিন্তা কবিত্তে তাহারা ক্রেশানুভব কাৰ, অথচ বর্তমানে মনেব সুখ হইবে বলিয়া দাঙ্গা, চাঙ্গামা, প্রজাকে বাস্তভিট। হইতে বিভাডিত, প্রণয়ীকে দাম্পত্য সুখ হইতে নিচুত, বিধবাকে কুলবহির্গত, ইত্যাদি সমাজ—বিপ্লবকর কর্ম কবিত্তে তাহাবা মহাবাস্ত। একজন পণ্ডিত যথার্থটি চলিয়া গিয়াছেন “মানব অন্তঃকরণ জঁতাৰ সহিত তুলনা কবা যাইতে পাবে। জঁতাৰ মধ্যে শস্ত দিলে জঁতা উহাকেই চূর্ণ করে, কিন্তু শস্ত না দিয়া জঁতা ঘুবাটলে উহা আপনাকে চূর্ণ করে।”

যেমন ছুবাখাব ছলেব অসম্ভাব নাই, সেইরূপ অলসেব ও ছলেব অসম্ভাব নাই। যদি বিভালাষেব কোন বালককে জিজ্ঞাসা কবা যায়, “পাঠ কেন সমাপ্ত কব নাই?” তত্বত্তবে সে যে সকল কাৰণ দেখায়, তাহা অনেক সময় অকাটি বলিয়া অনুমিত হব। অলসেবা অনেক সময় পাছে পবিত্রম কবিত্তা সংবাদ গইতে হয় অথবা শবীব সঞ্চালন কবিত্তা কোথাও যাইতে হয় বলিয়া ভবিষ্যৎ-জ্ঞানীৰ ভাণ কবিত্তা থাকে। প্রচলিত ভাষায় বাল ‘বুডেব অর্ধেক গণৎকাব।’

বাস্তবিক পক্ষে অলসকে অতীত বন্ধনা কবিত্তাছে, বর্তমান ক্রেশ দিত্তেছে ও ভবিষ্যৎ ভীতি প্রদর্শন কবে। আলস্ত্র ষডদোষের একটি স্তত্ররাজি মর্কথা পরিত্যজ্য।

অতিবিক্ত ধনতৃষ্ণা ।

ধননাশ হইবে বলিয়া যেক্ষেব মত উপার্জিত ধনসঞ্চয় কবিয়া বাধা বা বাধিবাব প্রবৃত্তি এক কথা, এবং সংকারণে ব্যয় কবিবাব নিমিত্ত উপা-
 র্জনের আকাঙ্ক্ষা আব এক কথা । উপস্থিত সুখভোগ স্থগিত কবিয়া
 ব্যয়সংযমেৰ সাতাযো লোক ভবিষ্যৎ সুখেৰ নিমিত্ত উপার্জিত অর্থ
 সঞ্চয় কবিয়া থাকে । কিন্তু সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে বাধা দিয়া, অথচ
 ভবিষ্যৎ সুখেৰ আশা পৰিপোষণকল্পে যত না হউক, অর্থক উপাত্ত
 দেবতা কবিলে সমাজ উঠা অনুমানন কৰে না । সে ব্যক্তি সমস্ত
 জীৱনে অর্থ সঞ্চয়েৰ কাৰণ দেখাঠিতে অপাবক বলিয়া তাহাব অর্থবিষয়
 স্বতন্ত্ৰ মমতা সঞ্চকে সমাজ সুখ্যাতি কৰে না । অনেক কষ্টবাব অনুমান
 কৰেন, জীৱনধাৰণ অৰ্থোপাৰ্জনেৰ নিমিত্ত এবং অৰ্থোপাৰ্জন জীৱনেৰ
 মতঃ কৰ্ম্ম সম্পাদনেৰ নিমিত্ত । যাঁহাবা নৈতিক ও ধৰ্ম্ম জীৱন যাপন
 ক'বন, তাঁহাবা মাটিনলুপাবেৰ মত কেবল মাত্ৰ জীৱন বাৰণেৰ উপযুক্ত
 অর্থ উপাৰ্জনে কতক সময় নিৰূপিত কবিয়া অবশিষ্ট সময়, নীতি ও ধৰ্ম্ম
 প্ৰচাৰ কল্পে অতিবাহিত কৰেন । যাঁহাবা প্ৰতিপালন ও দান কৰিতে
 সমুৎসুক, তাঁহাবা স্বৰ্গীয় বিজ্ঞাসাগবেৰ মত অৰ্থোপাৰ্জন একটা প্ৰধান
 কাৰ্য্য বলিয়া বিবেচনা কৰেন এবং উপাৰ্জন কবিবাব উপযুক্ত হইতে চেষ্টা
 কৰেন । কিন্তু অৰ্থই যাঁহাদেৰ উপাত্ত দেবতা—অৰ্থেৰ বিনিময়ে নিতান্ত
 প্ৰযোজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিতে যাঁহাবা অৰ্থনাশ ভায় সঙ্কুচিত হ'য়েন—
 তাঁহাবা যে ঐ কাৰণে, অৰ্থাৎ অর্থ পূজা কৰিতে গিয়া জীৱনেৰ কতকগুলি
 কোমল বৃত্তিকে কঠিন কৰেন, দানকাতৰ হ'য়েন, বাৎসল্য প্ৰকাশ কৰিতে
 অৰ্থব্যয় থাকিলে, বাৎসল্য গোপন ক'বন, কিস্বা প্ৰথমে জদায় কোন সদ্ভূতি

জাগরক হঠলে পবে নানাবিধ হিসাব কবিয়া শেষে সে বিষয়ে অর্থনাশ ভয়ে হস্তক্ষেপ কবিতে এমন কি মনোমধ্যে আলোচনা কবিতেও কাতৰ হযেন, তাহাৰা সমস্ত জীবনে অর্থ সঞ্চয়ৰ কাৰণ দেখাটোতে অপাবক । তাহাদেৰ অর্থ “ন দেবায় ন ধৰ্ম্মায়” সঞ্চিত হয় বলিয়া তাহাদেৰ এই অর্থ-সঞ্চয়-বুদ্ধি কেহটো প্ৰশংসা কৰে না । কিন্তু ইহাদেৰ মধ্যে মিথ্যাবাদী বা কুনীতি-পৰায়ণ ব্যক্তি অধিক দেখিতে পাওবা যায় না । তবে ইহাদেৰ মধ্যে যাহাৰা ক্লপণ নামে অভিহিত হঠোত ইচ্ছা কৰে না, তাহাৰা সমাজ-ভংসনাৰ ভীত হঠয়া অনেক সময় মিথ্যা কথা বলে । ইহাৰা বাত্ৰিত অর্থ-মমতাৰ প্ৰদাপ নিৰ্কাণ কবিয়া উঠাব অল্প কাৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে, বন্ধুৰ বাটী নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য আহাৰ কবিয়া নিজ বাটীতে গদি কখন নিময়ণ কৰে, তাহা হঠলে বাজাবে মংগ্ৰ আসে নাই, ঘোষ চুগ্ধ দেয নাই, সন্দেশ ওয়ালাৰ দোকান বন্ধ ইত্যাদি অনেক অলীক কথাৰ ক্লপণতাৰ আবৰণ কৰে । ক্লপণ অৰ্গগুদেৰ কাহাবও কাহাবও এ ঘোষ লক্ষিত হঠলেও তাহাৰা নিতান্ত নিবীৰ এৰা একথা স্বীকাৰ কবিতৈ হঠবে যে, ক্লপণেৰ ধনেও জগতেৰ নানাবিধ মঙ্গল কাৰ্য্য সম্পাদিত হঠয়া থাকে । তাহাদেৰ ধন ব্যাঙ্কে জমা থাকিলেও কৃতকৰ্ম্মা লোকে ব্যাঙ্ক হঠতে অধিক সূদে ধাব কবিয়া অব্যবহৃত মূলধনেৰ সম্ভাবতাৰ কৰে ।

আমবা পূৰ্বে বলিয়াছি যে, সংযমী ব্যক্তিৰা উপস্থিত স্থথ ভোগ স্থগিত ৰাখিয়া ভবিষ্যতে স্থথেৰ নিমিত্ত ব্যয় সংযম কবিয়া ধন বৃদ্ধি কৰে । এ জাতীয় লোকেৰ বাহু আডম্বেৰ ব্যয় সংযম দেখিলে, কেহ তাহাকে দোষ দিবে না । পবন্ত এজাতীয় লোকেৰ সংসাৰে কদাপি অর্থক্ৰেশ অল্পভূত হয় না । ইহাৰ প্ৰথম কাৰণ, সংযমীৰ সংসাৰে নানাবিধ সামগ্ৰী ভোগ লালসাৰ অভাব হেতু অৰ্থেৰ অভাব বোধ হয় না, দ্বিতীয়তঃ যদি

কোন অভাবনীয় কারণে অর্থেৰ আৱশ্যক হয়, তাহা হইলে সঞ্চিত অর্থ হঠাতে সে অভাব পূৰণ হয় ।

অমুপযুক্ত বা অসংযমী এবং অমিতব্যয়ী ব্যক্তিৰ অর্থ লাগলী বৃদ্ধি পাইলে অৰ্থাগমেৰ নানাবিধ কুটিল বা নুতন পন্থা আৱিষ্কৃত হইতে থাকে । অশিক্ষিত বা অমুপযুক্ত ব্যক্তি অৰ্থগৰু হইলে, সচক্ষেই আত্ম বিক্রয় কৰিতে তাহাদেৰ বিধাবোধ হয় না । কিন্তু স্বৰ্গেৰ মত অমিতব্যয়ী ব্যক্তিৰ অৰ্থগৰুতা অমিতব্যয় কৰিবাব সামৰ্থ্য লাভেৰ জন্ম বুঝিতে হটবে । তিনি বন্ধু বান্ধবকে অনববত পান ভোজন কৰাটোত বড়ট ভাগবাসি তেন, যে কোন মূল্যে পুৰাতন পুস্তক, আলোখা ইত্যাদি ক্ৰয় কৰিতে ভাগবাসিতেন । সেই কাৰণে তিনি এত ঋণী হটবাছিলেন যে, সে ঋণ শোধ দেওৱাও অসম্ভৱ বলিয়া অনেকেৰ নিকট অৰুণমিত হইয়াছিল, কিন্তু ধৰ্ম্মভীৰু স্বৰ্গে য়েৰূপ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম সচকাৰে বহুবিধ জগৎ-প্ৰসিদ্ধ পুস্তক প্ৰণয়ন কৰিয়া গ্লণশোধ কৰিয়াছিলেন, তাহা জগতে চিৰপ্ৰসিদ্ধ । নৈতিক ধৰ্ম্মভীৰু ব্যক্তি অমিতব্যয়ী হটলেও পৰে সংযমী হটতে পাৱেন বলিয়া অৰ্থগৰু হটলেও অন্তায় ও ধৰ্ম্ম বিৰুদ্ধ পথ অবলম্বন কৰিতে পাৰেন না । ইংৰাজীতে বলে *Advance is first cousin to luxury* বাস্তবিক দেখিতে পাওৱা যায় যে, বিলাসিতাৰ সন্নিহিত অর্থ লাগসাৰ অতি নিকট সম্বন্ধ । অধিকন্তু, কৃত্ৰিম আবাস ও আনন্দেৰ কৃত্ৰিমতা ও লুকোচুৰি যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই মানসিক উচ্চতৰ বৃত্তিৰ লোপ পাটতে থাকে । একাৰণে অমিতব্যয়ী অথচ অসংযমী অৰ্থগৰুদেৰ নিকট আনক সময় অন্তায় ন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় । অধিকন্তু বিলাস পৰতন্ত্ৰ হটলে মানসিক বৃত্তি নিচয় অনেক সময় প্ৰথ হইবা যায় । কোথাৱ কষ্ট ও সহিষ্ণুতা অনোমধ্যে উচ্চস্থান অধিকাৰ কৰিবে, না তথাৱ মানব মন এতই নীচতা প্ৰাপ্ত হয় যে, অনববত মিথ্যা আবাস এবং উৰাৰ ক্ৰমিক পৰিবৰ্ত্তন, প্ৰিয়তম-বৃত্তি

বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । অমিতব্যয়িতা আত্মাব অতিশয় অনিষ্ট সাধন কবে, যেহেতু অমিতব্যয়-জনিত অর্থব্যয় কবিতে হইলে, যে প্রকারে হউক অর্থ উপার্জন কবিতেই হইবে ।

অনেকেব মনে ধারণা অমিতব্যয়ী না হইলে মহানুভব হওয়া যায় না । কিন্তু যাহাৰা অমিতব্যয় কবিতা মহানুভব বা দানশীল হইয়াছেন, তাঁহাৰা অনেক সময় জ্ঞায় ও কি কৰা উচিত বা অনুচিত, সে সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়াছেন । অন্ধেব মত এক ব্যক্তিৰ উপকাৰ কবিতে হঠবেট বলিয়া কাহাৰ অপকাৰ হইল বা কাহাৰ উপকাৰ কৰা হইল, এ সম্বন্ধে বিবেচনা কবিতে তাহাদেব অমতা থাকে না ।

অমিতব্যয়ী অর্থগ্ৰন্থী অসংযমী ও অনৈতিক হইলে, অতিবিক্ত ধনতৃষ্ণাত দ্বব চৰাই না, পবস্ত্র নানাবিধ অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন কবিতে তাহাৰ কুপ্পা হয় না । অনুচিত অর্থলালসা থাকিলে লোকেৰ ক্লিন্নপ দুৰ্দশা ঘটতে পাবে, মাস্‌স্‌ ক্রোশাস্‌ তাহাৰ উত্তম দৃষ্টান্তহল । ইনি একজন উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত লোকেৰ পুত্র । বোম্ব নগৰে একপ্রকাৰ বাজকীর উচ্চপদ ছিল, সম্ভ্রান্ত লোক না হইলে কেহই সেই পদ প্রাপ্ত হইতেন না । দেশীয় লোকেৰ বীতি, নীতি, আয়, ব্যয় প্রভৃতি পর্যা-লোচনা কবিবাব ভাব, তাঁহাবই উপবি অৰ্ণিত হইত । ক্রোশাসেব পিতা নিজগুণে এই পদ প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসেব ও পম্পেৰ সমকক্ষ হইয়াছিলেন । তাঁহাৰ অনেকগুলি সঙ্গুণ ছিল, কিন্তু এক অসঙ্গত অর্থতৃষ্ণাব প্রভাবে তাহাৰা মলিন ও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে । অতিথি সংকারে তাঁহাৰ বড অনুবাগ ছিল । দ্বাবস্থ ও শবণাপন্ন অতিথিকে তিনি কখন চাহ ও বিপন্ন কবিতে পাৰিতেন না । তাঁহাৰ বক্তৃতা-শক্তি বড বলবতী ছিল । তিনি বক্তৃতাবলে অনেক সময় স্বদেশেব মহোপকাৰ সাধন কবিতাছিলেন । তৎকালে বোম্বাবাঘো অম্বাজকত্ৰা বিবাজ কবিতেছিল, নিবপবাৰ

ব্যক্তিবাদে অপবাদী বলিয়া দণ্ডিত হইত, কিন্তু ক্রোশাস যুক্তিগত বচন পৰিপাটী দ্বারা বিচাৰকের মনে তাহাদিগের নির্দোষতা প্রমাণ কবাইয়া তাহাদিগের প্রাণবক্ষা কবিতেন। বিনয়নম্রতা গুণে তাঁহাব যথেষ্ট ছিল। তিনি একজন অতি উচ্চপদস্থ লোক হইলেও সামান্ত ব্যক্তির নমস্কাৰ গ্রহণ কবিয়া প্রতি-নমস্কাৰেও পবাস্থ্য হইতেন না। ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে ও তাঁহাব বিলক্ষণ বুৎপত্তি ছিল।

কিন্তু এতাদৃশ সঙ্গুণশালী হইলেও ধনের লোভে তিনি অশ্রদ্ধেয় কর্মেও লিপ্ত হইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। তিনি যে অধ্যাপকের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন কবিতেন, তাঁহাকে একটি উত্তম পবিচ্ছদ পবিধান কবিত্তে দিয়া পুনর্বার তাহা খুলিয়া লইয়াছিলেন। ক্যাটলাইন যখন বক্তৃত্ত করিয়া বোম নগরীৰ উচ্ছেদ সাধনে যত্ববান হন, তখন ক্রোশাসও অর্থগণেম্ব প্রত্যাশায় তাহাতে লিপ্ত হইয়াছিলেন। বোমেব বিপৎকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহাব সম্পৎকাল উপস্থিত হইত। বোমে একাধিপত্য সংস্থাপন কবিয়া সজা যখন সর্বস্ব আত্মসাৎ কবিতেন, ক্রোশাস ও তখন স্তবিধা পাইবা স্বল্পমূল্যে তাহা ক্রয় কবিয়া লইতেন। বোমেব গৃহ সকল কাষ্ঠ নির্মিত ও পক্পব অতি সন্নিহিত ছিল। একবাব অগ্নি লাগিলে বহুসংখ্যক গৃহ দগ্ধ হইয়া যাইত। অগ্নি লাগিলে যখন গৃহস্থগণ সর্বনাশেব ভয়ে হাহাকার কবিত, অর্থগ্ৰন্থ ক্রোশাসও তখন মনে মনে অত্যন্ত আত্মনন্দিত হইতেন। তিনি গৃহস্বামীদিগকে স্বৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া দয়মান ও তন্নিকটবর্তী অন্তান্ত গৃহ সকল ক্রয় কবিয়া লইতেন। তাঁহাব বহুসংখ্যক কর্মকাব, স্ত্রীবব, ও ভাস্কৰ ভৃত্য ছিল। তিনি ঐ সকল গৃহের জীর্ণ-সংস্কার কবিয়া ভাড়া দিতেন। ক্রোশাস পম্পি ও সিজাবেব সহিত বোগ দিয়া বলপূর্বক দেশ বিভাগ কবিয়া লইতেন। যখন তিনি পার্শ্ববাসিগণের সহিত যুদ্ধ কবিত্তে যাত্রা কবেন, তখন আটয়স

জ্ঞানকে তথায় বাইতে অনেক নিবেদন কবিয়াছিলেন । কিন্তু ক্রোশাস তাহাতে কর্ণপাত কবিলেন না । অবশেষে তিনি ক্রোশাসেব গর্ভস্তোত্র কবিকার জ্ঞান জ্ঞানমের বহির্গতবে ধূপ ধূনা জ্ঞানীয় দিয়া স্বীয় ইষ্টদেবতাব নাম উচ্চারণ কবিয়া অভিসম্পাত কবিত্তে লাগিলেন । বেগমে এইরূপ সংস্কার ছিল যে, অভিসম্পাত হইলে ভয় জন্মিবে, এবং ভয় জন্মিলে সঙ্কল্পিত বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে । প্রত্যাবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, অবশ্যে গন্তব্য স্থানে গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন । কিন্তু অবশেষে শত্রু কর্তৃক একটী বৃহৎ কালুকামর প্রাপ্তবো নীত হইয়া মগ্ন হই সৈন্ত নিহত হইলেন । ক্রোশাসেব মনলোভেই নিফলক বোম কলঙ্কিত হইয়াছিল । “লোভেই পাপ ও পাপেই মৃত্যু” এই চিহ্নস্তন প্রবাদটী যে সম্পূর্ণ সত্য হইয়াবান, ক্রোশাসেব জীবনই তাহাব প্রধান লাক্ষ্যস্থল ।*

স্বার্থপবতা ।

পদেব কর্ম বা উপকার না কবিলে তত্ত্বিনিময়ে কিছুই লাভ হয় না । অন্তএব স্বার্থপব ব্যক্তি লাভেব নিমিত্ত যে পদেব কর্ম বা উপকার করে না, একথা বলা যাইতে পারে না । সেইজন্য উপকার বা কর্ম কবিলে অর্থ বা কর্ম প্রত্যাশকাব পাইব, এভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যে কর্মসম্পন্ন হইব, তাহাব মূলে স্বার্থ নিহিত আছে । সুতবাং স্বার্থপর লোক, বিনিময়ে কিছু প্রাপ্ত না হইলে অথবা প্রাপ্তিব সম্ভাবনা না থাকিলে, পদেব কর্ম বা উপকার করিতে স্বীকৃত হয় না ।

স্বার্থপব ব্যক্তিব কিস্ত নিজস্ব অদুঃখই হয় । তাহাব নিজস্ব কিংবা পুত্রকলত্রের নিমিত্ত বর্তমানে স্বার্থে ভাব হয় বা লাভ

পাওয়া যাব, তাহাই সৰ্ব্বল চিন্তা করে, এবং এইরূপ চিন্তা কবিতে কবিতে তাহারা স্বার্থ ব্যতীত অন্তান্ত সমগ্রবিষয়ে অন্ধ হইয়া যায়। তাহারা একবার স্বার্থপর বলিষ্ঠ পৰিগণিত হইলে, অপব্যপব্যক্তিব সহায়ত্ব লাভে বঞ্চিত হয়। তাহাবা কোন প্রকারে চিন্তা কবিতে পাবে না যে, বর্তমানে প্রত্যাশকাৰ না পাইলেও কোন দিন অসময়ে উপকাৰ পাইতে পারে, অথবা উপকাৰ কবিতা প্রত্যাশকাৰ না পাইলেও একদিনেব ভক্ত মানব-জীবন সার্থক করিতে পাবে। জীবনেব স্বাভাবিক সংপ্রভুতিগুলি স্বার্থেব অবাচনাৰ এইরূপে ক্রমে ক্রমে হৃদয়ের কোমল-তব স্থান হইতে বিতাড়িত হওয়ায় স্বার্থপর ব্যক্তি, পদগোববে মত্ত হইয়া বিবেচনা কবে যে, তাহাব অধীন লোক অথবা উমেদাৰেবা, তাহাকে বিপদে আপদে সাহায্য কবিলে, এবং তাহারা উপকাৰ কবিলে প্রত্যাশকাৰ কবিবাবও আবশ্যক হইবে না। স্বার্থপর ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধাৰ কবিলে সে ব্যক্তি মনে কবে, নিশ্চয়ই ইহাৰ মূলে স্বার্থ নিহিত আছে, নচেৎ পৰ্য্যাপকতায় প্রশোদিত হইয়া লোকে কেন তাহাব উপকাৰ কবিলে? স্বার্থপর লোক ভদ্রতা বৃদ্ধিতে পাবে না। নিজেব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মন্দ অবস্থাব আত্মীয়ের বাটীতে মানাবিধ খাদ্য খাইয়া ও আদব আপ্যায়ন পাইয়া তাহাবা মনে কবে, “বোধহয় কোন স্বার্থ আছে, নচেৎ এব্যক্তি কেন এক্ষণ যত্ন কবিলে,” অথবা তাহাব অবস্থা উন্নত সেই নিমিত্ত বোধ হয় কোন সময়ে উপকাৰ পাইবে, এই ভাবিবা সে ব্যক্তি কাৰ্য্য কবিয়াছে। তাহাবা এমনই ইতৰ যে, সেই আত্মীয় তাহাব বাটীতে আসিলে, পূৰ্ব্বোক্ত কল্পিত কাৰণে প্রত্যাশকাৰ কবিতে হইবে ভাবিবা, তাহাকে সেরূপ অভ্যর্থনা ত কবেই না, পবন্ত তাহাকে যাহা কিছু খাতিব কবে তাহাও সেন “সবন্ধে ওজন কবা বিন্দু বিন্দু কুপা” দান কবিতেছে বলিয়া অনু-মিত হয়। তা বিক। স্বার্থপবেব ভদ্রতাও স্বতন্ত্র। অনেক সময় ভদ্র-

তাৰ হিচাবে ইহাৱা, “আমাৰ বাটীতে তিনি আসিযাছিলেন, অতএব
তাঁহাৰ সহিত আমাৰ একবাৰ দেখা কৰা উচিত” এই ভাবিৱা স্বার্থপৰ
ব্যক্তিৰ বাটীতে যদি কেহ দেখা কবিত্তে আইসেন, তাহাতেও ভিন্ন আভিমত
আছে অনুমান কৰিৱা স্বার্থান্ধ ব্যক্তি কিছুই দেখিতে পায় না । ইহাৰা যে
কেবল বায় কবিৱা আতিথেয়তা প্ৰত্যাৰ্পণ কবিত্তে কাতৰ এৰূপ নহে,
চক্ষু থাকিত্তে ইহাৰা চক্ষুহীন, অভদ্র, দ্বণিত । ইহাদেৰ ছায়া স্পৰ্শনেওদোষ ।
কি লজ্জা ও ক্ৰোধেৰ কথা । স্বার্থপৰতা হইতে অৰ্থগ্ৰন্থতা, ভদ্ৰতাৰ অভাব,
প্ৰতাপকাৰে কাতৰতা এবং কদয়েৰ নীচতা । তাহাদেৰ মতে অৰ্থই যখন
সকল সুখ ক্ৰয় কবিত্তে পাৰে এবং সকল দুঃখ অগনোদন কবিত্তে পাৰে,
তখন জগতেৰ, সমাজেৰ, আত্মীয়েৰ ভাল মনে উদাসীন হইয়া যে কোন
উপায়ে কেবল অৰ্থ উপাৰ্জন অথবা স্বকীয় বৃত্তিগত অবস্থাৰ উন্নতি
কবিত্তে পাৰিলে জগতে সুখী হওয়া বাটবে । এ আত্মীয় লোক ক্ৰমে
ক্ৰমে নিজ সংসাৰেৰ পৰিজন ও পোষাবৰ্গ হইতে বিচ্যুত হইতে থাকে,
এবং নিজ জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্ৰাতা ভগিনী, এমনি কৈ শেষে নিজ জন্মদাতাক
বা গৰ্ভধাৰিণীৰ ক্লেশ, যাৰা অৰ্থ বা সামৰ্থ্য বা দুইট মূখেৰ কথাগও অপ-
নোদিত হইতে পাৰে, সে বিষয়ে চেষ্টাকৰাও স্বার্থোন্নতিৰ পৰিপন্থী
বলিয়া তাহাৰা বিবেচনা কবিত্তে থাকে । তাহাদেৰ ইচ্ছাহয়, কলিকাতাৰ জ্বায়
মহানগৰীতে পৃথক ভাবে থাকিৱা আত্মোন্নতিৰ পথ অনুসন্ধান কৰে ।
কিন্তু এই অদূৰদৰ্শী ব্যক্তিৰা একবাৰও ভাবে না যে, তাহাৰ অকালে
মৃত্যু হইলে তাহাৰ বিধবা স্ত্ৰী বা অপোগণ্ড পুত্ৰ কন্তাৰ জন্ত আন্তৰিক
কাতৰতা প্ৰদৰ্শনেৰ নিমিত্ত, তিনি কাকাকেও বাখিৱা গেলেন-কি না ।
অধিকন্তু তিনি একবাৰও মনে কবিলেন না যে, তিনি যে আদৰ্শ বাখিৱা
গেলেন, তাহাবই হীনপ্ৰভাৰ মুগ্ধ, গুণাৰ নিজপুত্ৰ, অৰ্থোপাৰ্জনে সমৰ্থ
হইলেই, নিজ গৰ্ভধাৰিণীৰ কিংবা ভ্ৰাতা ভগিনীৰ বষ্ট অপোনদনেৰ নিমিত্ত

তিলান্ধিও চিত্তান্বিত হইবে না। সজ্জিত গৃহেব, হাল ফ্যাসনেৰ পোষাক পৰিচ্ছদের, খাট, পালঙ্ক, চিকুৰ ইত্যাদিৰ, নিত্য নব অভাব পূৰণেৰ নিমিত্ত তাহাদেৱে এতই অৰ্থেৰ আবশ্যক হয় যে, নিতান্ত নিকট আত্মীয়কে হুই পাঁচ টাকা দেওয়া অতিশয় ক্লেশকৰ বলিষ্ঠ বোধ হয়।

এই স্বার্থপৰ ব্যক্তি, সকল বিষয়ে হিসাব কৰিবা কৰ্মে হস্তক্ষেপ কৰে এবং সেই কাৰণে সৰ্ব্বস্তি প্রণোদিত কোন কৰ্মে নিজ স্বার্থেৰ কিছুই জাগ কবিত্তে ইচ্ছা কৰে না। যাহাব দ্বাৰা মাতা পিতাব, ভ্রাতা ভগিনীৰ, নিকট-আত্মীয়, কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীৰ উপকাৰ সাধিত হয় না, তাহাব দ্বাৰা অপৰেৰ বা দেশেৰ কোন উপকাৰই সাধিত হয় না। তাহাব কোন কৰ্মই সম্পৰ্বেৰ মঙ্গলেৰ হেতুভূত বলিয়া অনুমিত হওয়া সম্ভবপৰ নহে। তাহাৰ সকল অনুষ্ঠানই স্বার্থসিদ্ধিৰ নিমিত্ত কৰিত হইয়াছে বলিয়া সকলেই তাহাৰ নিকট হইতে দূৰে থাকিতে ইচ্ছা কৰে, অথবা তাহাব কোন কৰ্মে যোগদান কৰিতে সম্মত হয় না।

আমাদেৰ দেশেৰ লোক আজিকালি অতিশয় স্বার্থপৰ হইয়াছে। সকলেই যদি নিজেৰ লইয়া সকল সময়ই সবিশেষ আগ্ৰহান্বিত হয়, তাহা হইলে সমগ্ৰেৰ জন্ত কে চেষ্টা কৰিবে? আমাদেৰ এই নিমিত্ত এমনই ধাৰণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সাধাৰণেৰ ও সমগ্ৰেৰ নিমিত্ত যেন বাজাকেই সকল বিষয়ে অনুষ্ঠান কৰিতে হইবে, এবং যদি কেহ লাট সভায়, নিজে কোন অনুষ্ঠানে যোগদান না কৰিয়াও সভ্যৰূপে কেবল কথাই কোন উপকাৰেৰ নিমিত্ত আগ্ৰহ দেখান, তাহা হইলেই বুঝি যথার্থ স্বার্থত্যাগ কৰিলেহ। আজ কমপুৰুষ হইতে আমবা নিতান্ত স্বার্থপৰ বলিয়া অনুবদনী হইয়াছি। যদি আমবা প্ৰত্যেকে স্বার্থশূন্য হইয়া দৃষ্টি হইতাম, তাহাহইলে এক এক ব্যক্তিৰ কাৰ্য্য পৰম্পৰাৰ ফলসম্পত্তি দ্বাৰা গঠিত সন্মান ও দূৰদৰ্শী হইত, এবং তাকা হইলে যে অসংখ্যেৰ নিমিত্ত আমবা আত্ম

ইহাঁকাব কবিতেছি, উহা প্রতি গৃহে, ক্রমে প্রতি সংসাবে, ক্রমে প্রতি সমাজে, ক্রমে সমগ্র দেশে বোধহয় অমুভূত হইত না। স্বার্থপরতার বিষয়ই ফল অদূৰদৰ্শিতা, অভদ্রতা ও অনভিন্নতা।

বাণিজ্য ।

বাণিজ্য বলিলে বণিকের বৃত্তি বুঝা, এবং একদেশের প্রয়োজন অপেক্ষা অতিবিক্ত উৎপন্ন ও প্রস্তুত সামগ্রী, অন্তঃদেশে বিক্রয় করা বণিকের বৃত্তি। যে দেশে, যে সময়ে, যে সামগ্রী, যে রূপ অভাব অমুভূত হয়, বণিকেরা সেই দেশে, সেই সময়ে, সেই সামগ্রী বিক্রয় কবিত্তে থাকেন বলিয়া লাভবান হইয়েন। অতএব প্রথমে মনে হয়, অভাব-নিবারণ কবাই বাণিজ্যের মূল উদ্দেশ্য। বাস্তবিক পক্ষে এই স্বার্থপর জগতে স্বার্থ না থাকিলে বণিক্ অভাব মোচনে অগ্রসব হইয়েন না। বাণিজ্য রূপ কটি পাথকের দ্বারা দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন করা উচিত কি না, অর্থাৎ উহা উৎপন্ন বা প্রস্তুত কবিলে মূল্যবান পণ্য বলিয়া বিক্রয়-যোগ্য বিবেচিত হইবে কিনা, ইহা স্থির হইলে, লোকে ঐ সকল সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত কবিত্তা থাকে। অতএব এক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, বাণিজ্যের দ্বারা জগতের অভাব মোচন হয়। এ কাৰণে যেমন ক্রেতাবা, সেইরূপ উৎপাদক ও প্রস্তুতিকারকেবাও, বণিকের সাহায্য গ্রহণ কবিত্তে ইচ্ছা করে। এই শেযোক্ত ব্যক্তিদিগকে যদি সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত কবিত্তে হইত এবং আপন আপন পণ্যের ক্রেতা অমুসন্ধান কবিত্তে হইত, তাহা হইলে জগতে এত অধিক সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইত না। নিজেদের ব্যবহারান্তে যে অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক সামগ্রী উদ্ভূত থাকে তাহারই সহিত অন্তঃদেশের অপেক্ষাকৃত আবশ্যক বা উপযোগী সামগ্রীর

বিনিময় হইয়া বাণিজ্য কার্য্য নিৰ্বাহিত হইতেছে। অনেকে বিবেচনা কবেন যে, বাণিজ্যে ধনের বিনিময়ে ধন পাওয়া যায়, এবং নূতন ধনের উৎপত্তি বাণিজ্যে সম্ভবপর নহে বলিয়া বাণিজ্য ধনপ্রসূ নহে। *কিন্তু তাহা বা ভুলিয়া যান যে, এক বাণিজ্য সাহায্যে ব্যক্তি বা দেশ বিশেষেব প্রয়োজনাভিবিক্ত সামগ্রীৰ বিনিময় হইয়া থাকে। যদি বাণিজ্য না থাকিত, তাহা হইলে প্রয়োজনাভিবিক্ত সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিতে না পারিয়া, ব্যক্তি বা দেশ বিশেষ, হয়—যে সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত কবে তাহা ভিন্ন অল্প নানাবিধ সামগ্রী ভোগ কবিত্তে বঞ্চিত হইত, না হয়,—অসত্য জাতির দ্বায় সামগ্রী ভোগেব আকাজ্ঞাও তাহানেব মনে বলবতী হইত না। মূল্যবান্ সামগ্রী না থাকিলে তাহার বিনিময়ে মূল্যবান্ সামগ্রী প্রাপ্তি বা বাণিজ্য সম্ভবপর হয় না এবং বাণিজ্য ব্যতিবেকেও বিনিময় কার্য্যও চলিতে পারে না। অতএব দেশ বিশেষেব ধনবৃদ্ধি না হইলে তন্নিম্নে অধিক ধন পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের মত দেশ বাণিজ্য দ্বাৰা অধিক সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ দেশে কোন না কোন ধন সামগ্রী অধিক পৰিমাণ উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতেছে, নচেৎ কোন্ ধন সামগ্রীৰ বিনিময় কবিয়া তাহাৰা অল্প ধন সামগ্রীতে দেশ পৰিপূৰ্ণ কবিত্তেছে ?

কেবল জীবনধাবণোপযোগী সামগ্রীৰ আকাজ্ঞা পোষণ কবিলে উপার্জনের ইচ্ছা বলবতী হয় না। যাহাৰা নানাবিধ সামগ্রী ভোগেব বাসনা পোষণ করে, তাহাৰাই ধনাগমেব নব নব পদা আবিষ্কৃত কবে, অথবা আবিষ্কার কবিত্তে চেষ্টা করিয়াছে।

বাণিজ্যেৰ সাহায্যে দ্রব্য সামগ্রী স্থানজনিত মূল্যেৰ উপৰ নির্ভর না কবিয়া যথায় অধিক মূল্য পাওয়া যায়, তথাৰ আনীত হইয়া অধিক মূল্যবান্ হইতেছে ও সেই পরিমাণে কেবল উৎপাদক ও নিৰ্ম্মাতাৰ আয়

সুদৃষ্টি কবিত্তে কবিত্তে ঐ সকল সামগ্ৰীৰ বিনিময়-ব্যবসারে বাহাবা লিপ্ত আছে তাহাদিগকেও ও ধনী কৰিতেছে। কেবল যে তাহাদিগকে ধনী কৰিতেছে একুশ নহে, অনেক ছুৰ্ভিক্ষ প্ৰণীড়িত স্থানে বাহাবা ক্ৰয় কৰিতে সমৰ্থ, তাহাদিগকে অন্ন দিয়াছে ও বাহাবা ক্ৰয় কৰিতে অসমৰ্থ তাহাদিগকেও চাঁদাৰ অৰ্থে অন্ন প্ৰদান কৰিয়াছে।* অবশ্য, বাণিজ্য ব্যাপাবে নিঃস্বার্থ প্ৰয়োগকাৰিতা দৃষ্ট হইতে পারে না। কারণ, বিনিময়-সম্বৃত ব্যাপারে কিছু না পাইলে কিছুই দেওয়া হয় না কিন্তু, কিছু দিয়াও অনেক সময় কিছু পাওয়া যায় না।

অৰ্থেৰ বিনিময়ে আমবা অল্প সামগ্ৰী লাভ কৰিয়া থাকি বলিয়া অনেকেব মনে ধাবণা যে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিলে অৰ্থনাশ হয়। কিন্তু সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিয়া মূল্য নিৰ্দ্ধাৰণেৰ নিমিত্ত আমবা অৰ্থ লিবা থাকি, একথা অনেকেই ভুলিয়া যান। আমবা ত অৰ্থ অনায়াসে পাই না, হয় মানসিক, নহয় কাৰিক পৰিশ্ৰম কৰিয়া আমবা অৰ্থ পাই। আমবা যদি বলি যে, কাৰিক বা মানসিক পৰিশ্ৰমেৰ পৰিবৰ্ত্তে অৰ্থ না লইয়া, চাউল, ডাইল, মৃত, বস্ত্ৰ, ইন্ধন, লবণ ইত্যাদি লইব, তাহা হইলে যুক্তিতে হইবে যে, কাৰিক বা, মানসিক পৰিশ্ৰমেৰ বিনিময়ে আমবা এগুলি লাভ কৰিব। সেই কাৰণে বলা হইতে পারে যে, কাৰিক পৰিশ্ৰমেৰ বলে আমবা যে সকল সামগ্ৰী উৎপন্ন বা প্ৰস্তুত কৰি, অথবা মানসিক পৰিশ্ৰমেৰ বলে আমবা যেকুপ অৰ্থ বা অল্প দ্ৰব্য পাইবাব অধিকাব লাভ কৰি, তাহাৰই বিনিময়ে আমবা স্বদেশ বা বিদেশ জাত সামগ্ৰী লাভ কৰিবাব শক্তি লাভ কৰি। অতএব আমবা যদি পূৰ্ণাপেক্ষা বিবেশ হইতে অধিক সামগ্ৰী আমদানী কৰি, অথবা স্বদেশ হইতে অধিক সামগ্ৰী বস্তানি কৰি,

ছুৰ্ভিক্ষেৰ সময় বশিকোৱা অনেক টাকা চাঁদা দিয়া থাকেৰ।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পূৰ্ব্বাপেক্ষা বিদেশী সামগ্রী ক্রয় করিবার সামর্থ্য আমাদের অধিক হইয়াছে ।

বাণিজ্য ব্যাপারে কোন অন্তায় অনুরোধ বা বল প্রদর্শন ঐতিহ্যে পাওয়া যায় না । কাহাবও কোন সামগ্রী লইবার ইচ্ছা না থাকিলে কেহ তাহাকে বল প্রয়োগ কবিতো পারে না । অধিকন্তু সামগ্রী বিক্রয় কবিবার অভিলাষে সকল দেশের লোকই ব্যস্ত, এমন কি একদেশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীর মধ্যে প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হয় ।

দ্রব্য বিক্রয় কবিয়া এক দেশের অর্থ অপৰ কোন দেশ বিশেষেব লোক লইয়া যাইতে বন্ধপবিকর, একথা বাতুল ব্যতীত কেহই স্বীকার কবিবে না । যে ব্যক্তি ক্রয় কবে, তাহার অর্থ না থাকিলে সে ক্রয় কবিতো পারে না, এবং প্রকারান্তরে সে নিজের পবিশ্রমেব বিনিময়ে তাহা ক্রয় করে । যদি কোন দেশেব সকল ব্যক্তিই পবিশ্রম কল্পিয়া প্রস্তুত বা উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময়ে অন্ত দেশেব সামগ্রী গ্রহণ কবিতো পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অন্ত দেশেব বেরূপ সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতেছে, অথবা সামগ্রী ক্রয় কবিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, সেইরূপ প্রথমোক্ত দেশেরও সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতেছে অথবা সামগ্রী ক্রয় কবিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে । এ জগতে সামগ্রীর বিনিময়েই সামগ্রী গৃহীত হইতেছে, অর্থ কেবল বিনিময় কার্য্য সুকর করিয়া দিতেছে । এ কারণে কোন দেশের অর্থ কোন দেশে চলিয়া যাইতেছে না । অধিকন্তু আমাৰ দেশেব অর্থ অন্ত দেশে চলিয়া যাইবে কেন ? এবং এরূপ কোন মূৰ্খ দেশ আছে যে, জাহাজ ভাড়া দিয়া এক দেশের অর্থ অন্ত দেশে পাঠাইবে ? সুতরাং এক দেশেব নিকট যে প্রাপ্য অর্থ থাকে তাহারই বিনিময়ে সেই দেশেব অন্ত সামগ্রী ক্রীত হইয়া ক্রেতার দেশে চলিয়া যায় । এখন কোন সামগ্রীক বিনিময়ে কোন দেশেব কোন

সামগ্রী ক্রয় করা উচিত, একথা শইরা অনেক গ্রন্থকার গোলযোগ কবির-
ছেন। কিন্তু একথা কখনই বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।
ইহা শ্বেনবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়।*

আমরা এ প্রবন্ধে দেখাইতে ইচ্ছা করি যে, বাণিজ্য সাহায্যে বেক্রপ
অর্থ প্রাপ্তি হইতে পাবে অল্প কোন বৃত্তিস্থ্রে সেরূপ অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব-
পব নহে। আমরা প্রথমে অন্তর্বিবিনয়ে সামান্য ব্যবসায়ের সহিত কুসীদ
বৃত্তিৰ তুলনা কবির। যাহাব ৫০ টাকা মূলধন আছে, তিনি বাব টাকা
সুদে ধার দিয়া বৎসবে ৬ টাকা মাত্র পাইরা থাকেন, কিন্তু আমরা দেখাইব
যে ৫০ টাকা মূলধনের অধিকারী বৎসবে ৪৮০ টাকা লাভ করিতে
পারেন। মনে কব, বৈজ্ঞানিক হাতে প্রত্যেকে ৫০ টাকা শইরা ছইজর
তরিতরকারী ক্রয় করিতে গিয়াছে। তাহাবা উভয়ে একখানি নোকা
জড়া করিরা ১০০ টাকার তরকারী ক্রয় করিরা পোস্তার হাটে কোম
আরিয়ৎদারের নিকট পহুছিরা ছিল। ছইবির পরেই তাহাবা আড়িয়ৎ-
দারী (commission) দিরা প্রত্যেকে অতিকম ৫ টাকা করিরা লাভ
করিলেও এইরূপে মাসে ৮ বার কারবার করিরা তাহাবা প্রতিমাসে ৪০
টাকা করিরা লাভ কবিল এবং বৎসবের শেষে ৫০ টাকা মূলধনে ৪৮০
টাকা পাইল। এ নিকে আমাদের কুসীদস্বামী ১২০ টাকা* সুদে টাকা
খাটাইরা সমস্ত বৎসরে ছর টাকা মাত্র পাইল।

এইরূপে আমরা দেখাইতে পাবি যে যাহার ৫০০ টাকা মূলধন আছে
সে ব্যক্তি বাণিজ্য শিক্ষা করিয় পাটের বা চাউলের মোস্তমের দমর
অথবা নব ব্রবিশস্য আমদানীৰ (নয়ালির) সময়, ক্রয় করিবার স্থানে
লোক নিযুক্ত কবির এবং বিক্রয় স্থলে উপস্থিত থাকিরা, প্রতিদিনের

* কোন কোন গ্রন্থকার এ বিষয়ে অবাস্তব কথা লিখিরাছেন বলিরা এই বিষয়
অসমোচিত হইবে। পরীক্ষার্থী এ বিষয় বহু অল্প আলোচনা করিবে, ততই যত্ন।

বাজার দর অবগত হইয়া বিক্রয়ের নিমিত্ত মাল আনয়ন করিতে পারে ; এবং আড়িন্দ্ৰদাবের নিকট উহা পহুছিয়া সামগ্রী বাবৎ অগ্রিম অর্থ লইয়া বারংবার নিজ মূলধনের সদ্যবহার কবিত্তে করিতে ৭০০।৮০০ টাকা উপার্জন করিতে পারে।

এই অন্তর্বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া যখন চতুর ব্যক্তিবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাহায্য গ্রহণ করে, তখন মশ সহস্র মুদ্রায় তাহারা লক্ষাধিক মুদ্রায় ব্যবসায় কবিত্তে সমর্থ হয় ও কমলার কৃপাকটাক লাভ করিয়া দেশের অীবৃদ্ধি সাধন কবিত্তে সমর্থ হয়।

পূর্বে বৈজ্ঞানিক মধ্যে কেহ কৃষি, কেহ পশুপালন, ও কেহ বাণিজ্য করিত। বাণিজ্য জাতিগত বিভাগ অন্তর্গত ছিল বলিয়া পিতার নিকট পুত্রকে শিক্ষালাভ হইত। এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বণিকের পুত্রই বণিকের কর্মে অনেকাংশে সকলকাম করেন। অতএব বাণিজ্য কার্য যে শিক্ষা সাপেক্ষ, সে বিষয়ে আব সন্দেহ নাই। কিন্তু ছুর্ভাগ্যেব বিষয় আমাদের বঙ্গদেশেব অনেকেব ধারণা যে, কেবল মূলধন থাকিলেই ব্যবসায় কার্য নির্ব্বিয়ে পবিচালিত হইতে পারে এবং শিক্ষার কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই। তাহাবা একবাৰও ভাবেন না যে বাজার সস্ত্রম বণিকের মূলধনেব দৃশ্যগ্ণ অধিক কার্যকরী এবং বাজার সস্ত্রম লাভ কবিত্তে হইলে, চরিত্রবান্ ও ভ্রাতৃবান্ হইতে হয়, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া উহা পালন কবিত্তে হয়, বাজার দর অপেক্ষা অধিক দর লইতে নাই, দ্রব্য পবিমাণে অল্প দিয়া অধিক বলিতে নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহারা ভুলিয়া যান যে, ব্যবসায়-বুদ্ধিব বিস্তার সাধন কবিত্তে বণিকের নিকট শিক্ষানবিশী করিতে হয়, অথবা বাণিজ্য বিভাগেব শিক্ষালাভ করিতে হয়। তাহারা একবাৰও ভাবেন না যে, ধনী ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি দায়সংযম কবিয়া মাসিক ৫ টাকাও সঞ্চয় করিতে পাবেন,

তাহারা ঐ অর্থে কোম্পানীর অংশেব নিমিত্ত আবেদন করিতে পারেন এবং তাহাব নামে বখন অংশ বিলি হইবে, তাহার পব হইতে তিন মাস অন্তর ১৫১২০ টাকা দিয়া অথবা ৬ মাস অন্তর ৩০১৪০ টাকা দিয়া ক্রমশঃ একটী ব্যবসায়ের একখানি অংশেব সম্পূর্ণ মালিক হইতে পারেন। এই রূপে বাহাদুরের মূলধন অল্প এবং বাহাবা নিজে ব্যবসায় পবিচালন করিতে অসমর্থ, তাহাদের দ্বার কতশত লোকেব মূলধন লইয়া সমুদ্রসমুখানে দেশের বাণিজ্য কার্য বিঘ্নিত হইয়া তথাকার ধনোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অথচ এই কার্যেব অমুষ্ঠাতারা বাণিজ্য শিক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই অধিক লোকেব অল্প মূলধনে বিঘ্নিত বাণিজ্য কবিত্তে সমর্থ হইতে পারেন। যত্ন সেই দেশ বাহাব অধিবাসিবৃন্দ কেবল অনর্থকরী বিজ্ঞাব শিক্ষালাভ না করিয়া বাণিজ্য শিক্ষাতেও মনোনিবেশ কবিয়াছে।

কৃষি ও শিল্প ।

এ জগতে আহায়েব জন্ত নানাবিধ শস্ত, তবি তরকারী, দ্রুত, ছদ্ম ইত্যাদি, অঙ্গবক্ষাব জন্ত তুলা, উর্ণা, বেসমেব বস্ত্র ইত্যাদি, আশ্রয়ের জন্ত ঘব, বাটী ইত্যাদি এবং সখের নিমিত্ত নানাবিধ সামগ্রীর আবশ্যক। আমরা কি দবিত্ত, কি মধ্যবিত্ত, কি ধনীর গৃহে বা বাহিরে যে সকল সামগ্রী দেখিতে পাই, ঐগুলি ভূগর্ভ বা নদীগর্ভ অথবা সমুদ্রগর্ভ হইতে উৎপন্ন হয় এবং পরে কৰ্ম্মজলা বৃদ্ধি, মূলধন ও পবিশ্রমের সাহায্যে নানা আকাবে রূপান্তবিত হইয়া আমাদের অভাব মোচন করে। ভূমি-কৰ্ষণ কবিয়া উহা হইতে সামগ্রী উৎপাদন করা কৃষকেব কৰ্ম্ম, এবং কৃষকেব কৰ্ম্মকেই কৃষি কহে। আজি কালি, দ্রুত ছদ্ম নবনীত অথবা বেশম পশম ইত্যাদি উৎপাদনেব নিমিত্ত পশু ও গুটিপোকা পালনও

কৃষির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শিল্প বলিলে নিপুণতার সহিত বস্ত্র নির্মাণাদি কর্মকলা বুঝায়। উৎপন্ন সামগ্রীতে নিপুণতার সহিত কর্ম করিলে শিল্পকর্ম কবা হয়। এই কারণে শিল্প কৃষি সাপেক্ষ এবং কৃষিজাত সামগ্রীও শিল্পজাত সামগ্রীর প্রাচুর্য না হইলে বাণিজ্যের বিস্তৃতি হয় না। অতএব বাণিজ্য উভয় সাপেক্ষ, এবং যেহেতু বাণিজ্যের বিস্তৃতির সহিত দেশের সমৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, সেইহেতু যে দেশে কৃষি বা শিল্পের বা উভয়ের উন্নতি সাধিত হয় নাই, সে দেশ সভ্য জগতে দরিদ্র দেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

কৃষি অপেক্ষা শিল্পে অধিক লাভ এবং বাণিজ্যে লোকসানের সম্ভাবনা অল্প। এক মণ তুলা উৎপন্ন কবিতো কত বাধা কত বিঘ্ন, হরত অতি বৃষ্টিতে অথবা কীট দংশনে তুলাব গাছ নষ্ট হইয়া গেল, না হয়, বিনা বর্ষণে ঐ গুলি শুষ্ক হইয়া গেল, কিন্তু একমণ তুলা উৎপন্ন হইলে পব, শিল্পী উহাতে পবিশ্রম নিয়োগ কবিতা যে পরিমাণ স্বত্র নির্মাণ করিল, অথবা তাহার নিকট কি হস্তশিল্পী, কি যন্ত্রশিল্পী, উহা ক্রয় করিয়া যে কয়খানি বস্ত্র নির্মাণ কবিল, ইহাদের মূল্যের পার্থক্য দেখিলে পূর্বোক্ত প্রস্তাব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। শস্ত অজ্ঞান হইলে কৃষকের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু তাহার নিকট খবিদ কবিতা লাভে অপরকে বিক্রয় কবিলে বণিকের ক্ষতি হয় না। বণিকগণ এক দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির যে জাতিগত পণ্য দ্রব্য উৎপাদন ও প্রস্তুত করে, তাহাদের নিকট খরিল করিতা যাহাদের নিকট লাভ পায়, তাহাদের নিকট বিক্রয় করে। কোন প্রস্তুতি-কাৰকের ক্ষতি হইলেও বণিকের ক্ষতি হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈজ্ঞানের কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য, এই তিন বৃত্তির মধ্যে বণিকের বৃত্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক। সুতরাং বাণিজ্যিক হিসাবে বলা যাইতে পারে “বাণিজ্যে বসতে লক্ষীন্দরকঃ কৃষিকর্মণি।”

কৃষকের কিন্তু হুর্ভিক্ষ ক্রেশ বড় একটা অন্তর্ভব কবিত্তে হয় না ; কারণ “সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যম্।” কিন্তু অনাবৃষ্টি ইত্যাদি নানা প্রকাব ঘটনাব উপব কৃষিকর্ষ নির্ভর কবে বলিয়া ক্ষুদ্রিবারণ ব্যতীত তাহাদের অত্যন্ত অভাব বড় একটা পূরণ হইতে দেখা যায় না। এ কাবণে বহু-পূর্ব হইতে এদেশের কৃষকদের সম্বন্ধে কথিত আছে যে, “কচিচ্চুট্টাঃ কৃষীকলাঃ (কৃষকেরা)।” কিন্তু আজি কালি, কি আমেরিকা, কি ইউরোপ, কোথাও ত কৃষকের একরূপ দবিদ্র অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার একমাত্র কারণ যে, সহস্র সহস্র বৎসব পূর্বে যে উপায়ে এ দেশে কৃষিজাত দ্রব্য সমূহ উৎপাদিত হইত, আজিও সেই উপায় এদেশে অবলম্বিত হইতেছে। বিজ্ঞানের দীপ্ত আলোকে নানাবিধ শ্রমসংক্ষেপেব কৃষিযন্ত্র সৃষ্টি হইলেও এদেশীয় স্থিতিশীল ও দরিদ্র কৃষক তৎসম্মুখের সাহায্য লইতে অগ্রসব হইতে পারিতেছে না। এই সুবিপুল ভাবত সাম্রাজ্যে এখন কৰ্ম্মকর্ত্তার আবশ্যকতা অস্বত্ব হইতেছে। যে ক্ষেত্রে পূর্বে একজনে চাষবাস কবিত, এখন তাহা দশজনের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। অতএব এই দশজনে প্রত্যেকেই আরও দশগুণ জমি চাষ আবাদ করিতে পারে, বা উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ড বা হলণ্ডের মত অল্পজমি হইতে অধিক শস্ত বা তবিতরকারী উৎপন্ন কবিত্তে পারে। অধিকন্তু শ্রম বিভাগ প্রথায় পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া সেই ক্ষেত্র হইতে অধিক ফসল পাইতে পাবে। শ্রমবিভাগ করিয়া লইলে যে অধিক সামগ্রী উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন কথা নহে। মনে কর, একটি বৃদ্ধ কৃষক ও একটি যুবা কৃষক চাষ করিতেছে। বৃদ্ধ কৃষক গভীর করিয়া ভূমি কর্ষণ করিতে পারে না বলিয়া তাহার ক্ষেত্রেব মূলা তত লম্বা হয় না, তবে সে জমি ভাল করিয়া পাটি কবে ও নিড়ায় বলিয়া তাহার মূলা মোটা হয় এবং মোটের উপর বিধাপ্রতি একশত মণ জন্মায়।

এদিকে যুবা কৃষক গভীর করিয়া ভূমিকর্ষণ করিতে পারে কিন্তু তাহ্নর হাত চঞ্চল, সেই কারণে ভালরূপ নিড়াইতে পারে না বলিয়া অনেক কচি মূল্য নষ্ট কবে ও ক্ষেত্রে তৃণ থাকিয়া যায়। সে কারণে তাহার মূল্য লম্বা হয় বটে, কিন্তু মোটা হয় না ও মোটেব উপর বিধা প্রতি একশত মণ হয়। এস্থলে যদি উহাবা একত্র হইয়া শ্রমবিভাগ পূরক কার্য্য কবে অর্থাৎ অতিরিক্ত মজুর নিযুক্ত না কবিয়া যুবা যদি উভয় ক্ষেত্রেই কর্ষণ করে ও বৃদ্ধ উভয় ক্ষেত্র পাট কবিয়া নিভায়, তাহা হইলে মূল্যগুলি মোটা ও লম্বা হইবে এবং বিধা প্রতি দেড়শত মণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইতে পারে। এই সকল বিধি অবলম্বিত হয় না বলিয়া এবং* পূর্বেকাব জমী অনেকের মধ্যে বিভক্ত হওয়ার কৃষকেব অবস্থা দিন দিন হীন হইতেছে। অধিক জমিব খাজনা দিবাব ক্ষমতাও তাহাব নাই এবং উন্নত কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বন কবিবাব উপযুক্ত মূলধনও তাহাব নাই। অধিকন্তু পৈতৃক স্থান ভাগ করিতে তাহারা নিতান্ত অনিচ্ছুক। নচেৎ কর্ষকর্ত্তাবা কোন স্থানে সস্তায় অধিক ভূমি লইয়া উন্নত-পদ্ধতি অবলম্বন কবিয়া তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলে দেশের উৎপন্ন মালও বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা বৃদ্ধি কৌশলে দশ গুণ কর্ষ কবিয়া সেই পরিমাণে উৎপাদিত সামগ্রীর ভাগ লইতে পারে ও নিজেদেব বেতন বৃদ্ধি করিতে পারে।

যথেষ্ট পরিমাণ জমী প্রাপ্ত করিবাব নিমিত্ত বিপ্লুত জমিব ব্যবহাব, এখনও আমাদের দেশে হইতেছে না। যে বাজারায় সামগ্রী উৎপন্ন ও প্রাপ্ত করিবাব নিমিত্ত এত আন্দোলন, স্তবেব বিষয় সেই বাজারায় জমীর কর্ত্তা জমীদার। জমীদার মহাশয়গণ যদি অকর্ষিত জমিগুলি সস্তায় বিলি কবিয়া আবাদ কবিত্তে আবন্ত কবেন এবং ভাগাডেব অস্থিগুলি বাহিব হইয়া যাইতে না দেন, তাহা হইলে জমীব উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যদি প্রজাগণ অর্থাভাবে অসমর্থ হয়, চুই তিন জন

জমীদার মিলিয়া কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন । প্রজাগণ নিজ নিজ মূলধন সমস্ত ব্যয় কবিরীও বাহাতে প্রয়োজন মত আবণ্ড মূলধন অল্প হুদে পাইয়া ব্যবহার কবিত্তে পাবে, জমীদার নিজে তাহাদের জামিন হইলে বা প্রজাদেব বন্ধুদেব হাতকবিত্তে ধাৰ দিত্তে অহুবোধ কবিলে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী হইতে তাহারা অল্প হুদে ধার পাইতে পাবে । জমীদারগণ নিজে অথবা পুত্র কৃষি কলেজেব উত্তীর্ণ ছাত্রদেব সাহায্যে যদি প্রজাগণেব সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মভীরু ভায় কৃষি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে কৃষিপ্রধান ভাবে কৃষির উন্নতি অবশ্যস্তাবী হয় ।

শিল্প কৃষিসাপেক্ষ হইলেও আরবা বলিয়াছি শিল্পে অধিক লাভ । একারণে শিল্পজাত সামগ্রী অধিক প্রস্তুত কবিত্তা কৃষিজাত সামগ্রী ক্রয় করিত্তে অহুবিধা হয় না । অন্তঃপ্রবণ যদিও নিজদেশে খবচ অধিক পড়ে বলিয়া ইংলণ্ড অতি সামান্ত পণ্ড উৎপাদন কবিত্তা থাকে, তথাপি জগতের অভ্যন্তর দেশ হইতে তুলা ও নিজ দেশের ধনি হইতে উৎপন্ন লৌহেব জায়া যে পবিমান লৌহশিল্পেব ও বয়নশিল্পেব উন্নতি কবিত্তাছে, তাহারই কলে অল্পবারে প্রস্তুত অধিক সামগ্রীবিবিমর, এবং নিজদেশে প্রস্তুত বহুবিধ অর্ধবপণেতে অণব দেশের মাল বহন কবিত্তা যে অর্থ প্রাপ্ত হয়, তাহারই বিবিময়ে জগতের নানাদেশের উৎপন্ন ষাণ্ড সামগ্রী ও ষাঁচানালা এবং প্রস্তুত সামগ্রী গ্রহণ কবিত্তা নিজদেশের অভাব মোচন কবিত্তেছে ।

ভাবতবর্ষ কেবল আজি কালি কৃষি-প্রধান-দেশ বলিয়া পবিগণিত হই-
য়াছে । হস্তশিল্পে ভাবতবর্ষীয়েরা আজিও জগতে অধিতীয় হইলেও,
কর্ম্মকর্ত্তা, শিক্ষক, মূলধন ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা বিবহিত্ত বলিয়া তাহারা
সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে, যে উপায়ে শিল্পজাত সামগ্রী প্রস্তুত কবিত্ত, আজিও
সেই উপায়ে অবলম্বন কবিত্তেছে এবং প্রমসংক্ষেপেব যজ্ঞানি স্ট্রট হইলেও,

পূৰ্বোক্ত বাবণে তৎসমুদায়ের সাহায্য লইতে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না । পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য-জাতি-নিবহ বিজ্ঞানবলে কলকারখানার সাহায্যে অসংখ্য নিত্য ব্যবহার্য ও বিলাস-দ্রব্য অল্পব্যয়ে, অথবা আংশিক লাভের তারতম্যে প্রস্তুত করিয়া এ দেশীয় শিল্পীকে পরাস্ত করিয়াছে । এদেশে সহজেই অৰ্ধ ঞ্চ দিয়া শতকরা বার টাকা মুদ পাওয়া যায় । অতএব যে ব্যবসারে ঐচ্ছা মুদ বাড়ে কিঞ্চিৎ অধিক লাভ না পাওয়া যায়, তাহাতে এদেশীয় ধনীরা অৰ্ধ আকর্ষণ কৰা সম্ভবপর নহে, কারণ, এজগতে সকলই নিজস্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া থাকে । একারণে বলা যাইতে পারে যে, এদেশীয় শিল্পজাত সামগ্রী বাহাৎ ব্যবসারে পূৰ্ণ হইতেই বার টাকা লাভ পাওয়া যাইত এবং বাহার অমুষ্ঠান করিতে অপর দেশ নানা কারণে পশ্চাৎপদ, সেই জাতীয় শিল্পেব অমুষ্ঠান ও সাহায্য করিয়া যে দিন ভাবতবাসীর অধিকাংশ লোকের ধনবৃদ্ধি হইবে, সেই দিন মুদেব হার কমিবে । সকলেই অল্পমুদে অসন্তুষ্ট হইয়া নিজ নিজ অবাবস্থত সঞ্চিত অর্থের সদ্যবহার করিয়া যাহা এ দেশে পূৰ্বে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতে পারিত না, তাহাশুই অমুষ্ঠানে স্বেক্ষার কোম্পানী বা সঙ্কল্প-সমুৎপাদনে অৰ্ধ সংগৃহীত করিয়া দেশের শিল্পোন্নতির সাহায্য করিবে । ইহাই বাণিজ্যিক ইতিহাসে দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

স্বল্প হস্তশিল্পে প্রস্তুতি-বার অধিক পড়ে কলিয়া উচ্চের মূল্যও অধিক হয় । একারণে নিত্যস্থ ধনী ব্যতীত অল্প কেহ উহা ক্রয় করিতে সমর্থ হয় না । অধিকতর চাকার মসলিন, কি জিপ্সোর শীতলপাট, কি কাশ্মীরের শাল, কি কটকের রূপার সামগ্রী, কি মির্জাপুরের গালিচা ইত্যাদি স্বল্প শিল্পজাত বিলাস সামগ্রী অষ্টপ্রহর ব্যবহৃত হয় না বলিয়া এক পুরুষেব ভোগেও নষ্ট হয় না । একারণে এ জাতীয় শিল্পে এদেশীয় লোকেব অনেকের অল্প সংস্থান হইতে পারে না । বাণিজ্যে যে শিল্পেব পৰিপোষণ হইতে পারে, আজি কালিকার

জীবনযাত্রার জটিল সমস্যার মিলে সেই শিল্পেরই আদৰ হইবে। শ্রম-সংক্ষেপে বস্ত্রাদির লাভাঘো ব্যৱ সংক্ষেপে প্রস্তুত সামগ্রী প্রতিযোগিতায় স্থিতিস্থাপক করিতে পারে। পূৰ্বে এদেশে যে শিল্পাগারের কথা শুনা যায়, সেইরূপ ব্যবহারিক শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয় যত অধিক স্থাপিত হইবে, এবং সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া এদেশীয় লোক নানাবিধ বৈজ্ঞানিক-শিক্ষা শিল্পে যত অধিক প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করিবে, ততই তাহারা পুৰাতন শিল্পকে নূতনের উপযোগী করিবে এবং নবনবোদ্ভাবিত বুদ্ধির সাহায্যে কতকগুলি শিল্পে একাধিপত্য করিতে পারিবে। যে দেশে যে সামগ্রীৰ যে সময় অধিক অভাব অল্পভূত হয় না, সে দেশে সে সামগ্রীর সে সময় কাটুতি হয় না। এবং যে সামগ্রীর কাটুতি অল্প, তাহাতে যতই শ্রম নিয়োগ করা যায় না কেন, শ্রমের অল্পপাতে তাহার মূল্যার্থ্য হয় না। অতএব শিল্প ও বাণিজ্য এই উভয় বিষয় একত্র বিচার করা উচিত। বাণিজ্যের বশেই অন্যান্য দেশের শিল্পের গতি স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

গৃহপালিত পশু ।

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সচরাচর আমরা যে সমস্ত গৃহপালিত জন্তু দেখিতে পাই, তন্মধ্যে কতকগুলি উদ্ভিদ আহাৰ করে, যেমন গাভী, মহিষ, মেষ, ছাগ, অশ্ব, ইত্যাদি, এবং কতকগুলি মৎস্য, মাংস ও উদ্ভিদ ভক্ষণ করে, যেমন কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। এই শেবোক্ত শ্রেণীর জীবেরা স্থাপন বা হিংস্রক শ্রেণীর জন্ত হইলেও উদ্ভিদ-জীবীর মত নিতান্ত নিবীহ, কৃতজ্ঞ ও লংসর্গপ্রিয় বলিয়া সৰ্ব্বদাই মানব জাতির উপকার সাধনে সহায়তা করিয়া থাকে।

অসন্ত্য অবস্থা হইতে আশ্রয়প্রাপ্ত হইতে, কিংবা প্রত্যহ আহাৰ্য্যের নিশ্চিত প্রাপ্তিতে, অথবা বহুল পরিধান লাভ করিয়া উৰ্ণা ক্রান্ত সামগ্রী

পরিধান করিতে, প্রকৃতি জাত ভূমি ও মনুষ্যের পরিশ্রম, এবং কর্মকলা বুদ্ধি যেরূপ সাচায্য করিয়াছে, গৃহপালিত পশুপাণ্ড সেইরূপ সাহায্য করিয়াছে । বাবাবয় জাতির মত আমাদিগের আদি-পুরুষদের আদিম কালে প্রত্যহ আহার প্রাপ্তিব নিশ্চিততা ছিল না । তাহা বা কোন দিন বৃষ্কের কল সংগ্রহ করিয়া, কোন দিন অনশনে থাকিয়া, কোনদিন জীবহিংসা করিয়া, জীবনাতিপাত করিতেন এবং আশ্রয় ছিল না বলিয়া শীতের সময় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অবস্থান করিতেন, এবং বর্ষার সময় পর্বত গুহার আশ্রয় লইতেন । বস্ত্র পশুকে প্রতিপালন করিতে নিকা করিবার পৰ হইতে বুদ্ধি ও পবিত্রমেব সাহায্যে মানবজাতি ক্রমিক উন্নতির সোপানে অধিকৃত হইতে সামর্থ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন । যে দিন হইতে ছাগ ও মেঘ, গো ও মহিষ, বৃষ ও অশ্ব, মনুষ্যের সাহায্যের উপযুক্ত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই অবশ্যেব মহীভূত স্থানান্তরিত হইয়া গৃহ নির্মাণে সহায়তা করিয়াছে, অবসর-যুক্তা জীজাতির সাহায্যে উর্ণা হইতে বস্ত্র বয়নের প্রারম্ভ হইয়াছে, বর্দ্ধিত গো ও মহিষেব পাশ বস্ত্রে জালিত পালিত হইয়া দুগ্ধ, ক্ষীৰ, ও নবনীতে প্রাত্যহিক আহাৰের কিকিং সংস্থান করিয়া দিয়াছে ।

পূর্ক হইতেই মানবজাতি যে কেন ঐ সকল পশু-প্রতিপালনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, এবং এখনও যে কেন তাহাদিগকে প্রতিপালন করিলে পুণ্য সঞ্চিত হইতে পারে, এবিষয়ে কাৰণ দেখাইতে তৎপর, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যে সকলেই অতীব প্রয়োজনীয় । ১ গৃহপালিত জন্তু হইতে আমরা যেরূপ পূর্কোক্ত সামগ্রী লাভ করিয়া থাকি, সেইরূপ বস্ত্র জন্তু হইতেও আমরা চর্মজাত সামগ্রী, —যথা পাছকা, জীন, লাগাম ইত্যাদি এবং অস্থিজাত সামগ্রী যথা ছুরির হাণ্ট প্র' ঈর্গজাত সামগ্রী যথা শীতবস্ত্র প্রভৃতি প্রাপ্ত হই । গৃহপালিত জন্তু

হইতে কিন্তু আমরা আবও যে কত সামগ্রী ভোগ করিতে সাহায্য প্রাপ্ত হই, তাহার পর্যালোচনা করিতে হইলে যুগপৎ হর্ষ, বাৎসল্য, এবং সখ্য ভাবে অভিভূত হইয়া থাকি। ভূমিষ্ঠ হইয়াই মানব সন্তান গাভী-দুগ্ধ পান করিয়া কান্তি, বল, বুদ্ধি, সমস্তই লাভ করিয়া থাকে, পবে দ্বুত নবনীতেব আশ্বাদ গ্রহণ করিয়া সে গুলিকে প্রাণ-প্রিয় সামগ্রীরূপে অমুমান করিয়া থাকে। হিন্দু-প্রধান ভাবতবর্ষে বৈদিক কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত, গাভী সাক্ষাৎ ভগবতী রূপে পূজা, এবং আজিও পল্লীর গৃহপত্নীবা স্বয়ং তাহাদিগের সেবা করিয়া থাকে। আজিও তাহাদিগকে মহাভ্য পদবীতে ব্লেহেব নিদর্শন স্বরূপ মঙ্গলা, শ্রামা, বুদ্ধি, বলিয়া আহ্বান করা হয়। গৃহস্থানীর অবস্থা পবিমাণ ন্যূনতা করিতে হইলে পূর্বকালে গোধনের সংখ্যাব ধাৰা উহা নিরূপিত হইত। বিবাট বাজার বস্তু লক্ষ গাভী ছিল, এবং তখন ঐ গুলি বিশেষ ধন সম্পত্তিরূপে বিবেচিত না হইলে কুরুপুত্রবেবা কখনই সে গুলিকে অগ্ৰহণ করিতে সচেষ্ট হইতেন না। অথবা অগ্ৰহণ করিয়া আপনাদিগকে ধনী বা স্পর্ধিত বলিয়া বিবেচিত করিতেন না।

আজি কালি কিন্তু গবী গুলি বিশেষ ধন সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হয় না। গাভী প্রতিপালন আব ভদ্রলোকের কৰ্ম বলিয়া অমুমিত হয় না। এবং সামান্ত গৃহস্থের গৃহিনীও গোসেবার বীতস্পৃহ। অধিকন্তু সহরে থাকার, অনেক গৃহস্থের ইচ্ছা থাকিলেও স্থান-সংকীর্ণতা, গোচারণের মাঠের অভাব, এবং খইল, ভূমি, বিচালি ইত্যাদি মহাঘাতি হেতু গাভী পালন সম্ভবপৰ নহে। তাই আজ সফলতাই প্রবন্ধক গোয়ালার মুখা-পেক্ষী। ইহাতে যে অস্বাস্থ্যকর সামগ্রী মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়া শবীরের ক্ষতি করা হয় ও অল্পবয়স্ক বালকদিগের জীবন কাল অপরিমিত ভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয় একপ নচে, ঘোষ মহাশয়দেব ব্যবসায় কার্য্য

স্বকর করিতে যে কুনীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহারই ফলে দুইয়ের মূল্য বিগত হইতেছে এবং পাবে উহা চতুর্গুণ হইবে। অন্নবৃদ্ধি অদ্বন্দ্বী গোপের দ্বাৰা সত্ত্বঃপ্রযুক্ত যে প্রকারের গাভীগুলি, গোখাদকদের দেশেও বঞ্চিত হয় এবং কোটী কোটী ধনোৎপাদন কবিত্তে থাকে, কিছুকালের অন্ত দুই বন্ধ হইলেই সেই প্রকারের গাভীগুলি হিন্দু-প্রধান ভাবতবর্ষে কসাইদের নিকট বিক্রীত হইয়া ধ্বংস ও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপে যদি ৫০ বৎসরের হিসাব গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, যে গাভীগুলি বৎস সমেত ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইগুলি ও তাহার বকুনা গুলি যদি জীবিত থাকিতে পাইয়া বৎস প্রসব করিতে থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের যে মূল্য হইত, তাহার সমষ্টি করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা সমগ্র বঙ্গদেশের বাজরের প্রায় সমান হইবে।

মহিষ দুই অন্ন উপকাৰী নহে, উচ্চপ্রধান দেশে মহিষ দধি অতিশয় তৃপ্তিকর ও উপকাৰী এবং মহিষদুগত অন্ন মূল্যের বলিয়া গাওয়া দ্বিত অপরূপ ভারতবর্ষের সকল গ্রহস্থ কর্তৃক অনিবার্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। গো ও মহিষের প্রতিপালন পদ্ধতির অনেক বিভিন্নতা। মহিষের নিমিত্ত অতিশয় পৰিচর্য্যার আবশ্যক হয় না। ইহাদের রোঁদ্র, তুষ্টি, হিম কিছুই কবিত্তে পাবে না। ইহাদের আহারেরও পরিপাট্য আবশ্যক হয় না। ইহাদের নিমিত্ত নিত্য বর্ষা ও শীত ব্যতীত বাসস্থানেরও প্রয়োজন দেখা যায় না। ইহারা কর্মমুক্ত জলে থাকিতেই ভাল বাসে। পক্ষান্তরে গাভী প্রতিপালন করিতে হইলে, তাহাদের নিমিত্ত-বার্হুটলনশীল গৃহের আবশ্যক। গৃহের মধ্যে পাকা না করিলে, বিচলিত ভাৰা পরিস্কৃত না রাখিলে এবং গোয়ালঘরে ধূম না দিলে, গাভীর পীড়া দেখা দেয়।

নিম্ন বঙ্গদেশে মহিষের দুই তত কঠিকর ও জীর্ণকর বলিয়া

বিবেচিত হয় না । সেই কারণে সকলেই গো চুৎকের জন্য ব্যস্ত । যে গাভী আমাদের মাতৃস্বরূপা, বাহার পবিত্র স্তন্যদুগ পুষ্টিকর দুগ্ধ আমবা পান কবি, বাহার পুরীষ পর্য্যন্ত পবিত্র জ্ঞান কবিয়া গৃহ মার্জনাদি ও অগ্নি অন্তঃ সামগ্রী দ্বীত করিয়া পবিত্রতা রক্ষা কবি, বাহার কবীর পর্য্যন্ত বন্ধন কার্য্যেব একটী প্রধান সহায়তা সম্পাদন কবে, বাহার বংশেব মুক্ত নানা রোগেব ঔবধ, এবং মৃত্যুৰ পৰও বাহার চৰ্ম্মে, শূক্রে ও অস্থিতে নানাবিধ নিত্য প্রবোজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হয়, একরূপ আবশ্যক জীবের প্রতি দয়া ও যত্ন প্রদর্শন কৰা উচিত । গোপালন রাখালের কার্য্য নহে । শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনেকৰ ধারণা গোপালন ইত্যেব কৰ্ম্ম । যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে ত্রীকৃষ্ণ তাঁহাৰ পালক-পিতাৰ গোপালনে এত মুগ্ধ হইতেন না এবং পূৰ্বেকাৰ বহু কথাৰ গোধনেব উল্লেখ থাকিত না । ভূমি, পৰিশ্রম, ও মূলধন, ধনাগমেব প্রধান উপায় এবং পৰিশ্রম সংক্ষেপ কৰিতে পালিত পশু নিত্য আবশ্যক । বুৰ বা বলীবৰ্দ্ধ জবায়তৰ বহন কৰিতেছে, শকট ও ঘানী টানিতেছে, পশ্চিমেব গভীৰ কূপ হইতে জলোত্ত-লনে সহায়তা কৰিতেছে । শিক্ষিত সমাজেৰ দৃষ্টি ইহাদিগেৰ উপর পতিত না হইলে, ইহাদেব অকাল ধ্বংস নিৰাবিত না হইলে, এবং ইহাবা পীড়িত হইলে ইহাদেব চিকিৎসাৰ সুবন্দোবস্ত না হইলে, দেশ গাভী, বুৰ ও বলীবৰ্দ্ধ শূন্য হইবে এবং দেশেৰ ধনাগমেব পত্না নিরুদ্ধ হইবে ।

এইত গেল গাভী সম্বন্ধে সাধারণ কথা । গাভী, বুৰ ও বলীবৰ্দ্ধ সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা এই যে, ইহারা বোধশক্তি রহিত নহে । ইহারা বীর ডাঁর বলিলে যেৰূপ বুঝিতে পারে, নাৰ ধরিয়া ডাকিলে যেৰূপ কাছে আসিতে পারে, আশান্ত করিলে ও গালি দিলেও সেইরূপ ক্রন্দন করিয়া প্রকাশ কৰিতে পারে । ইহারা বাৎসল্য ভাবে পূৰ্ণ । ইহাদিগকে প্রতিপালন কৰিতে হইলে যত্নতা শূন্য হইলে চলিবে না । ইহাদিগকে

মনে মনে ভাল বাসিলে ইহা বাও ভালবাসা দেখার ও কষ্ট দিলে করুণ মননে দুঃপাত করে ।

পথশ্রম সংক্ষেপ করিতে, অথবা মাল বহন করিতে, অথবা স্গাড়ী বা লাঙ্গল টানিতে, অথবা আবস্তক হয় । যে জাতীয় অথ অল্পদেশে লাঙ্গল দেয় তাহার মূল্য ও প্রতিপালন-ব্যয় বলীবর্দ অপেক্ষা অনেক অধিক । অতএব গো মহিষের মত ইহারা সকল গৃহে প্রতিপালিত হইতে পারে না । ধনী ব্যক্তিরা, অথবা সমৃদ্ধ দেশে কৃষিকর্তারা, ইহাদিগকে প্রতিপালন করে । ইহাদিগকে এত নিয়মে প্রতিপালন করা হয় যে, সচরাচর ইহারা ব্যধিগ্রস্ত হয় না, এবং ইহাদের মূল্য অধিক বলিয়া রোগাক্রান্ত হইলেই ইহারা চিকিৎসিত হইয়া থাকে । যুদ্ধ বিগ্রহে ইহারা অনিবার্য । ইহাদিগকে এমনই শিক্ষিত করা হয় যে কামানের গর্জনে ও বণক্ষেত্রে বরণণার কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া কর্তব্য পরায়ণ সৈনিকের মত ইহারা প্রভু আজ্ঞা পালন করে । এক একটা অথ আবার এমনই প্রভুপারায়ণ হয় যে, মৃত স্বামীর অঙ্গবক্ষা করিতে অনাহারে বহুকাল দণ্ডায়মান থাকে । কলিকাতার বখন একবার পঞ্চদশ যুদ্ধ প্রশংসী হইরাছিল তখন, শিক্ষিত অথগুলি আফ্রিকি বোদ্ধাদিগকে গুলি বর্ষণের সময় কখনও উদ্বেগে নিরে রাখিয়া পলায়ন করিয়া ছিল, কখনও ঘোড়ার পাশে শয়ন করিয়া তাহাকে গুলিবর্ষণ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, আবার কখনও বোদ্ধাব কোটীবদ্ধন মুখে দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছিল ।

গৃহপালিত অস্ত্রদের মধ্যে কুকুর সর্বাধিক প্রভুপারায়ণ । অস্ত্রান্ত্র দেশে ইহারা অপত্যনির্কিলেবে প্রতিপালিত হইয়া থাকে । এসেছে যদিও তাহারা অল্পগুলি বলিয়া আদর পায় না, এবং প্রভু ও পরে গৃহের বিভালের উচ্ছিন্নের কতকাংশ পাইয়া দত্ত জ্ঞান করে, তথাপি তাহারা

জাতিগত গুণে অন্তর্দেশেব কুকুর অপেক্ষা নিরুদ্বিগ্ন নহে । ইহাদিগকে আদৰ কবিলে, শিক্ষা দিলে ও গাত্রমার্জনা দি যত্ন লইলে, ইহাবাও অল্প দেশেব কুকুৰেব মত অন্ত নানা উপকারে আইসে । যাহা হউক একমুষ্টি উচ্ছিষ্ট ও দিবাবাত্র অনাদৰ ও কখন কখন প্রহাব ভোগ কবিয়াও ইহারা গৃহস্থেব যে উপকাৰ সাধন কৰে, এদেশী গৃহস্থ সে পরিমাণে তাহাব কোন যত্নই লয়েন না । ইহারা গৃহস্থকে বাঢ়ী প্রত্যাগমন কবিত্তে দেখিলেই লাঙ্গুল চঞ্চল কবিত্তে থাকে, এবং দিবাভাগে একপার্শ্বে নির্ঝাঁক হইবা শুইয়া থাকে ও বাত্রে বস্ত্র পশু ও তত্বকে বাটীতে প্রবেশ কবিত্তে দেখিলেই চিংকার কবিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়, অথবা তাহাদিগের ববে গৃহস্থেব নিদ্রা ভঙ্গ কবিয়া উহাদিগেব মনোযোগ আকর্ষণ কৰে । ইহাবা নিজেব বাটীতে সামান্য অধম ভৃত্য হইলেও অল্প বাটীৰ অপবিচিত্তেব নিকট দাঁতবান্বেব স্বরূপ । এদেশে একটী প্রচলিত ধৰণা আছে যে, ইহাবা গৃহস্থকে বহুপুত্রেব পিতা হইবাব নিমিত্ত আশীৰ্বাদ কৰে, কাৰণ তাহা হইলে উচ্ছিষ্ট মুষ্টিব সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে । যে পশুকে যত্ন না কবিলেও প্রভুৰ নিমিত্ত মঙ্গল কামনা কৰে, তাহাকে যত্ন কৰা নিতান্ত আবশ্যক । কুকুৰ প্রভুৰ অৰ্থেব খলি পাহাবা দিতে শকটচক্রে প্রাণ ত্যাগ কবিয়াছে, তথাপি স্থান ত্যাগ কৰে নাই । প্রভুৰ সহিত পৰ্ব্বতা-বোহণ কবিয়া প্রথন্তান্ত তুৱাৰহত প্রভুৰ পাৰ্শ্বে কুকুৰঅনাহাৰে কতকাল অশ্রু বিসৰ্জন কবিয়াছে । প্রভুৰ অবৰ্ত্তমানে তাহাৰ উত্থানে প্রোদিত অৰ্থ অপহৃত হওয়াব, কুকুৰ সে সংবাদ প্রভুকে জানাইয়াছে ও তত্ববেৰ বাটী দেখাইয়া দিয়াছে । একুপ বিম্বস্ত প্রভুপৰাণ জীব জগতে অৱ নাই ।

বিড়ালকে অতি অল্প লোকেই প্রতিপালন করিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দেখিতে অতি সুন্দরী । ইহাবা গৃহস্থামীর দৃষ্টি যত

হুউক, আহাবেব নিমিত্ত ইন্দুৰ মাৰিয়া। প্ৰকাৰান্তৰে উপকাৰ কৰে ; কিন্তু অপকাৰও যথেষ্ট কৰে। ইহাৰা কুকুৰেৰ মত স্ববোধ নহে। ও স্বার্থ সিদ্ধিৰ নিমিত্ত গৃহস্থেৰ ভাল মন্দ বিচাৰ কৰে না। স্ববিধা পাইলৈই মৎস্ত দুগ্ধ ভক্ষণ কৰিয়া ইহাৰা গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত কৰে।

পশুপালন-ব্যবসায় হিসাবে মেৰ ও ছাগ প্ৰতিপালিত হ'ব, কাৰণ স্বাভাবিক নিষৰে সংখ্যাৰ বৃদ্ধি পাইয়া ইহাৰা পালন কৰ্ত্তাৰ ধনাগমে সহায়তা কৰে। তৰে সখেৰ নিমিত্ত যুগেৰ মত কেহ কেহ ইহাদিগকে গৃহে প্ৰতিপালন কৰিয়া থাকে। ইহাদেৰ চৰ্দ্ধ অনেক বোগে উপকাৰ সাধন কৰে।

বঙ্গদেশেৰ ঋতু সকল

এক এক ঋতুৰ সময়কাল—ফুল ফল—ক্ৰীড়া-
কৌতুক—পূজা পাৰ্ৱণ—বিকি কিনি—ইত্যাদি।

বঙ্গ দেশ ষড় ঋতুক লীলা নিকেতন। গ্ৰীষ্ম, বৰ্ষা, শৰৎ, হেমন্ত, শীত, ও বসন্ত, এই ছয় ঋতু পৰে পৰে এমেশে দেখা দেয়, এবং প্ৰত্যেকটীৰ আগমসময়ে নূতন নূতন স্বাভাবিক বৈচিত্ৰ্য অন্মভব কৰা যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গ্ৰীষ্মকাল, আষাঢ় শ্ৰাবণ বৰ্ষাকাল, ভাদ্ৰ আশ্বিন শীতকাল, কাৰ্ত্তিক অগ্ৰহায়ণ হেমন্তকাল, পৌষ মাঘ শীতকাল এবং ফাল্গুন চৈত্ৰ বসন্ত কাল।

দববৰ্ষেৰ সঙ্কে সঙ্কে প্ৰচণ্ড মৰ্ত্তণ্ডেৰ প্ৰথম কিৰণে দেশ যখন শুক হইয়া যায়, সৰ্কলেবই কণ্ঠতালু শীতল বাৰিষ নিমিত্ত যখন উৎকণ্ঠা প্ৰকাশ কৰে, সৰোবৰেৰ নিয়ন্তলস্থ জল আতপ তাপে উত্তপ্ত ও জ্বল হওয়ার মৎসগুণি যখন উহাৰ লতা ও ফুল কুঞ্জেৰ তলে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে, প্ৰান্তৰে শ্ৰামল স্বকোমল কূৰ্ণেৰ অভাবে গাভীগুলি যখন বৃক্ষছায়ায়

যতক্ষণ হইয়া উর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান থাকে, সংসারের কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া অনেকেই যখন বাটীর শীতল গৃহের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করে, এবং চিবুপবিশ্রমী বাটীর গৃহিণীও যখন বিভ্রাণের হইতে প্রাতে প্রত্যঙ্গত বালক সমূহকে লইয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম অসম্পাদিত রাখিয়া অন্ধকার গৃহে অবস্থান করেন, তখনই মনে হয় গ্রীষ্মকাল আসিয়া দেখা দিয়াছে। সাবাদিনের উত্তাপ ক্রমশঃ সঙ্কট করিয়া সকলেই যখন সাক্ষ্য সমীপেব অপেক্ষা কবিতো থাকে, ক্রমশঃ যখন কর্ণিত ভূমির নিমিত্ত সতৃষ্ণ নয়নে কেবলই উপর দিকে অনিমেষ লোচনে প্রার্থনা করিতে থাকে, অপহৃতবসা বহুদ্রব্য বৃক্ষমূলাদিব কাতর হৃদয় বিগলিত হইয়া যখন তাহাদিগের নিমিত্ত সঞ্জীবনী সুধাবাবি আবাধনা করে এবং যখন “কাল বৈশাখী” জলদজাল কখনও ঘনীভূত হইয়া বাবি বিতরণ পূর্বক তাহাদেব অন্নদায়িনী ভূমিব কথঞ্চিত্ত তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং কখনও বা বায়ুপ্রবাহ যখন উহাকে দূবে বিক্ষিপ্ত কবিতা ধবা বক্ষে তাণ্ডব নৃত্য কবে, তখনই মনে হয় গ্রীষ্মকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এ সময় মৎস নিতান্ত দুর্লভ্য নহে। তবকারিব মধ্যে আলু সত্তা। অনেকে এসময় নিমঝোল, এঁচোডের তবকাবি, গব্য ঘৃত, আনের কোল ইত্যাদি খাইয়া শবীর স্নিগ্ধ কবে। বৈকালে ফলের মধ্যে পাকা বেলা, শশা, তবমুজ, পেঁপে, ডাৰ ইত্যাদি পাওয়া যায়। আতপসম্পূর্ণ পিপাসিতোবা ঐ সবকিছু ফল ভক্ষণ কবিতা সন্তুষ্টি লাভ কবে। যাহাদের বাটী পল্লীগ্রামে তাহাবা কি সকালে কি বৈকালে নদী বা বাপীতটে বাধান ঘাটে বসিয়া বেলা মল্লিকা যুথিকা সঞ্চয় করিতা দিবা ভাগের ক্রৈশঃ ভুলিয়া যায়। জীলেকের ঠাকুর ববে বসিতা চম্পক, বেলা, গজবান্স, চন্দন ইত্যাদিতে প্রস্তুত চরণায়ুত মুখে ও মস্তকে গ্রহণ করিতা মনের সুখে দিনের গরম ভুলিতা যাম। এ সময়ে নদ নদী, খাল বিল ও পুষ্করিণী দীর্ঘিকা শুষ্কপ্রায় হয়

এবং স্থলপথে বাণিজ্য কার্য সমাধা হয় । ময়ালীৰ ববিশস্তেৰ এখনও বিকি-
কিনী হইতে থাকে । গ্ৰীষ্মেৰ অবসানেৰ কিছু পূৰ্ণ হইতে পাকা আমেৰ
বণেষ্ট কাববাৰ হয় । কাঁঠাল এসময়েও সস্তা হয় না । যাহা হউক জ্ঞান
বান জামৰুল খাইয়া সকলেই ভূপ্তি লাভ কৰে । হুম্মানেৰ আনিত
সহকাৰ কলে সকলেই অন্ত অভাব ভুলিয়া যায় । অনেকে আমেৰ বসে
পৰিপূৰ্ণ হইতে থাকে অনেকে আৰাৰ পেটেৰ পীডায় আক্ৰান্ত হয় ।
পানীৰ জল এসময় উষ্ণ ও পবিত্ৰত কৰিয়া এবং অতি ভোজনৰ বিষয়
সতৰ্কতা অবলম্বন কৰিয়া অমেকে ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ কৰেন ।
এ সময় পাৰ্কৰমেৰ মধ্যে বণিকদিগেৰ নূতন খাতা ও মহবৎ এবং সীতা
মবনী ব্ৰত সাবিত্ৰী ব্ৰত, জামাতা বটী ও শ্ৰীশ্ৰীগঙ্গা পূজা ও মনসা পূজা ।
এ সকল পাৰ্কৰে শ্ৰীলোকেবা যত আনন্দ অনুভব কৰে বালকেবা সেৱপ
কৰে না । তাহাৰা এ সময় হাড়গুড়ু অথবা কুটবল ও হকি খেলায়
উদ্বল হয় ।

গ্ৰীষ্মেৰ ষটিকা ও উত্তাপকে প্ৰশমিত কৰিবাব নিমিত্ত প্ৰাবৃটেৰ
আবিৰ্ভাব হয় । বৰ্ষাৰ প্ৰাৰম্ভে বহুক্ষণা বেক্সপ সজীবনী বসে
উৎফুল্ল হয়, ক্ষেত্ৰ গুলি বেক্সপ নবলতিকা, লোহিত ও সবুজশাক
ও বীজ ধাঁজেৰ হবিংপ্ৰভা ধাবণ কৰে, এবং ক্ৰমে হবিজা ও বেণ্ডনি
পুষ্পে সুশোভিত হইয়া আনন্দ বৰ্দ্ধন কৰে, শ্ৰাবণেৰ অবিষত বাবিধাবা
মন্তকোত্তলমে প্ৰয়াসী ফলভবে অবনত লতা দেখিয়া সেইৰূপ আনন্দ
পাওয়া যায় । বৰ্ষাৰ শেষে বনী, ধীবৰ ও নৌকাজীবীৰ আনন্দ বদ্ধিত হইতে
থাকে বটে, কিন্তু অতিবৃষ্টিৰ আতিশয্যে পৰ্ণকুটীৰবাসিগণেৰ উটজাবলী ভয়
হটলে তাহাৰা মেঘবাৰিৰ সহিত অশ্ৰুবাৰি মিলাইতে থাকে । কখন বা
ক্ষেত্ৰাদি জলমগ্ন হওয়ায় কৃষক গ্ৰামেৰ দেবতাৰ নিকট পূজা মানিতেছে । তবি
ভয়কাৰী মহাৰ্ঘ হওয়ায় এবং পূৰ্ণ হইতে শুক কাঠ বা পুৰীষ সংগৃহীত না

থাকায় অনেকেই কবতললয়গও হইয়া বসিয়া আছ। গ্রীষ্মের ইচ্ছা এইবাব দবিদ্রের উদয় পূরণের নিমিত্ত কাঁটালে পবিণত হইয়াছে, অন্ন রসের যন্ত্ৰেব মধ্যে লেবু ও আনাবসে দেশ ভরিয়া গেল, এবং ধনী ব্যক্তিবা অধিক মূল্যে বেহারের ও মালদহের আশ্রয়ে বসনা পবিতৃপ্ত করিতে ব্যস্ত হইলেন। বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহার্য চাউল, ডাইল ও আলুৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং কচু কুম্ভাও কাঁচকলা ও নাবিকেল প্রধান তরকাবী রূপে পবিগণিত হইল। গৃহস্থ আব সে পবসায় সে পবিমাণ আহাব দিয়া বালকগণকে তৃপ্ত কবিতে পাবতেছেন না। এদিকে মালের যোগান অপেক্ষা টান অধিক থাকায় মহাজন, ব্যাপাবী ও দোকানদাবেব নোকা গুলিতে নদীশ্রোত পবিপূর্ণ হইতে লাগিল। স্কুলেব বালকেবা এই সময় জলে ভিজিয়া প্রাণ ভবিয়া বুটবল খেলিতেছে এবং মুড়ি মটব ঝালছোলা ও চিনেব বাদাম থাইয়া কখন অবগ্রস্ত ও কখন উদবাসয় পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছে। এদিকে অন্নবয়স্ক বালকেবা যখনই জলশ্রোত পাইতেছে তখনই কাগজেব নোকা ভাসাইতেছে। রখেব সময় বালকেব যেমন আনন্দ পল্লীবিধবা ও নিয়শ্রেণীর ছেলেদেব ও সেইরূপ আনন্দ। পল্লীব ভদ্র ব্যক্তিবাও এই সময় গাছেব চাবা ক্রম কবিতে মহা ব্যস্ত। এবাব কেন বথ চলিল না চাকা বসিয়া গেল, অল্পবাব কেন ভাল চলিয়াছিল ও অধিক লোক কাটা গিয়াছিল এবং এক এক জন কতবার ষথেব দড়ী স্পর্শ কবিতে সমর্থ হইয়াছিল, এই লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। কেহ কেহ নিকটাত্মীয়কে বথচক্রে অথবা পীড়ায় হত বা মৃত হইতে দেখিয়া মনঃকষ্টে গৃহে প্রত্যাগত হইতেছে এবং কেহবা প্রয়োজনীয় ও ষথেব সামগ্রী ক্রম কবিয়া উপহার গ্রাহকদিগেব ভাবী আনন্দ মানসেন্দ্রে অবলোকন করিয়া পুলকভাবে গন্তব্য পথের ক্রেশ ভুলিয়া যাইতেছ।

প্রাবুটেব মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দর্শনের পর শবতের প্রথম বন্ধি যেন হাঁসি মুখে দেখা দেয়। বালকেবা বৌদ্ধের নবসঞ্জীবনী বশ্মিপ্রভাবে পুলকিত হইয়া এখন হইতে পূজার বিলম্ব কত বিজ্ঞাসা করিতে থাকে। এ সময় জলমগ্ন ভূপৃষ্ঠ জল নিকাশের পৰ ক্রমে ক্রমে তৃণ-শ্রামল-মস্তক উত্তোলন করিতে থাকে, এবং গ্রামের গাভীগুলি জলপাব হইয়া ঐ তৃণ ভক্ষণ করিয়া যে আনন্দ প্রকাশ কবে বাখাল বালকও সেইরূপ আনন্দে অভিভূত হইয়া গীত গাহিয়া যেন বর্ষায় সুখুপ্ত গ্রামে নবজীবন সঞ্চার করিতে থাকে। তাহার বংশীধ্বনি দূর হইতে শ্রবণ কবিলে মনের অভ্যস্তা দূরে চলিয়া যায়, এবং প্রকৃতি বিশেষে কেহ বা নূতন আবেগে কেহ বা নূতন উত্তমে কর্ম্মময় জগতের সম্পাদ্য বিষয়ে আপনাকে আপনি নিযুক্ত করিতেছে।

যদিও এ ঋতুৰ ঝুলনবাত্মা বাষ্পিপূর্ণিমা ও জন্মাষ্টমী সেক্সণ সমা-
 রোহের সহিত সর্বত্র সম্পন্ন হয় না, তথাপি এক চর্গেৎসবেই হিন্দু
 একশত পূজার আনন্দ অমূল্য কবে। নূতন বস্ত্র ও পাছকা পরিবে
 বলিয়া বালকেবা যেক্সণ ব্যস্ততা প্রকাশ কবে, সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী
 পূজা দর্শন ও বিজ্ঞার ভাসান দেখিবে বহিষা আবাল বৃদ্ধ বনিতা
 সকলেই সেক্সণ লালায়িত হয়। ইহার পর বিজ্ঞার কোলাকুলিতে
 ক্ষুদ্র-স্বার্থ-ত্যাগ ও অনেক সময় মনের মিলন কি অদ্ভুত। খেত ও
 লোকিত পঙ্কিনী পূজার সময় প্রতিমার সন্মুখে যেন হাঁসিতে থাকে—
 কুসুমের বাণী যেন স্বয়ং আসিয়া মানব মনে নিষ্কাম ধর্ম্মের নিত্য-
 ভাব জাগরক করিতে থাকে। গোলাপ সৌভতে ও শোভায় অদ্বিতীয়
 হইলেও পাবস্তের পুষ্প বলিয়াই হউক বা বে কাবণেই হউক, না-
 হইলে-নয় বলিয়া অমূল্য হয় না। এদিকে ফুলভাবে “নিরাকুল”
 সেফালিকা বৃক্ষের তলে বালক বালিকা বা শিশু-শিশু পুষ্পের নিমিত্ত

মহাবাস্ত। কামিনীৰ সৌৰভে আকৃষ্ট হইয়া সকলেই উহা লাভ কৰিতে যখনই স্পৰ্শ কৰিতেছে তখনই উহাৰা দল হইতে ঝৰিয়া ঘাইতেছে। বালিকাৰা গোছা গোছা মালা কবিতা আপনাবজনদেব উপহাৰ দিয়া স্থখী হইতেছে।

পল্লীতে মৎস্ত সুলভ হইলেও আলু মোটেই পাওবা যায় না, অথবা দুৰ্ঘল্য। তবিতবকাবীৰ মধ্য বৰ্ষাৰ সেই কচু কুম্ভাণ্ড কাঁচকলা ও মাৰিকেল। ফলৈৰ মধ্য আতা, মৰ্ত্তমান চাঁপা ও কাঁটালি বলা, ও বাতাবি লেবু। মৰ্ত্তমান নাকি কোনকালে মাটীবান হইতে এবং বাতাবি নাকি ব্যাটেভিয়া হইতে প্ৰথম আনীত হয়।

সকলেই এ সময়, আতাবীয়, নিত্য প্ৰয়োজনীৰ ও বিলাস দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰে বলিয়া মহাজন, দোকানদাৰ ও ব্যাপাবীদেব যথেষ্ট বিকিকিনী চলে। এদিকে বঙ্গদেশেৰ নূতন পণ্য সম্ভাবে পৰিপূৰ্ণ পাটেব নৌকা-গুলিতে শ্ৰোতস্থিনী নদী নালা পৰিপূৰ্ণ হয়। পাটেব চাঁষ কবিতা ক্ৰয়ক পূৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবাব সামৰ্থ্য লাভ কৰিতেছে এবং ধানেব চাব কবিতা ক্ৰয়ক অগ্ৰহায়ণ মাসেৰ পূৰ্বে টাকা পাটবে না বলিয়া হয় পূজাব কেনা বেচা স্থগিত বাধিতেছে, না হয় ক্ষেত্ৰে কচুলাব ললিত উদাৰ হাত মহাজনকে দেখাইয়া দান লইয়া সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিতেছে।

পল্লীতে পূজাব বিজয়াৰ বাজ খেলিতে হইবে বলিয়া বালকেবা নৌকা বাহিয়া এ সময় ব্যায়াম কৰিতে থাকে। সহবেব বালকেবা যতদিন না শীত পড়ে ফুটবল লইয়াই ব্যস্ত। নূতন হিম বাহাতে না লাগে সে বিষয়ে সাস্থান হইলে অৰে আক্ৰান্ত হইবার ভয় থাকে না।

হেমন্তকালে বঙ্গদেশে শীত যত না হউক হিম যথেষ্ট অল্পভব কবা যাক, এবং গ্ৰীষ্ম বৰ্ষা শবৎ হইতে বাস্তবিক যেন একটি ভিন্ন ঋতু আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ সূৰ্য্যদেব যেন কিছু বিলম্বে উঠিতেছেন ও তাহাৰ

যেন সেরূপ তেজ নাই এবং বৈকালে যেন শীতল বাইতেছেন ও ধুমগুলি উপরে উঠিতে না পারিয়া অন্তাচল গমনোন্মুখ ববিকে যেন অন্তবালে বাধিতে ইচ্ছা করিতেছে । কোণার দক্ষিণ মলয়েব অপেক্ষায় সকলই জামা খুলিয়া বসিবে না একেবারে উত্তরে বাতাসে তাহারা গাত্র আবৃত করিতে ব্যস্ত । তবে তবকাবী ফলমূল সমস্তই বিশেষ বিভিন্ন প্রকারের । আলুই কত বকমেব যথা শাঁকআলু গোলআলু বাঙ্গাআলু ইত্যাদি । ফুলেব সেবা গোলাপ রূপে শুণে মন হরণ কবে এবং গাঁদা ফুলে বাগান আলো কবে । ক্রমক ধাত্ত কাটিয়া নবান্নেব দিন বৎসবেব হাঁসি একবাব হাঁসিয়া লয়, কাবন কিছু পবেই ম্যাগেবিয়া, না হয় মহাজন, না হয় জমিদাবেব ভাবনার তাহাব সম্বৎসব কাটিয়া যায় । বালকেবা কুটবল ত্যাগ কবিয়া ক্রিকেট ও লনটেনিসে মনোনিবেশ কবে এবং ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার ভগিনীৰ নিকট ফোঁটা পাইয়া বাজি পুড়াইবে বলিয়া কালিপূজাব দিন গুনিতে থাকে । সমগ্র বঙ্গের ধাত্ত লইয়া স্বদেশী বিদেশী মহাজনদেব অতিশয় বিকিকিনী হয় এবং ক্রমক বস্ত্র না লাভ কবে মহাজন ও ব্যাপারীবা তাহাব শতগুণ লাভ করিয়া থাকে ।

প্রাতঃকালীন কুরাসা ও সন্ধ্যার পূৰ্ব হইতেই হিম-চাপা ধূমে ভরা আকাশ দেখিলে যেরূপ শীতকালেব কথা মনে পড়ে, প্রাতে ও সন্ধ্যা পুরুষজাতিও নানাবিধ রত্নিন বস্ত্রে গাত্র আবরণ কবিয়া বাইতেছে ও কেহ কেহ হালক্যাসানেব আজ্ঞামূলধিত দীর্ঘ জামা পবিয়া বাইতেছে দেখিলেও সেইরূপ শীতকালেব কথা মনে হয় । অঙ্কেব যেরূপ কিবা বাজ কিবা দিন দরিত্রেব ও সেইরূপ কি বর্ষা কি শীত । বর্ষায় সে ভিক্ষে মবিয়াছে এবং অতি বুড়িতে হয় মজুবি কবিত্তে বাইতে পার নাই, না হয় জালানী কাঠের অভাবে দুই বেলা অন্ন পাক কবিত্তে পার নাই । এ দিকে শীতে তেমন বোজগার নাই বলিয়া শীতোপযোগী বস্ত্র বা আহাব বা আশুণ

পোহাইবাব অগ্নিও তাহাব নাই। শীতকালে, আলু, বেগুন, কপি, মুলা, যথেষ্ট। ফুলেৰ মध्ये কমলাক প্ৰদেশেৰ লেবু, সাঁকআলু ইত্যাদি এবং ফুলেৰ পুৰুষ গোলাপ, ও আলো কৰা গাঁদা। সান্নিধ্য বিকাৰ ও সৰ্দিৰ জালায় প্ৰায় সকল গৃহস্থই ব্যতিব্যস্ত। এই কালে এক এক ইন্ধুলেৰ বালকদেব সহিত অপৰ ইন্ধুলেৰ বালকদেব ক্ৰিকেট ম্যাচ খুব ধুমধাম হয়। শীত ঋতুতে পৌৰ পাৰ্কিং ব্যতীত হিন্দুব কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য পূজা পাৰ্কিং না থাকিলেও সাহেবদেব বড় দিনেৰ ছুটি সকল বালকই প্ৰতীক্ষা কৰিয়া থাকে, কাৰণ ইহাতে বোগ দান কৰিতে না পাৰিলেও বেশ দীৰ্ঘ অবকাশ পায় বলিয়া সকলেই ইহাৰ জন্ত লালায়িত। এই সময় ভাবতবৰ্ষেৰ কোন না কোন প্ৰসিদ্ধ নগৰে প্ৰতি বৎসৰ সমগ্ৰ ভাবতবাসীৰ জাতীয় সম্মিলনী এবং ব্যবহাৰিক শিল্প প্ৰদৰ্শনী হইয়া থাকে। নতুন চাউলেৰ ও শীতবস্ত্ৰেৰ যথেষ্ট বিকিকিনো হয় এবং কাবুল দেশেৰ সদাগৰদেব সহিত প্ৰত্যেক পল্লীতেই দেখা হইয়া থাকে।

প্ৰান্তৰ মেঘাছন্ন আকাশ দৰ্শনেৰ পৰ শব্দেৰ সজীবনী বোজ্জ ও জ্যোৎস্নাৰ হাসি যেকুপ প্ৰীতিকৰ বোধ হয়, দাৰুণ শীতেৰ পৰ বসন্তেৰ মুহূৰ্ত্ত মধুৰ মল্ল হিমোল যেন তপ্পেকা অধিক প্ৰাণপ্ৰদ বলিয়া বোধ হয়। এ মধুৰমাসেৰ মধুযামিনীতে কত কবির যে কত ভাব জাগৰিত হইয়াছে এবং তাহাতে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যেৰ যে কত পৃষ্ঠা উজ্জল হৈয়াছে তাহা অনেকেই অবগত। ঋতুবাজ বসন্তেৰ দূতৰ পঞ্চম স্বৰ ও সহকাৰ মুকুলেৰ সৌভাগ্যগীত যে কতবাৰ গীত হইয়াছে, তাহাৰ সংখ্যা কৰা যায় না।

বসন্ত কালে ফুলেৰ কি বাহাব। অমূল্য পীতবৰ্ণেৰ চম্পক ঘাছা, এদেশী কেন বিদেশী কবিবাও শ্ৰবণীয় কৰিছেন, সেই হেম পুষ্পেৰ সহিত শোণ বৰ্ণেৰ অশোক, বাসন্তী বা মাধবী লতাৰ পুষ্প এবং বসন্তেৰ অবসান কালে শ্বেত বৰ্ণেৰ বেণী ও বৃথিকার বৈচিত্ৰ্য দেখিলে মনে হয় জগদীশ্বৰ

বঙ্গদেশ কেন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষে সকল ইন্দ্ৰিয় সুখেৰে নিমিত্ত যেন বসন্ত কাল দিয়াছেন । দৰ্শনেন্দ্ৰিয়েৰ নিমিত্ত নানা বৰ্ণেৰ পুষ্প, শ্ৰবণেন্দ্ৰিয়েৰ নিমিত্ত কোকিলেৰ পঞ্চম স্বৰ, ঘ্ৰাণেন্দ্ৰিয়েৰ নিমিত্ত বিবিধ পুষ্প, স্পৰ্শে-ন্দ্ৰিয়েৰ নিমিত্ত মন্দ মলয় এবং রসনেন্দ্ৰিয়েৰ নিমিত্ত কদলী, শ্ৰীফল, ও নানাবিধ তৰিতবকাৰী ।

বাগকেবা পৰীক্ষাৰ নিমিত্ত এ সময় প্ৰস্তুত হয় ও পৰে অব্যাহতি পায় । ক্ৰিকেট ব্যাডমিণ্টন লনটেনিস পূৰ্ববৎ ভাবেই চলিতে থাকে । শীতলা বা ওলা দেবীৰ ক্লপাৰ কিন্তু সকলে মধুমাৰেৰে সুখ অহুভব কবিতো পায় না । দোল পূৰ্ণিমাৰ কিন্তু সকল খেবেই আমোদ । বাগক ও কোন স্থলে যুবেকেবাও ইহাতে মাতিয়া বিভোৰ হয় । চড়কেৰ আৰ সে জাঁক জমক নাই । কতিপয় ক্লপ ব্যক্তি ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবাৰ নিমিত্ত সংঘত থাকিয়া গেলুয়া বগ্ৰে চড়কেৰ দিন পূজা দেয় মাত্ৰ ।

পয়লা বৈশাখ বলিকনিগেৰ নূতন খাতা বলিয়া বসন্তেৰ অবসানে-ব্যবসায়ীৰ কৰ্মচাৰীৰা পূবাতন খাতাৰ কৈনিৱং কাটিয়া নূতন বৰ্ষেৰ জেৰ টানিতে শৰবাস্ত । ওদিকে খোদ ব্যবসায়ীৰা বিকিকিনীতে ব্যস্তমন্ত । চৈত্ৰ সংক্ৰান্তিতে গত প্ৰায় বৎসবেৰ কত কথাই মনে আসে । কত কৰ্ম্ম অসম্পাদিত থাকে । পৰ বৎসব কৰ্ম্ম সমাপ্ত কবিব বলিয়া মনকে প্ৰবোধ দেওৱা যায় বটে, কিন্তু বে বৎসবটী চলিয়া যায় সেটী আৱ ফিৰে আসে না ।

একটী নদী ।

পবিত্র সলিলা গঙ্গাব অন্তস্থান নগাধিবাজ হিমালয় গিৰি । সৰ্বপাপ-
সংহাবিনী কৈবল্যদায়িনী গঙ্গাব উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে নানা কথা শুনিতে
পাওয়া যায় । কিন্তু সকল উদ্ভব কথায় দেবলীলাস্থান যোগেন্দ্ৰ বাহিত
জলদকনকবসনা তুষাবমণ্ডিত হিমাদ্ৰি যে সলিল বাশি মুকুটে ধৰিয়াছে
তাৰাব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ।

“কেচ বণে ছিলে ভূমি ব্রহ্ম কমণ্ডলে”

কেহ বলে বিষ্ণুপদে তোমাব উদ্ভব

ধূৰ্জটীৰ অটাবন্ধে ছিলে কেহ বলে,

বেহ বলে জহ্নুমুনি পিতা হন তব ,

বসুন্ধৰা জীবেব অনাৰু ষ্টিভনিত উদ্ভাপ ক্ৰেশ নিবাবণ কল্পে অধিগগকে
কঠোৰ ব্রহ্মআবাধনা কবিত্তে অহুবোধ যবেন এবং তাৰাবই যলে দেবতা-
কুপায় হিমাদ্ৰিমুকুটে সলিল বাশি সঞ্চিত হয় । যে কাবণেই হউক
হিমালয়েব হিমদ্রবনে জন্ম লাভ কৰিয়া পৰ্ব্বত হুহিতা গঙ্গা পৰ্ব্বতপথে
আপনাব বক্রগতি আগনিই প্রাপ্তত কৰিয়াছে এবং তথায় ইহা অতিশয়
শ্রোতস্থিনী । এই পার্বত্য পথে কক্ষণ ও হবিষ্যাক্ষকে পবিত্র ভূমি
কৰিয়া স্বীয় জলবাশি বহন পূৰ্বক ক্রম-নিয় ভূমিতে আসিয়া মহ্নগতিতে
দেহ বিস্তার পূৰ্বক গঙ্গা পূৰ্বদিকে প্রবাৰিতা হইয়াছে । এখন চাইতে
ইহাৰ নিৰ্ম্মল জলেব বৰ্ণ ও আৰ্ধ্যাবৰ্ত্তেব মৃত্তিকা ও বালুকাব-সহিত মিশ্ৰিত
হইয়া গৈবিক বৰ্ণ ধাবণ কৰিয়া পশ্চিমথো ঠহাব নিয়গৰ্ভে, বরনীয়া ও
কুমলীলা-কথামতে সতত সংস্পৃক্তা যমুনা, ভক্তেব অৰ্ধ্য স্বৰূপ স্বীয় সলিল
বাশি আনিয়া মিশ্ৰিত কৰিয়াছে । পুণাতোয়া গঙ্গা তথায় যমুনা-জল-
প্রবাহেব সৰ্বত মিলিতা হইয়াছে সে স্থানটী বড়ই বৰণীয় । যমুনা-

তবঙ্গ-মিশ্রিত-গঙ্গা কোথাও ইন্দীবর ও কোথাও বেঁত পল্লের মালাব স্তায় প্রতিভাত হইতেছে । এই স্থানের পবিত্র তটে কত কুন্তমেলা ও পবিত্রাস্থার সমাবেশ হইয়াছে এবং উহা অবলোকন করিতে যে কীৰ্ত্তবাব কত অসংখ্য ধর্ম্ম-প্রাণেব সমাগম হইয়াছে এবং তাহাদেব বস্ত্রব অভাব মোচন করিতে উত্তর নদী বহিয়া যে কত পণ্য সম্ভাবে ও বণিকবৃন্দে পরিপূর্ণ নৌকার গমনাগমন হইয়াছে তাগাব আব ইয়ত্তা কবা যায়না ।

যমুনার জল গ্রহণ কবিয়া গঙ্গা স্ফীত হুইলে উত্তর পার্শ্বস্থ ভূমিতে এবং মানবমনে নবজীবন সঞ্চার কবিত্তে করিতে পুণ্যভূমি দেবতাবাহিত মর্ত্তেব স্বর্গ কাশীধামে আসিয়া পহুছিয়াছে । এই স্থানেই ভক্তদেব মধ্যে আলোচনা হইয়া থাকে যে গঙ্গাকে কাশীধাম পবিত্র কবিয়াছে না কাশীধামকে গঙ্গা পবিত্র কবিয়াছে । যাহা হউক গঙ্গা লইয়াই কাশী-ধামের পবিত্রতা এবং কাশীধাম লইয়া গঙ্গাব মাহাত্ম্য, কাবণ কাশীধামেব গঙ্গাতটে বে কত মহাত্মা মোক্ষ লাভ কবিয়াছেন তাহাব আর সংখ্যা করা যায় না ।

এইবাব শৌণ নদেব জীবৎ শৌণ বর্ণেব জলবাশি বহন কবিয়া গঙ্গা বঙ্গদেশের পূর্বকাব রাজধানী পাটলীপুত্র বহিয়া চলিতে লাগিল । সমগ্র বঙ্গের শত্রু ভাণ্ডাব এই উত্তর নদী দিয়া পাটনার উপস্থিত হইয়া তথাকাব বাগিচা সম্পদ বৃদ্ধি কবিয়াছে । আজি কালি উহা বঙ্গের রাজধানী কলিকাতার অনীত হয় ।

অধিক জলরাশী বহন কবিয়া গঙ্গা ক্রমে প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গঙ্গা ও পর্বে মেঘনা নাম ধবিয়া পূর্ব বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে । জলরাশির আধিক্যেই হউক, অথবা কল্পনার আবেগে পথিমধ্যে ভগীরথের স্নাতক প্রার্থনার সগর বংশেব উদ্ধাবেব নিমিত্তই হউক গঙ্গা স্বীয় জলরাশির কতকংশ দান করিয়া মানব জনেব মঙ্গলার্থে ও নানা নগরীকে সমৃদ্ধ করিতে ললিতাকুণ্ডিবি নিকট সমুদ্রের অভিমুখে পাঠাইয়া দিয়াছে । •

সগৰ বংশেৰ কতদূৰ পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছিল তাহা শাস্ত্ৰকাৰগণ দেখিবেন । কিন্তু আমবা একথা বলিতে পাৰি যে ভাগীৰথী উভয় পাৰ্শ্বে সমৃদ্ধিশালিনী বহু নগৰী প্ৰতিষ্ঠিত কৰিরাছে । মুৰ্শিদাবাদ দেউশত বৰ্ষ পূৰ্বে ঋদ্ধাপণশ্ৰেণি সমন্বিত হইয়া কত ধনী লোকেৰ আবাসস্থান বলিয়া সগৰ্বে ইহাৰ ভাবে এখনও দণ্ডায়মান । অৰুনা ৰপ্তানী ও আমদানীৰ পণ্যসম্ভাৰে পৰিপূৰ্ণ বাষ্পীৰ পোতে আজি গঙ্গাৰ দক্ষিণাংশ পৰিপূৰ্ণ । ভৰাপালে চেউ ভাঙ্গিয়া কত বে দেশীয় বৃহদাকাবৈৰ নৌকা পাটেৰ গাঁইট বহন কৰিয়া চলিয়া যাইতেছে তাহাবই বা সংখ্যা কে কৰিবৈ । যে পলাশী প্ৰাঙ্গনে মুসলমান বাজলক্ষী বিচলিতা হইয়াছিলেন সে প্ৰাঙ্গন ভাগীৰথী স্বীয় বক্ষে ধাৰণ কৰিয়া আজিও ইতিহাসেৰ একটা ঘটনা জাঙ্ঘল্যমান ৰাখিরাছে । কিন্তু পৰিমন্যে নবদ্বীপেৰ স্বাৰ্থশিবোমনিৰ জয় ঘোষনা কবিতো ভাগীৰথী বদ্ধ পৰিকৰ । পূৰ্ণকাৰ পণ্ডিতমণ্ডলী ভাগীৰথী-তবঙ্গ-সম্পৃক্ত ভাববাত ও তীব্বেৰ পবিজ ভূমি সৰ্ব্বদে কত না সূখ্যাতি কৰিরাছেন । বঙ্গের সূখী ও তন্ত্ৰবৃন্দ পূৰ্বে গঙ্গাৰীৰ বাতীত বঙ্গের অস্ত্ৰ কোন স্থান অধিক বমনীয় বিবেচনা কৰেন নাই । তন্ত্ৰ বল পণ্ডিত বল সাধক বল বঙ্গদেশেৰ কোন্ ধৰ্ম্মপ্ৰাণ ভাগীৰথী তীব্বে না উদ্ভূত হইরাছেন ? অবতাব মধ্যে চৈতন্ত্ৰ, তন্ত্ৰ মধ্যে বামপ্ৰসাদ, কবি মধ্যে ঈশ্বৰ চক্ৰ, তাকিক মধ্যে জগন্নাথ তৰ্কপঞ্চানন, ভাবুকেৰ মধ্যে বুনো ৰমানাথ, কে না ভাগীৰথীতীব্বেৰ সূখ্যাতি কৰিরাছেন ? কেনা আত্মহাৰা হইরাছেন ? ভূতত্ববিদগণেৰ মতে বৰ্ণিণ বঙ্গদেশ গঙ্গাৰ কুপায় উদ্ভূত হইরাছে । এ কাৰণে বঙ্গদেশ নিতান্ত সমতল । সমতল ভূমিৰ চিবন্তন প্ৰথা অল্পসারে নদী গৰ্ভে জলবাশিৰ আধিক্য হইলেই তীব্বে ভূমি উন্নত হয় ও জল প্ৰাবন দেখা দেয় । এ কাৰণে পূৰ্ববঙ্গে প্ৰতি বৎসৰই গঙ্গাৰ উভয় পাৰ্শ্বে অববাহিকা ভূমি প্ৰাবিত হয় ও জল নিকাশেৰ পৰ ভূমিৰ উৰ্ব্বা ও উৎপাদিকা শক্তিৰ বৃদ্ধি হওয়ায় শস্ত সম্ভাৰে বখন দেশ পৰিপূৰ্ণ হয়

এবং কখন বা জল নিকাশ হইতে বিলম্ব হওয়ার শাস্তাদি নষ্ট হইয়া যায় । কিছু পূর্বে পশ্চিম বঙ্গও এইরূপ প্রাবল্য ও ধোত হইয়া ব্যাধিমুক্ত হইত , আজিকালি লগিতাকুঁড়ির বাধ হওয়ার ক্ষেত্রে শস্ত বক্ষিত হইতেছে বটে কিন্তু বাধিবার প্রকোপ কমিতেছে না । কেবল ভাগীবথী যে বঙ্গদেশেব উর্ধ্বা শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে এরূপ নহে, গঙ্গাও আর্ধ্যাবর্তে প্রবিষ্ট হওয়া অবধি তথাকার অববাহিকা ভূমির উর্ধ্বা শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তথায় উৎপন্ন শস্ত সামগ্রীর স্থলত পবিচালন করে এরূপ সহায়তা করিয়াছে যে অন্তর্বাণিজ্যের প্রসাব বৃদ্ধির সহিত কানপুর, প্রয়াগ, পাটনা ইত্যাদি স্থান পণ্য সম্ভাবে পবিপূর্ণ হইয়াছে ।

যে আর্ধ্যাবর্ত আদিম সভ্যতাব উদ্ভব স্থান, যথায় অবতাবপবম্পরা সনাতন হিন্দুধর্মের শাস্ত্র মূর্তি জীবন্ত বাবিতে জগৎগ্রহণ করিয়াছেন, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, পানিপথ ইত্যাদি স্থান বিস্তমান থাকিয়া যথায় সম্রাজ্য পবম্পবাব উত্থান ও পতন ঘোষণা করিতেছে, যথায় বহু পুৰাতন ধর্মের কীর্ত্তি আজিও মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত, সেই আর্ধ্যাবর্তের যশঃ, কীর্ত্তি, উর্ধ্বতা, এমন কি উহার স্থায়িত্ব গঙ্গার মহৎ দান । এ দানের পবিসীমা নাই । এই দানের ফলে বকাবধিপ বঙ্গদেশেব উদ্ভব এবং ভাগীবথীর স্থায়িত্ব । এবং এই ভাগীবথীর স্বভাবে বঙ্গদেশ সুজলা, সুবলা, ও কাননবৎ পবিশোভিত । কেবল ঐহিক নহে গঙ্গা আমাদের পাবত্রিক-লোকেবও মঙ্গলদায়িনী । গঙ্গার অবগাহনে পাপরাশি বিধৌত হয় । গঙ্গোদকে অপবিত্র স্থান পবিত্র হয় । গঙ্গামৃত্তিকায় চর্ম্মবোগ নষ্ট হয় । অন্তিমকালে গঙ্গাবক্ষে প্রাণবায়ু ত্যক্ত হইলে স্বর্গবাস হয় এবং অন্ত্র মৃত্যু হইলেও গঙ্গাভীবে দেহসংকায় হইলে মৃত ব্যক্তির সন্নাতি হয় । এই কাবণেই গঙ্গা আমাদের সুখদা ও মোক্ষদা ।

বেল পথ ।

আমাদের দেশে লৌহচক্রের (অয়শ্চক্র) কথা শুনা যায় বটে কিন্তু লৌহ বস্তুর কথা বড় একটা শুনা যায় না। ইংলণ্ডে কিন্তু একশত দেড় শত বৎসব পূর্বে ট্রাম পথের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথমে কাঠের উপর লোহাব পাত মুড়িয়া তাহার উপর দিয়া গাড়ী চলিত এবং পথে এখনকার মত সমস্ত লোহাব বেলের পথ নির্মিত হয়। এই লৌহবস্তুর উপর যে গাড়ি চলিত উঠা কয়লাব আকব হইতে কয়লা আনিতে ব্যবহৃত হইত এবং অশ্বচাৰা উহা গমনশীল হইত।

যে দিন ওয়াট্‌ (watt) ষ্টীম এঞ্জিন উদ্ভাবন করিয়া উহা নির্মাণ করিলেন সেই দিন হইতে লৌহবস্তুর সার্থকতা হটল। তাঁহার উদ্ভাবিত এঞ্জিন এবং এগনকাব এঞ্জিনে অবশ্য অনেক পার্থক্য আছে। অধিক কয়লা ভক্ষীভূত হইলেও তাঁহার এঞ্জিন দ্রুত যাইতে সমর্থ হয় নাই। পবে ১৮১৫ খৃঃঅঙ্গে জর্জ স্টিভেন্সন নামক একজন সামান্য ব্যক্তি উহা নির্দোষ ও সুসম্পন্ন করেন। এই মহাত্মা প্রথমে রাখালের কার্য্য করিতেন ও পবে কোন ধনিতে কার্য্য করিতে কবিতো ইঞ্জিন প্রস্তুত কলে নিয়োজিত হইলেন। তথাকাব বাজের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিয়া তিনি মেকানিকস এবং ইঞ্জিনিয়াৰিং সংক্রান্ত নানাবিধ সুপুস্তক পাঠের সাহায্যে কৃতকাৰ্য্য হইলেন। ১৮২২ খৃঃ তিনি ষ্টকটন এবং ডারলিংটনের রেলপথের অনুষ্ঠানগণের অশ্বেব পরিবৰ্ত্তে এঞ্জিন ব্যবহার কবিবার প্রবৃত্তি বলবতী কবাইয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠান সফল হওয়ার কেবল কয়লা কেন যাত্রীবাও সুলভে এবং অতিসৰ্ব্ব গ্রাম হইতে গ্রামান্তৰ যাইতে সমর্থ হইলেন।

ইহাব প্রায় ৮০ বৎসব পবে ভারতবর্ষে প্রথম লৌহবস্ত্র স্থাপিত

হয়। সিপাতিবিদ্রোহের সময়ও কলিকাতা হইতে বানীগঞ্জের অধিক বেলপথ বিস্তৃত হয় নাই। খৃঃ ১৮৭০ সালে ভাৰতে ৪৭০০ মাইল বেলবিস্তার হইয়াছিল মাত্র এবং খৃঃ ১৮৯২ সালে ১৭,৫৬৬ মাইল বেলবিস্তার হয় এবং ক্রমশই বেলবিস্তার হইতেছে। ১৮৮৯ সাল হইতে বেল বিস্তারের সহিত ভাৰতবৰ্ষের বহিৰ্বাণিজ্য প্রসারিত হইয়াছে।

এই বেল বিস্তারের সহিত নগৰগুলির লোক প্রায় সকল প্রকার ভবিষ্যৎকাৰী এবং দেশ বিশেষের শুল্ক মূল্যের শস্তাদি কিঞ্চিৎ অধিক মূল্যে উপভোগ কৰিতেছে এবং দশ দিনের পথ একদিনে বাইতেছে অথবা দশ-দিনের পথ একদিনে পাঠিতেছে।

যে সকল উৎপন্ন বা প্রস্তুত সামগ্ৰী পূৰ্বে স্থানীয় মূল্যে বিক্রীত হইত, অধুনা যে দেশে যাতাদের অধিক অভাব পৰিলক্ষিত হইতেছে তথায় সেগুলি বেলের সাহায্যে আনীত হইয়া অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এই বিক্রয়ে লাভ দেখিয়া তথাকার লোকে আবও অধিক সামগ্ৰী উৎপন্ন বা প্রস্তুত কৰিতেছে। অধিক উৎপাদনের সহিত অধিক ভূমিৰও আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে এবং অধিক প্রস্তুতির সহিত অধিক শ্রমজীবীৰও প্রয়োজনীয়তা পৰিলক্ষিত হইতেছে। এইকাৰণে জমীৰ খাজনা এবং শ্রামিকের মজুৰি বৃদ্ধি হইতেছে। উৎপাদন ও প্রস্তুতির আধিক্যে যখন দেশের ব্যবহার বাদে পণ্য-সামগ্ৰী উদ্ধৃত হইতেছে, তখনই বেলের সাহায্যে অল্প খৰচে বন্দবে আনীত হইয়া, ঐগুলি অন্তঃদেশের অভাব দূৰ কৰিতেছে ও তদ্বিনিময়ে উৎপাদক দেশকে অন্তঃদেশসামগ্ৰীতে পূৰ্ণ কৰিতেছে অথবা দেশের ধনাগমে সহায়তা কৰিতেছে।

এই বেলের সাহায্যে সহবতলীৰ নিকটস্থ অধিবাসিগণ যাহাবা সহবে কৰ্ম কৰিয়া থাকেন, তাহাবা বসন্তবাটী ত্যাগ না কৰিয়া দেশে থাকিয়া তথাকার শ্ৰীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা কৰিতেছেন। তাহাদিগকে পৈতৃক বাটী

বাগান পুঙ্খবিনী ত্যাগ করিয়া সহবে বাস করিতে হইলে কেবল উপার্জিত বেতনে জীবন সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ বা সমাজানুমেদিত ক্রিয়া কলাপ করিতে হইত না । নিজগৃহে প্রতিপালিত গাভীর সন্তঃ মোহন করা দুগ্ধ বা পুঙ্খবিনী স্বমিষ্ট মংস বা ভাজা তরকারী আশ্বাদন কেবল কথার কথা বলিয়া মনে হইত । রেলের মাসিক টিকিটেব মূল্যের স্থূলভতাই ইহার একমাত্র কারণ বুক্তিতে হইবে ।

পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির বেলের সাহায্যে আবার অতি সস্তর বায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত স্বাস্থ্যদায়ক স্থানে বাইতে পাবেন । হুই তিন শত মাইল পথ ৮।১০ দিবসে গোলকটাদি বা শিবিকার যাইতে হইলে প্রথমতঃ পীড়িতেরত যাওয়াই সম্ভবপর হইত না, দ্বিতীয়তঃ পরিচর্যার নিমিত্ত আত্মীয় স্বজনের যাতায়াতের ব্যয়ভারও গমনের অন্তরায় স্বরূপ বিবেচিত হইত ।

সীমান্তে আক্রমণ-ভয় উপস্থিত হইলে বেলের সাহায্যে দুরৈস্থিত সেনা সন্মুখ তথার অচিবে সমবেত করা কষ্টকর হয় না । দেশে বাহ্য বিপ্লব হইলেও বেলের সাহায্যে উহা সস্তরই প্রশমিত হয় । যে কারণে সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল, রেলের দিনে সে কারণ উপস্থিত হইতে পারিত না ।

সস্তর গমনাগমন ও পত্রপ্রাপ্তি, সুলভে পণ্যসামগ্রী পরিচালন এবং দেশ বিদেশের সহিত ঘনিষ্ঠতা সাধন করিতে, রেলপথ-বিস্তারের সহিত কি ব্যক্তি, কি সমাজ, কি বলিক, কি রাজত্ব যে পথ উপকার পাইতেছে উহা সভ্যতাহচক এবং কল্যাণবিধায়ক । যে দেশে উহা উপকারিত্ব উপলব্ধ হয় নাই, সে দেশের উন্নতি ও ধনাগম সন্দেহবাহিত ।

THE PENY POST—ITS HISTORY & UTILITY.

পোষ্ট বিভাগেৰ আবশ্যকতা ।

চিঠি পত্ৰ পাঠাইবাব মান্তল স্বৰূপ ষ্টাম্পগুলি প্ৰথমে ১৮৪০ খৃঃ লণ্ডন নগৰে প্ৰবৰ্ত্তিত হয়, পৰে উহা ইউৰোপেৰ অন্যান্য প্ৰদেশে এবং এখন প্ৰায় সমস্ত সভ্যদেশে আবশ্যক ও অনিবাৰ্য্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইতি পূৰ্বে কি পত্ৰ প্ৰেৰিত হইত না ? যে দিন হইতে অক্ষৰ সৃষ্টি হইয়াছে সেই দিন হইতে পত্ৰপ্ৰেৰণেৰ কোন না কোন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ উপায় ইতৰ ভদ্ৰ নিৰ্ব্বিশেষে উপকাৰ সাধনে কখনই সমৰ্থ হয় নাই। ব্যক্তি বিশেষেৰ সাহায্য না লইলে পত্ৰ কখনই পহুঁহিতে পাবে না এবং একটা ব্যক্তিৰ গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবাব ও প্ৰত্যাগমনেৰ ব্যয়, দুৰতা ও পথেৰ অবস্থাৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰে। এবং ঐস্থানে যদি শীঘ্ৰ পহুঁহিতে হয় তাহা হইল মনুষ্য অপেক্ষা দ্ৰুতগমনশীল কোন পশু বা যানেৰ আবশ্যকতা অনুভব কৰিতে হয়। এক ব্যক্তিৰ যাতায়াতেৰ ব্যয়-ভাৰ বহন কৰিয়া পত্ৰদ্বাৰা সংবাদ প্ৰেৰণ যে ব্যয়সাধ্য তাহা সকলেই অনুমান কৰিতে পাবেন। এবং বেল খাল রাস্তা যখন বিস্তৃত হয় নাই তখনকাৰ দিনে যে উহা অৰিকতৰ ব্যয়সাধ্য ছিল তাহাও অনুমান কৰা সহজ। এবং ঐ ব্যয় যে সকলে বহন কৰিতে পাবিত না উহা বিচিত্ৰ নহে।

এই নিমিত্তই হুঃসংবাদ পূৰ্ব্বকালে পহুঁহিতে বিলম্ব হইত। স্বেচ্ছায় কোন ব্যক্তি গৃহে গমন কৰিলে বা দেশান্তরে গমন কৰিলে তাহাব স্বয়ম্বেশবাসীবা প্ৰবাসীবা গৃহাগতেৰ সংবাদ পাইতেন। তীৰ্থপৰ্য্যটনকাৰি-গণেৰ সাহায্যেও সংবাদ পাওৱা যাইত এবং কুলপুৰোহিতেবা বিবাহেৰ সম্বন্ধ স্থিৰীকৰণে বহিৰ্গত হইলেও সংবাদ পাওৱা যাইত। সুখ সন্দেহ থাকিলে নৱসুন্দৰেবা ঢুঙা বহন কৰিয়া পাবিতোষিক লাভ কৰিত।

ইংলেণ্ডৰ মত দেশে কিন্তু বহুপূৰ্ণ হইতে ডাকৰ বন্দোবস্ত ছিল। উহা কিঞ্চিৎ ব্যয় সাপেক্ষ ছিল যদিবা দ্বিবিদ্য ব্যক্তিবাই কেবল পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিত্তে সমৰ্থ হইত না। কাৰণ প্ৰেৰককে অগ্ৰিম মান্তল দিতে হইত না এবং গ্ৰাহক অৰ্থ দিয়া পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিতেন অথবা অসমৰ্থ হইলে পত্ৰ ফেৰৎ দিতেন।

এক দিন ইংলেণ্ডৰ কোন একটী পান্থনিবাসে যখন ডাকহৰকৰা আসিয়াছিল, ঠিক সেই সময় কোন একটী ভদ্ৰ পথিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটী অন্নবয়স্ক বালিকা তাহাৰ ভ্ৰাতাৰ হস্ত লিপি সম্বলিত পত্ৰ পাইয়া যুগপৎ হুট ও বিমূৰ্ছ হইল এবং কিছু পবে পত্ৰ খানি দীৰ্ঘ-খাস ফেলিয়া প্ৰত্যৰ্পন কৰিল, কাৰণ তাহাৰ নিকট তাহাৰ মামুল স্বৰূপ একটী সিলিং ছিল না। পূৰ্বোক্ত ভদ্ৰ পথিক কাকণোৰ আবেগপৰবশ হইবা নিজ হইতে মাংল দিও। এটাবাৰ বালিকাকে পত্ৰ খানিৰ অধিকাৰিনী কৰিলেন। পবে ডাকহৰকৰা প্ৰস্থান কৰিলে বালিকা প্ৰকাশ কৰিলেন যে তাহাৰ ভ্ৰাতাৰ সতিত পুৰ হইতে সঙ্কেত সমূহেৰ ব্যৱস্থা কৰিবা তিনি পত্ৰ মধ্যে যাহা কিছু ব্যক্তব্য ছিল তাহাৰ বহিভাগ হইতে অনুমান কৰিতে সমৰ্থ হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে পথিক পত্ৰেৰ মান্তল বিৰূপে হ্ৰাসকৰা ব্যয় এবং দূৰতাৰ উপৰ ধাৰ্য্য না হইবা যাহাতে ভাৰ্যেৰ উপৰ মাহুলেৰ তারতম্য হয় এট চিন্তাপ্ৰোতে আগ্ৰুত হইয়াছিল। গ্ৰাহক মান্তল না দিয়া প্ৰেৰক যদি অগ্ৰিম উহা অপ্নি কৰে তাহা হইলে অবশ্যই পত্ৰাদিৰ পৰিচালনা অৰিক হইবে, এবং ডাকবিভাগেৰ আয় হ্ৰাস না হইবা কালে উহা ব্যাঞ্জেৰ অন্তান্ত অনুষ্ঠানে সহায়তা কৰিবে শু সাধাৰণেৰ মঙ্গল সাধন কৰিবে।

এট ধাবনাৰ বশবৰ্ত্তী হইবা তিনি ১৮৩৭ সালে একখানি পুস্তিকা প্ৰকাশ কৰিয়া সাধাৰনেৰ উপৰ বিচাৰ ভাব দিলেন। অগতেৰ অন্তান্ত নূতন অনুষ্ঠানে যেকল্প বাধা প্ৰাপ্তি সম্ভবপৰ ঐ ক্ষেত্ৰেও তাহা ঘটিল,

তথাপি ১৮৪০ খৃঃ উহা আইন আকারে পরে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এই মহানুভব পণ্ডিতের নাম রোলাণ্ড হিল। তিনি পরে পোষ্ট অফিসের প্রধান সহকারী হইয়া ঐ বিভাগে নানা প্রকার উন্নতি সাধন করিয়া ক্রমে সাব উপাধিপ্রাপ্ত হইলেন।

পত্রাদি প্রেবণের এই সুলভ বিধি প্রবর্তিত হওয়ার কত যে কল্যান সাধিত হইয়াছে তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। সামান্য মূর্থ লোকও ব্যক্তি বিশেষের সাহায্যে সুদূর প্রবাসী আত্মীয়ের মঙ্গলামঙ্গল সংবাদ পাইয়া থাকে। হস্তলিপি শিক্ষা করিতেছে একপ তরুণবয়স্ক বালকও “তুমি কেমন আছ আমি ভাল আছি” লিখিয়া তাহাব পরমাত্মীয়ের হৃদয়ে বাৎসল্য প্রেম জাগরুক করে। পদোন্নতি বা অধোগম বা নুতন অমুষ্ঠান বা নবযুগে আবদ্ধ হইবার সুসংবাদ পাঠিয়া কতলোক আনন্দে ও প্রেমে উৎখলিত হইতেছে। বিপদে পড়িয়া কতলোক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর পত্রে তাঁহার পবিগত অমূল্য মত প্রাপ্ত হইয়া বিপজ্জাল হইতে মুক্ত হইতেছেন। তাহাকে কণ্ঠস্থানও পরিত্যাগ করিতে হইল না, যাতায়াতের ব্যয়ভাব ও স্বল্প লইতে হইল না, কেবল ছুইটী পরস। খবচ কবিয়া ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য বিষয়গুলি পবে পবে সন্নিবিষ্ট কবিয়া এককালে মনের সমস্ত ভাব গুলি পরিস্ফুট কবিয়া পত্রমধ্যে সংযোগ করিতে হইল মাত্র। কি ব্যয় সংক্ষেপ। কি সময়ের সদ্যবহার। কি সুন্দর কার্য সমাধান। কি নিরুদ্বেগ। কি আনন্দ বর্ধন।

ইংলণ্ড হইতে সেক্রেটারী অব ষ্টেটের পবিগত অভিন্ন ডাকযোগে ভারতবর্ষের রাজ প্রতিনিধি নিকট আসিয়া রাজকাৰ্য্যের সহায়তা করিতেছে এবং রাজপ্রতিনিধি হইতে ছোট লাইট, ছোটলাইট হইতে শাজিষ্ট ইত্যাদি হইয়া চৌকিদার পর্য্যন্ত ডাকযোগে রাজাজ্ঞা আসিয়া প্রতিপালিত হইতেছে। সমগ্র রাজ্যের বাণিজ্য কার্য সুচারু রূপে সংক্ষেপে সম্পাদিত হইয়া সমাজের অভাব দূর করিতেছে। এক কথাই কি ব্যক্তি,

কি সমাজ, কি বাণিজ্য, কি রাজত্ব, সমস্তই স্থূলভ ভাক বিধির কল্যাণময়ী শক্তির প্রভাব অল্পভব কবিতেছে।

মুদ্রাবল্লী ।

আজ যে মুদ্রাবল্লী বঙ্গদেশের সমৃদ্ধ নগরী মাদ্রাইদে দৃষ্ট হয় তাহা বহু অতীতের কথা নহে, যদিও অজ্ঞাত পাশ্চাত্য জাতি নিবহ বহু পূর্বে হইতেই ইহার ব্যবহার মহোপকাণী বলিয়া সিদ্ধান্ত কবিয়াছে। যে বঙ্গের ইংলণ্ডে প্রচলন হয় তাহা পবে ভাবতবর্ষে বণিকেরা আনয়ন কবিয়া থাকেন। ভাষা বিশেষের অক্ষরের বৈচিত্র্য হেতু ভাবতবর্ষের ভাষায় মুদ্রাবল্লীর ব্যবহার কিছু বিলম্বে প্রচলিত হইয়াছে।

চীন ভাষার এক একটী অক্ষর এক একটী ভাব প্রকাশ কবে, একারণে কাঠফলকে প্রথমে চীন ভাষায় মুদ্রাবল্লীর সৃষ্টি হয়। পাঁচ শত বর্ষ পূর্বে হইতে ইউরোপে মুদ্রাবল্লী প্রণয়নের উপায় প্রথম উদ্ভাবিত হইয়া আসিতেছে। কোন পুস্তক মুদ্রাক্ষিত কবিত্তে হইলে তথায় পূর্বে একটী পৃষ্ঠা একটী কাঠ ফলকে খোদিত হইত এবং সেট কাবণে ভুল থাকিয়া গেলে তাহা সংশোধিত হইবার কোন উপায়ই থাকিত না। পবে দোষ সংশোধন কবিত্তে ধাতু নির্মিত ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের সৃষ্টি হয় এবং অক্ষর বিভ্রাসেও প্রথা আবিস্কৃত হয়। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম ব্যাক্সটন নামক একব্যক্তি ব্রাসেলসদেশ হইতে শিক্ষা করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া প্রথম মুদ্রাবল্লীর ব্যবহার প্রচলিত করেন। ইহার প্রায় দেড় শতাব্দী পরে ইংলণ্ডে প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রচলিত হয়।

পূর্বে প্রতি পুস্তকের প্রতিপৃষ্ঠা নূতন কুবিয়া লিখিত হইত, মুদ্রা-

যন্ত্রের আবিষ্কারের পৰ অক্ষর বিস্তারের সাহায্যে একপৃষ্ঠা প্রস্তুত হইলে সেই পৃষ্ঠায় লক্ষ লক্ষ সংখ্যা মুদ্রাঙ্কিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও সভ্য জগতের অভাব পূর্ণ হইতে পারে না। তাই আজি কালি নিত্য নূতন মুদ্রাঙ্কন পদ্ধতি আবিষ্কার হইতেছে। বাম্পীয় মুদ্রাযন্ত্রের দিন দিন উন্নতি সাধিত হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিলাতী টাইমস্ সংবাদ পত্রের স্বত্বধিকারী এবং সম্পাদকের যন্ত্রে বাম্পীয় শক্তির সাহায্যে মুদ্রা-যন্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ইতি পূর্বে যদি একশত তা কাগজ মুদ্রিত হইতে পারিত ইহাৰ পৰ হইতে সেই সময়ে সহস্র তা মুদ্রিত হইল। আজিকালি “ষ্টেটস্ম্যান” পত্রিকা বৰিবাবে ৩৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়া এক ঘণ্টায় পঁচিশ সহস্র সংখ্যা মুদ্রিত হইতেছে। এই সময়সংক্ষেপের ফলে শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইলেও উত্তর পৰদিন প্রভাতে সৰল গ্রাহকের নিবট মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রেবিত হইতে পারে।

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও মুদ্রাঙ্কন প্রণালীর নব নব উপায় উদ্ভাবিত ও কার্যে পৰিণত হওয়ার, অসম্ভব শ্রমসংক্ষেপের ব্যবস্থা হইয়াছে। একাবনে কেবল যে লক্ষ ব্যক্তির কৰ্ম শ্রমবিভাগে কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা সমাধা হইতেছে একপ নচে, পুস্তকাদির মূল্য এত অধিক সুলভ হইয়াছে যে ধনী নির্ধন বে কেহই এখন পুস্তক ক্রয় কৰিতে সন্মত। ইহাবই ফলে সাধাৰনের জ্ঞান প্রচাৰের পথ অতিশয় সৰল হইয়াছে। পূর্বে বাহাব পাঠেৰ ইচ্ছা ছিল তাগকে পাঠ্য পুস্তক দেখিয়া নিজেৰ পুস্তক লিখিয়া লইতে হইত। ধন্ত সেই পূৰ্ণ পুরুষগণ বাহাবা ধৈৰ্য্যচ্যুত না হইয়া সমগ্র বেদ বেদান্ত স্বহস্তে লিখিয়া পবে তাহাৰ পাঠ্য সমাপন কৰিতেন, কিন্তু তাহাদেৰ যতই কেন স্মৃতিশক্তি কবিনা, একথা স্বীকার কৰিতেই হইবে যে সকলেৰ কিন্তু ঐক্লপ ধৈৰ্য্য থাকিতনা। কে জানে কত উজ্জ্বলশীল ব্যক্তি ধৈৰ্য্য হাবাইয়া পবে লেখা পড়া শিখিতে পারে নাই—কে জানে পূৰ্ণকাল জীবন-যাত্রা নির্বাহকল্পে অধিক জটিল সমস্যা না থাকিলেও তৎকালীন শিক্ষা বিস্তার বিভাবে সীমাবদ্ধ

ছিল। সুধীবর্গেব কোন ছুতন তত্ত্ব, বিজ্ঞানবিদ্দিগেব নুতন আবিষ্কিয়া অথবা এক এক দেশেব ঘটনাচিত্র, মুদ্রাক্ত হইলেই ডাকযোগে যথাসময়ে অগতেব সর্বত্র প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপব হইয়াছে। মধ্য রজনীতে ডাক বা তাবযোগে প্রাপ্ত সংবাদ তৎকালে মুদ্রিত হইতেছে এবং পবদিন প্রভাতেই লোকে অল্প মূল্যে ক্রয় কবিতে সমর্থ হইতেছে। কি রাজনীতি, কি সমাজ-নীতি, কি অস্ত্র শাস্ত্রে সুদূত জ্ঞানলাভ কবিতে, মুদ্রা যন্ত যে কি পবিনানে সহায়তা কবিয়াছে তাহা মুদ্রাবন্ধেব অভাব অল্পভূত না হইলে আজি কালি বোধগম্য হয়না। ইহাবট যলে সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তি, বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ কবিতে সমর্থ হইতেছে এবং কোথায় কোন বিষয় আলোচিত হইতেছে, এমনকি কোথায় কর্মখালি আছে তাহা, সম্যক অবগত হইয়া আপন জীবনেব গতিপথ অতি সম্বব নির্দ্ধাবিত কবিতে সচেষ্ট হইতেছে। বস্তুতঃ মুদ্রাবন্ধ একরূপ প্রয়োজনীয় যে, ইহাব এক দিনেব অভাব অল্পভূত হইলে, অগতেব সমবিক অভাব পবিদৃষ্ট হইবে। ইহাব ভাব মহোপকাৰী যন্ত অগতে আব নাই বলিলে অতুক্তি হয় না।

কয়লা ।

কয়লাব ভাল নাম মুদ্রাব। ইহা মুক্তিকাৰ স্তবেব মধ্যে সচবাচব প্রাপ্ত হওয়া যায়। “কয়লা এক এক স্থানে মাটি অল্প খুঁড়িলেই পাওয়া যায়, কিন্তু সচবাচব মাটিব অনেক নীচে থাকে। পৃথিবী এক কালে এবকম অবস্থাতে ছিল যে গাছপালা ছড়া আব কিছুই থাক্কা সম্ভব ছিল না। সাপ এবং মাছ ইত্যাদি আবও কিছুকাল পবে থাকা সম্ভব হইয়াছিল; এবং ইহাব প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। এ অনেক কালেব কথা—এব কাছে মাক্কাতার আমালত কাল বলে মনে হয়। সেই সময় গাছপালা এত সতেজ ছিল যে তখনকাব ঘাসগুলি এখনকাব তালগছহর সমান। ভূমিকম্পেই

হটক কিংবা অল্প উপায় ক্রমে হটক ঐ সকল গাছ পালা ভূগর্ভে পড়িয়া গিয়াছে এবং সেখানে উত্তাপে এবং চাপে কয়লার পবিণত হইয়াছে। কয়লা খুঁড়িতে খুঁড়িতে গাছপালাব চিহ্ন, কখন বা আন্ত গাছের গুঁড়ির মত পাওয়া গিয়াছে” ।*

“সব মাটির নীচেই কয়লা থাকে না। কোন স্থানে কয়লা আছে সন্দেহ হইলে সৰু চোঙ বসাইয়া কয়লা আছে কি না এবং যদি থাকেত কি পৰিমাণে এবং কত নীচে আছে, এই সব পৰীক্ষা করা হয়। তাহাৰ পর খনিৰ কাজ আৰম্ভ করা হয়। চুই তিন স্থানে বড় বড় কূপের খনন করা হয়। এই কূপের উপর কপি কল বসান হয়। কপিকলের সাহায্যে নীচে বাইবার এবং নীচের কয়লা উপরে আনিবার বড় বড় কাঠের টব কিংবা খাঁচা ব্যবহার করা হয়, কূপের নীচ হটতে কয়লা খুঁড়িতে আৰম্ভ কবিয়া ক্রমে দান্তা প্রস্তুত করা হয়, এই প্রকারে দান্তা এবং তাহাৰ শাখা প্রশাখা বাড়িতে বাড়িতে নীচে একটা প্রকাণ্ড সহবের মত হইয়া পড়ে।”

উৎকৃষ্ট কয়লা দেবিতে মন্থন এবং দাহিকা শক্তি সম্পন্ন। এই ধাতুজ সামগ্রীতে আক্সারিক (Carbon) অংশ অনেক অধিক এবং অংশের আধিক্যতা ও অল্পতা অনুসারে কয়লার শ্রেষ্ঠত্ব ও হীনত্ব অনুমিত হয়। উৎকৃষ্ট কয়লার আর একটা বিশেষ গুণ এই যে উহাতে অগ্নি প্রদান করিলে অগ্নিশিখা, ধূম এবং ভস্মের অংশ অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। এই জাতীয় কয়লার অভ্যন্তর উত্তাপ সাপেক্ষ সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং বাষ্পীয় যন্ত্র চালনে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট কয়লার অগ্নি সংযোগ করিলে অধিক তৈলজ বাষ্প নির্গত হয়। এ কারণে এই শ্বেদিত কয়লা হইতে গ্যাস বাহির করা হয় এবং গ্যাস বহিকৃত কবিয়া

যে কয়লা থাকে (Coke) উহাতে গৃহস্থের রন্ধন কার্য সমাধা হইয়া থাকে ।

“যখন এই কয়লা প্রথম মাটি কাটরা বাহির করা হয়, কেহ ইহাকে স্পর্শ করিতেন না, কাজ কবান ত দূরেব কথা । তাহার পব ক্রমে গরীব লোকেরা ব্যবহার কবিতে আবস্ত করে । প্যারিস নগরে কয়লা চলাইবার জন্ত যখন চেষ্টা করা হয়, প্যারিসবাসিগণ তখন কয়লাকে তাড়াইয়া দেন । সেখানকার ডাক্তার এবং পণ্ডিতগণ কয়লার বিপক্ষে দাড়াইলেন, তাঁহারা বলিলেন কয়লা বড় খাবাপ জিনিস—ইহাব ধোঁয়াতে বায়ু বিষাক্ত হইয়া যায়, বাড়ীর কাপড় চোপড় ময়লা হইয়া যায়, স্ত্রীরেব অনেক অপকার কবে এবং সর্কাপেক্ষা ভয়েব কারণ মেয়েদেব বড় ময়লা হইয়া যায় । এই সব শুনিয়া ফরাসীদের রাজা দ্বিতীয় হেনরি আইন জারী কবিলেন যে, যিনি কয়লা ব্যবহার কবিবেন তাহাকে অর্থ দণ্ড এবং কাবাবাস ভোগ কবিতে হইবে । কিন্তু অল্প দিনেই তাঁহাদিগকে কয়লার কাছে পবাজয় স্বীকার কবিতে হইয়াছিল এবং সেখানকার রাজা চতুর্থ হেনরী কয়লা ব্যবহার করাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা কবিয়াছিলেন । এই এক দিন ছিল আব আজ কাল আর এক দিন দেখ । আজ কাল কয়লা কয়লা কয়লা । কয়লা ছাড়া আব কাজই নাই, কলিকাতার মত সহবে কয়লা দ্বারা এত কার্য কবাণ হয় যে, কলিকাতার আকাশ কয়লাব ধোঁয়াতে সকল সময়ই মেঘাচ্ছন্ন ।

“কয়লাব কাজেব কথা আর কত বলিব—বরলার দ্বারা কি কি কাজ না হয় বলিলে বরং ছুট একটি পাওরা যায় । কলিকাতার বাহিরে থাকেন তাঁহাদের ত কথাই নাই—কয়লার খাওয়া কয়লার চলা ফেলা—সবই কয়লার বলিলে হয় । কয়লা গরম কবিয়া যে গ্যাস পাওরা যায় তাহাব দ্বাৰাই সমস্ত বাস্তায় আলো দেওয়া হয় । গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময় আলকাতরা এবং আঁশও কত কি পাওরা যায় । আলকাতরা

হইতে আবার কত সুন্দর সুন্দর বও প্রস্তুত হয়। মার্জেন্টা ইত্যাদি লাল সবুজ যত রঙ বেশীৰ ভাগ আলকাতরা হইতে প্রস্তুত। কয়লা হইতে আজ কাল চিনি এবং সৌগন্ধদ্রব্যাদিও হইতেছে। আলকাত্তিবা হইতে আবার দুই একটি ঔষধও প্রস্তুত হয়” । *

যে দেশে ধাতুজ সামগ্রী প্রকৃতির দান সে দেশের বাণিজ্য সম্পদও অবশ্যস্বাভাবী। যদি কোন দেশে অধিক ধাতুজ সামগ্রী উত্তোলন করা যাইতে পারে এবং তথাকার লোকও যদি সেই সকল সামগ্রী বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার করিতে জানে তাহা হইলে সে দেশ, ক্রমে সমৃদ্ধ ও বল-শালী হয়, কারণ বুদ্ধি ও ধনবলই প্রধান বল। ইংলণ্ডের লৌহ খনির নিকট যদি কয়লার খনি না থাকিত তাহা হইলে ইংলণ্ড আজ লৌহ জাত কলকারখানা, অৰ্ণবধান ইত্যাদিতে জগতের মধ্যে ধনী হইতে পারিত না।

জগতের সমগ্র অরণ্যের কাষ্ঠ সংগ্রহ কবিলেও শীত প্রধান দেশের ব্যক্তি সমূহের ইন্ধনপ্রাপ্তি এবং বাষ্পীয় যন্ত্রের পরিচালনকার্য সম্ভবপর হইত না। কি লৌহ, কি পিত্তল, কি তাম্র, সমস্ত ধাতু বা সামগ্রী কখনই ব্যবহার যোগ্য খাঁটি অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। খাদ হইতে বিমুক্ত কবিত্তে বিশিষ্ট অগ্নির উত্তাপ আবশ্যক এবং এই দাহিকা শক্তি মৃদঙ্গারেই দেখিতে পাওয়া যায়। কাগজ, কাপড় উভয়ই প্রস্তুত কবিত্তে যে বাষ্পীয় যন্ত্রের পরিচালনা আবশ্যক, তাহা কয়লাতেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। বস্তুত কয়লা না থাকিলে অৰ্ণবপোত-চালনা, বাষ্পীয়শকট চালনা, এমন কি বিদ্যুৎ জন্মাইতে বাষ্পীয়যন্ত্রচালনাও অসম্ভব হয়। অতএব রন্ধন কার্য হইতে সভ্য সমাজের সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিতে এবং সহজে ও সুলভে উহা প্রাপ্ত হইতে, কয়লাব্যতীত আমাদের গতাস্তর নাই।

ভূমিকম্প ।

পৃথিবীর অভ্যন্তর অতিশয় উষ্ণ । ভূবিজ্ঞান অবগত হওয়া যায় যে, সমগ্র পৃথিবী পৃষ্ঠীর প্রথমাবস্থার অতিশয় উষ্ণ ছিল এবং ক্রমে ক্রমে উহাৰ উপরিভাগ শীতল হইয়া প্রথমে জল রাশিতে আবৃত হইয়াছে ও পৃথিবীর মুক্তিকান্তাগ সেই অসীম জল বাশির নিম্নে স্তরে স্তরে দৃড়ীভূত হইয়াছে । ভূমি কম্পের প্রকোপে এই বায়ুকায়াত স্তর জলরাশিৰ উপর উখিত হইয়াছে এবং অধঃস্থ গলিত বাতু সামগ্রী উপবে উদ্গিৰিত হইয়া কঠিন প্রস্তরময় পাহাড়রূপে পৰিণত হইয়াছে । এই সকল পাহাড় অনেক সময় জলগর্ভেই সজ্জাত হইয়াছে এবং পবে আভ্যন্তরিক নৈসর্গিক শক্তির প্রভাবে জলবাশির উপর উখিত হইয়াছে । অগতঃ উচ্চতম পৰ্ব্বত নগাধিবাজ হিমালয়ের উপবেও সমুদ্রজ কীটের চিহ্ন এখনও দৃষ্টি গোচর হয় । পৃথিবীর উপবিভাগ প্রথমে শীতল হওয়ার ভূত্বক কঠিন হইয়াছে এবং আভ্যন্তরিক উষ্ণ দ্রব সামগ্রী ক্রমঃঃ যতই শীতল হইতেছে অধবা তাপ বিকীৰণ কবিতোছে, ততই স্থানে স্থানে সঙ্কোচন আবন্ত হইতেছে অর্থাৎ পূর্বাধিকৃত স্থান আয়তনে হ্রস্ব হইতেছে । একারণে ভূত্বকের কতক কতক অংশ অবলম্বন হীন হইতেছে, অর্থাৎ অধঃস্থ কোন সামগ্রীর উপর নির্ভর কবিতো পাবিতোছে না । ভূত্বক স্তবে স্তবে গঠিত হওয়ার উপরি উক্ত কারণে অর্থাৎ নিরবলম্বন অবস্থার যখন দুই একটা স্তর ভগ্ন হইয়া যায়, তখনই ভূমিকম্প হয় । আয়ের গিরির উৎক্ষেপের সময়ও ভূকম্প হইয়া থাকে ।

ভূকম্প প্রায়ই অল্পকাল স্থায়ী হয়, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে যে সকল ঘটনা যুগপৎ সম্ভূত হইয়া থাকে, তাহারই কলে মানব মাত্রেয়ই স্থংকম্প উপস্থিত হয়, প্রাসাদ, অট্টালিকা, মহুযা ধুলিসাৎ হয়, কঙ্ক

অভাবনীর ও অভূতপূর্ব বিপংপাং হয়, কত সমৃদ্ধ দেশ, কত জনাকীর্ণ নগর, কত জীবজন্তু ও অপবিমের ধনরাশি, বসাতলে বিলীন হইয়া যায়। প্রকৃতিব এই ভীষণ সৃষ্টি দেখিলে মনে হয়, মানবের শক্তি কত হীন। ইহা সবেও মানব পদম্পন্ন করার নিমিত্ত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়।

ভূকম্প যেরূপ পার্শ্ব জগতের নথরায় জ্ঞাপন করে, সেইরূপ নব নব জাগতিক উৎপত্তিও প্রদর্শিত করে। তরঙ্গের আঘাতে সমুদ্রকূল সততই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু ভূকম্পের নষ্টোদ্ধারিকা শক্তি দ্বারা নব নব ভূমিখণ্ড সমুদ্র হইতে উখিত হইতেছে, পৃথিবীর যে অংশে সমুদ্রের ক্ষয় কারিনী শক্তি অধিক দৃষ্ট হয়, অথবা বিধর আগ্নেয় গিরিগুলি প্রায় তথায় অথবা ঘোপ গুলিব সন্নিহিত। প্রশান্ত উপসাগরে আগ্নেয় গিরি গুলি জ্ঞাপন হইতে দক্ষিণ দিকে এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। প্রকৃতিব অদ্বুত নিয়মে ভূকম্পের দ্বারা একস্থান উন্নত হয় এবং অন্যস্থান অবনত হয়। এই নিয়ম দ্বারা ভূতাগের পৰিমাণের সমতা রক্ষিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি প্রদেশে যখন ভূকম্প হয় তখন ঘটনার পর দেখা গিয়াছিল, যে সংস্কৃত ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত উপকূলের সন্নিহিত সমুদ্রের জল দূরে অপসৃত হইয়াছে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত কচ্ছ দেশেও কতকাংশ উন্নত ও অবনত হইয়াছিল। সিন্ধু নদ যথায় সমুদ্রে পতিত হইয়াছে তথাকার বালু-স্রাব অবনত হওয়ার অর্ধবপোতের গমমাগমনের বিশেষ সূচিকা হইয়াছে। এই অযোগতির সহিত যুগপৎ সিন্ধী নামক স্থানের নিকটে প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ ও ১৬ মাইল প্রস্থ একটা স্থান উন্নত হইয়া, অধুনা “আল্লার দ্বীপ” নামে অভিহিত হইয়াছে।

বঙ্গ দেশের মধ্যে (১৮২৭ খৃঃ) ১৩০৭ সালের ভূকম্প বহু লোকেব ক্ষয় জাগরক থাকিবে। ১৮৬২ ও ১৮৮১ সালের ভূকম্প অপেক্ষা শূন্যকোণ ভূকম্প অতিশয় ভয়ঙ্কর। শিলং, কামরূপ, ময়মনসিংহ, বংগুর

ইত্যাদি নানা স্থানে ইহাব অতিশয় প্রকোপ অনুভূত হইয়াছিল। এই ভূকম্পের বিস্তৃতি এত অধিক যে জগতের মধ্যে এই ভূকম্প অতিশয় প্রচণ্ড বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তখন সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে, অনেক বাড়ীতে বিবাহের দরুণ লোকজনের সমাগম, কত বালক সহপাঠীর সহিত বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়াছে, কত নব দম্পত্তির ফুল-শয্যাব আয়োজন হইতেছে, কত ব্যবহাবস্রীষী ও মবীস্রীষী তখনও গৃহে প্রত্যাগমন করে নাই, কত গৃহিনী বাটীর কর্তার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ কম্পন ও বজ্রের গম্ভীর নাদ আরম্ভ হইল, শব্দধ্বনি শুনা গেল, সকলেই বুঝিল সাধারণ ভূকম্প। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তেই দ্বিধ হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি অনেকেই হাবাইল, কেহ বাস্তায় কেহ ঘাটে, কেহ মাঠে, কেহ গৃহে, যে যেখানে ছিল, বলিয়া পড়িল। নিতান্ত আত্মীয় ও আত্মীয়ের কথা কাহার কাহার মনে পড়িল, অমনি চক্ষে জল আসিল, অমনি আর্তনাদ, অমনি নিজ প্রাণবল্যাব চেষ্টা, সকলেই যুগপৎ দৃষ্ট হইল। মস্তব্যক্তির ভ্রায় দেওয়াল ধবিয়া টলিয়া পড়িতে পড়িতে কেহ বা বাটীর বাহিবে আসিল, কেহ বা গৃহের সহিত ভূমিসাৎ হইল। ক্ষণিকের মধ্যে অসম্ভব পরিবর্তন, কেহ বা উৎকর্ষাদ্রুত, কেহ বা হত চেষ্টন, কেহ বা মৃত—পূবাতন কথাব ছই একমিন্ আন্দোলন চলিল, যাহাব গেল তাহাব আর ফিবিল না। ও দিকে নূতন কথা শুনা গেল। স্থানে স্থানে বালুকা সংযুক্ত জলের উৎস উঠিয়াছিল, গারো ও শানিয়া পাগাডের পদতল-ভূমি সবিয়া গিয়া খাত হইল, এবং অনেক খাতভূমি উখিত হইল। প্রকৃতির কি অদ্ভুত লীলা। একদিকে লোম-হর্ষণ ক্ষয় অপবধিকে নষ্টোদ্ধারিকা শক্তি।

হরিশ্চন্দ্র ।

পুৰাকালে সূৰ্য্যবাংশে হরিশ্চন্দ্র নামে এক ধৰ্ম্মপ্ৰাণ দানশীল নবপতি অযোধ্যায় বাজত্ব কৰিভেন। তদীয় মহিষী, সোমদত্তেৰ কন্তা শৈব্যা ও পুত্ৰ ৰুহিদাসেৰ সহিত নৃপবৰ অতিশুখে প্ৰজাপালন কৰিভেন। তাঁহাৰ দান ধ্যানে তৎকালীন সকলেই চমৎকৃত হইত। তাঁহাৰ বাজত্বকালে বিশ্বামিত্ৰ নামে এক মহাতেজা সুনি বাস কৰিভেন। তাঁহাব স্তবম্যা তপোবন হইতে অনধিকাৰ পূৰ্ব্বক কলাহৰণ, পুষ্পচরণ ও যুদ্ধেৰ শাখা প্ৰশাখা ভগ্ন কৰিতে দেখিয়া তিনি ক্ৰোধ বশতঃ একদিন শাপ দিয়াছিলেন, যে, যে কেহ পুনৰায় ঐৰূপ কাৰ্য্য কৰিবে তাহাৰ হস্তে লতাৰ বন্ধন লাগিবে। পৰদিন সেববাজ ঠান্ধেৰ শাপভ্ৰষ্টা পঞ্চকন্তা পূৰ্ব্ববৎ উৎপাৎ কৰিতে আসিলে পব তাহাদেৰ হস্ত লতাৰ বন্ধ হইয়া গেল। তাহাবা বন্ধন হইতে কোন প্ৰকাৰে মুক্ত হইতে না পানিয়া “মহাবাজ আমাকে মুক্ত কৰণ” বলিয়া উচ্চৈঃস্বৰে চীৎকার কৰিতে লাগিল। সেই সময় মহাৰাজ হরিশ্চন্দ্র মৃগয়া কাৰণে বহিৰ্গত হইয়া তপোবনেৰ নিকটবৰ্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং সহসা রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত কাতৰ ধ্বনি শ্ৰবণ কৰিয়া মহাবাজ তপোবনেৰ অভ্যন্তৰে প্ৰবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, পঞ্চ কন্তা লতাৰ বন্ধনে আবদ্ধা হইয়া রহিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে স্পৰ্শ কৰিবা মাত্ৰ তাহাবা মুক্তি লাভ কৰিল এবং স্ব স্ব স্থানে প্ৰস্থান কৰিল। প্ৰাতঃকালে মহৰ্ষি বিশ্বামিত্ৰ কন্তাগণকে দেখিতে না পাইয়া অভিশয় ক্ৰুদ্ধ হইলেন এবং ধ্যানে অবগত হইলেন যে, ৰাজা হৰিশ্চন্দ্র তাহাদিগকে মুক্ত কৰিয়াছেন। অনন্তৰ সুনিবৰ ৰাজাকে এইৰূপ মুক্তি প্ৰদান কৰিবাৰ কাৰণ জিজ্ঞাসা কৰিবাৰ মানসে তাঁহাব নিকট গমন কৰিলেন। মহাৰাজ যথাবিধি পাণ্ডাৰ্য্যেৰ দ্বাৰা তাঁহাকে অভিবাদন কৰিলে পৰ

মুনিবর তাঁহাকে আগমন কাষণ জ্ঞাপন কবিলেন । রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রার্থ্যকর প্রার্থনাপূরণ, পবের উপকারসাধন, আর্ন্তের দুঃখনিবারণ ইত্যাদি তাঁহার নিত্যকর্ম বলিয়া নিবেদন করিলেন এবং তিনি যে একজন প্রসিদ্ধ দাতা তাহাও এরূপ ভাবে ব্যক্ত কবিলেন যে তাহাতে তাহার বজ্রোত্ত্বের প্রকাশ পাইতে লাগিল । ইহা সমর্থন করিতে তিনি আরও এরূপ ভাব জানাইলেন যে মুনিবর যে কোন ধনসম্পত্তি প্রার্থনা কবিবেন, রাজা তাঁহাকে তৎসমস্ত দিবেন । ত্রিকালজ্ঞ বিশ্বামিত্র ঐহিক সম্পত্তির নশ্ববত্তে মহাবাজের দৃষ্টিহীনতা অনুভব কবিয়া এবং মহাবাজ দান পুণ্য কবেন ও সেই নিমিত্ত অহঙ্কার কবেন জানিয়া, বাজাকে বলিলেন যে, “আমি বাহা প্রার্থনা করিব অঙ্গীকার করণ তাহাই আমাকে দিবেন ।” রাজা স্বীকৃত হইলেন । এইরূপে বাজাকে অঙ্গীকৃত কবাইয়া তিনি সসাগরা রাজ্য প্রার্থনা কবিলেন, এবং বাজাও সমস্ত রাজ্য মুনিবরকে দান কবিলেন । তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন “বাজনু যদি সমগ্র রাজ্য দান কবিলেন, তবে এখন ইহার দক্ষিণা স্বরূপ সাত কোটি সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করুন ।” মহাবাজ ভাগ্যবীর প্রতি সাত কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দিবাব আজ্ঞা কবিলেন । বিশ্বামিত্র বলিলেন “আমাকে অগ্রে সমস্ত রাজ্য দান কবিয়াছেন এখন আপনার আর ভাগ্যবীরের ধনসামগ্রীতে কোন অধিকার নাই ।” রাজা সমস্তই বুঝিলেন এবং মুনিকে জিজ্ঞাসা কবিলেন যে এখন হইতে তাহার বাসস্থান কোথায় ? মুনিবর কহিলেন “বাবাণসী ক্ষেত্র পৃথিবীর বহির্ভাগে অবস্থিত । আপনি গোস্থানে গিয়া থাকিতে পারেন ।” তখন হরিশ্চন্দ্র নিকটে এক কপর্দকও নাই দেখিয়া ভীত হইলেন এবং শৈব্যার সহিত পবামর্শ করিয়া শৈব্যা এবং রুহিঙ্গাসকে লইয়া দক্ষিণা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে হাটে বিক্রয় কবিত্তে গমন করিলেন । পরে এক ব্রাহ্মণের নিকটে শৈব্যাকে বিক্রয় কবিলেন । ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে লইয়া চলিয়া যার দেখিয়া রুহিঙ্গাস নিজ মাতার অঞ্চল মনিসা

মর্শ্মপীর্ণী ক্রন্দনে মাতার হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। শৈব্যা পুত্রের কাতর ক্রন্দনে, অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, “আমার খাওয়ার অর্ধেক দুইজনে ভাগ করিয়া লইব।” ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ দুইজনকে লইয়া চলিয়া গেল। কিছু দিন গবে ঋহিদাস ব্রাহ্মণের পূজার নিমিত্ত পুষ্প চয়ন করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণ তাহার আহারের ভার গ্রহণ করিলেন। এদিকে মহাবাজ হবিশ্চন্দ্র শৈব্যাকে বিক্রয় করিয়াও দক্ষিণাব সমস্ত পুরণ হইল না দেখিয়া, নিজেকে এক হাড়ির নিকট বিক্রয় করিলেন। এবং সেই অর্থ দ্বারা মূনিব দক্ষিণা পবিশোধ করিলেন। তিনি হাড়ির গৃহে শূকর চরাইতেন ও শ্রমশানের কর আদায় করিতেন। ব্রাহ্মণের গৃহে ঋহিদাস প্রত্যহ তাহার পূজার নিমিত্ত পুষ্প চয়ন করিতে বিশ্বামিত্রের তপোবনে গমন করিতেন এবং বালক জ্ঞানভ চাপল্যেব পরবশ হইয়া শাখা ভগ্ন করিতেন ও পুষ্প সকল দলিত করিতেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে এক দিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবনে আগমন করিলেন এবং বৃক্ষশাখা সকল ভগ্ন দেখিয়া রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, “এইবার যে পুষ্প চয়ন করিতে আমাব তপোবনে আগমন করিবে, তাহাব বক্ষস্থলে সর্প দংশন করিবে।” অবশেষে তাহাই ঘটিল। ঋহিদাসও পুষ্পচয়ন কবিল এবং সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল।

পুত্রের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া মহাবাগী শৈব্যা ব্যাকুল হইলেন, এবং ব্রাহ্মণকে কহিলেন ‘এত বিলম্ব হইল, এখনও ঋহিদাস পুষ্প লইয়া আসিল না, কখন সেবঁতার পূজা করিবেন’। “আরি তাহাকে দেখিয়া আসি” বলিয়া শৈব্যা বিশ্বামিত্রের তপোবনে গমন করিলেন এবং তথার বৃক্ষভলে সর্পদষ্ট পুত্রকে পতিত দেখিয়া জোড়ে লইয়া উচ্চৈঃস্ববে বোদন করিতে লাগিলেন। পতিবিবাহ কাতরা সহায়সম্পদবিহীনা, রাজবাণী শৈব্যা পাষাণবৎ কঠিন হইলেন, অঙ্গ সলিল অন্তরে বহিতে লাগিল। স্থীব

পাদবিক্ষেপে দেহসংকারের নিমিত্ত ঋশানাভিমুখে চলিলেন । কতবার ভাবিলেন “ধন্য জীবনস্পৃহা, ধন্য পরকালভাতি, এখনও আত্মঘাতিনী হইতে পারিলাম না” । এখনও হৃদয়ে আশা, যদি কখন নরেন্দ্রবাছিত পাতর সাফাং পাই, ত অথবা হেতু প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু জ্ঞাত শ্রমা ভিক্ষা করিবেন । সস্তানেব মৃত্যুতে মাতা, নিজ দোষই তাহার কাবণ এট ভাবিয়াই নিতান্ত কাতর হবেন, দেখিতে পাওয়া যায় ।

ঘটনাক্রমে হরিশ্চন্দ্র সেই ঋশানে কর আদায়ের নিমিত্ত প্রভুতক্ত ভৃত্যেব জ্ঞায় বারংবার যাচঞা ও পরে রুষ্টভাবে আজ্ঞা কবিত্তে লাগিলেন । বর্মণীহৃদয় আর সহ্য করিতে পারিল না । অপদকহীনা শৈব্যা কাতরকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে “কোথায় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আব সহ্য হয় না” বলিয়া মর্ম্মভেদী বিলাপ কবিত্তে লাগিলেন । হরিশ্চন্দ্রের পূর্ব্বকথা মনে পড়িল, প্রিয়তমা শৈব্যার প্রতিমূর্ত্তি মানসচক্ষে পরিস্ফুট হইল, অতান্তের জাজ্জল্যমান চিত্র ও বর্ত্তমান অবস্থা ক্ষণিকের মধ্যে অল্পধাবন কবিত্তা ঝঞ্ঝাচিত গভীর হৃদয়ও উদ্বেলিত হইল, মর্ম্মজ তরঙ্গাভিঘাতে হৃদয় ভগ্ন হইল । তথাপি অতি স্থির ও অতি গম্ভীরভাবে তিনি ক্রহিদাসের প্রাত নিবন্ধদুটি হইয়া শৈব্যাকে আশ্ব-পবিচয় দিলেন । ভীত-চকিত শৈব্যা সংসারের ব্যবহারে নিত্য সন্দিগ্ধ বলিয়া হরিশ্চন্দ্রের প্রতি অনিমেব-লোচনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । তাঁহার ললাটে ধ্বজ চিহ্ন দেখিয়া সন্দেহের কটাক্ষ স্নেহের চাহনিতে পরিণত হইল, কঠিন হৃদয় বিগলিত হইল । উভয়ের কাতর ক্রন্দনশ্রোতঃ বিস্তৃত হইয়া বিশ্বাসিত্বের কঠিন হৃদয় বিগলিত করিল । ওদিকে বর্ম্মরাজ আসিয়া ক্রহিদাসের প্রাণ দান করিলেন । ইতঃপূর্ব্বকার হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী দাবদাহের দাহিকা শক্তি আনন্দাক্রান্তে সিন্ধু হইয়া গেল । অযোধ্যার প্রজাপালন যেন তুলনায় অধিকতর সুখকর বলিয়া বোধ হইল । ক্রহিদাসকে গ্রাহ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণকামনা, তাঁহার অতিশয় বলবতী

হইল । কিন্তু বিশ্বাসিত্বেব অভিসম্পাতের কারণ তিনি অচিরে ভুলিয়া গেলেন । স্বর্গপথে দেবর্ষি নারদের নিকট আশ্ব-গরিমা প্রদর্শন করায় স্বর্গারোহণ তাহাব ভাগ্যে ঘটিল না ।

ধ্রুব ।

বহুকাল পূর্বে উত্তানপাদ নামে এক নৃপাত ছিলেন । তাঁহাব দুইটী মহিষীর মধ্যে জ্যোষ্ঠাব নাম সুরুচি ও কনিষ্ঠাব নাম সুনীতি । রাজা সুরুচিকে অত্যন্ত ব্লেহ কবিতেন এবং তিনি বেকপ কবিত্তে পরামর্শ দিতেন, রাজা তাগ অবিচারিত চিন্তে সম্পাদন করিয়া সূচী হইতেন । এ কাবণে সুরুচিব পুত্র উত্তমও রাজাব অতিশয় প্রিয় ছিলেন । কনিষ্ঠা পর্তীর উপর সচবাচব লোকে বেকপ অজুবক্ত তযেন রাজা সুনীতিব প্রতি তাদৃশ অজুবগ দেখাইতেন না । এই সুনীতিব গর্ভে মহাত্মা ধ্রুবব জন্ম তয় । একদা মহাবাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন এবং তদীয় প্রিয়-পুত্র উত্তম তাঁহাব নিকটে উপস্থিত রহিয়াছে, এরূপ সময় ধ্রুব, পিতাব নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাব ক্রোধে উঠিবাব উপক্রম করিল । রাজা-মহিষী সুরুচি সেই সময় তথাব উপস্থিত ছিলেন এবং রাজাও সেই কাবণে ধ্রুবব আশা পূবণ কবিত্তে পারিলেন না । সুরুচি ধ্রুবব ইচ্ছা অবগত হইয়া স্তব্ধা ও ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, “ধ্রুব, তুমি কি জাননা যে, তুমি সুনীতিব গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ? তুমি আমাব গর্ভে জন্মগ্রহণ কব নাই যে, এরূপ ইচ্ছা কবিত্তে পার ? এ সিংহাসন উত্তমেরই যোগ্য” । বিমাতার এরূপ স্তব্ধসনা শ্রবণ করিয়া, ধ্রুব যাবপবনাই ব্যথিত হইলেন, এবং নিজ মাতার নিকটে উপস্থিত হইলেন । ক্রোধে ও অভিযানে তাঁহাব অধর

দ্রব্য কল্পিত হইতেছিল। তদর্শনে স্ত্রীত্ব তাঁহাকে জোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঐব তোমার এইরূপ জোড়ের কারণ কি, তোমাকে কি কেহ সমাদর করে নাই, না তোমার নিকট কেহ মহারাজের অবমাননা কাব্য আছে ? আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল ।” অনন্তর ঐব দীর্ঘনিশ্বাস ভাগ কবিয়া বিমাতার নিশ্চয় ব্যবহারের সকল বৃত্তান্ত নিজ মাতার নিকটে জ্ঞাপন করিলেন। স্ত্রীত্ব কাতবচনে কহিলেন, “ঐব তোমার অদৃষ্ট যে নিতান্ত মন্দ, তাহা তোমার বিমাতা সত্যই বলিয়াছেন। কিন্তু তুমি এ ভাবস্বাব বাক্যে চুঃখিত হইও না।” ঐব বলিলেন, “জননি, সাত্বনা বাক্যে আমার আশা মন স্থির হইতেছে না, আমাকে বলিয়া দিও কি প্রকারে আমার মন সুস্থিৰ হইবে।” স্ত্রীত্ব ইহা শ্রবণ কবিয়া বলিলেন, “ঐব, তুমি দয়াময় হরিকে সাধনা কর, তা হলে তিনি তোমাঘ শ্রেষ্ঠপদ দিবেন।” ঐবের মনে হরির চিন্তাই দিবাত্ত উদিত হইতে লাগিল। তিনি জননীকে বলিলেন, “আমি পদ্মপলাশলোচন হরিকে সাধনা কবিব।” এই বলিয়া গভীর অবগো প্রবেশ কবিলেন। তথায় দেখিলেন, সপ্তজন মহাশি কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন, তিনি তাঁহাদের চরণ বন্দনা পূর্বক কহিলেন, “আমি বাজা উত্তানপাদেব পুত্র বাজা, ঐশ্বর্য্য আমি কিছুই চাহি না, যেস্থান সূর্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যাহা পূর্বে, কেহ কখন প্রাপ্ত হন নাই, আমি তাহাবই প্রার্থী।” মহর্ষিগণ বলিলেন, “রাজকুমার, হরির আবাধনা ব্যতীত কেহই শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হন নাই। বৎস, এখন তুমি সেই বিশ্বপতির সাধনা কর, তাহা হইলে তোমার সকল মনোবঞ্চ সিদ্ধ হইবে।” অনন্তর ঐব প্রীতমনে ঋষিগণের চরণবন্দনাপূর্বক যমুনাতটবর্তী পবিত্র মধুবনে উপনীত হইলেন। ঐব ঐ বনে প্রবিষ্ট হইয়া কঠোর তপস্তা আবস্ত কবিলেন। এবং ঋষিগণের উপদেশ ক্রমে দুঃস্থ সাধনা কবিত্তে লাগিলেন। ইত্যঃ মধ্যে উপদেষ্টা সকল কত না ছলনা করিত্তে লাগিলেন। কেহ বা

সুশীতির রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিতে লাগিলেন, “ঋব, আমি অনেক কষ্ট সহ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, এখন তোমারই মুখপানে চাহিয়া আছি, তুমি আমার হৃদয়ের ছেলে, কি প্রকারে এই অসহ্য কঠোর তপস্তা সহ করিবে।” তর্থাগি ঋবের মন সেই সকল ছলনা বাক্যে বিচলিত হইল না। তিনি একতানমন হইয়া পদ্মপলাশলোচন হরির ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। কাহাব সাধ্য তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে।

ঋবের এই কঠোর তপস্তা দেখিয়া দেবতাবা অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং দেবাদিদেব হবির শবণাগ্ন হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা কবিলেন যে, আমরা পঞ্চমবর্ষীয় বালক ঋবের কঠোর সাধনায় অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, এক্ষণে তাকে নিবৃত্ত করুন। তাহাতে চরাচরগুরু হবি কহিলেন, “দেবগণ, আপনারা নিঃশঙ্কচিত্তে গৃহে গমন করুন। আমিই সেই বালককে বিরত কবিব।” তৎপরে পদ্মপলাশলোচন হরি ঋবে নিকটে গিয়া স্নিগ্ধ ও মধুর বচনে কহিলেন, “বৎস, আমি তোমার তপস্তায় মুগ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে যাহা অতীষ্ট তাহা প্রার্থনা কর, আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। ঋব নেত্র উন্মীলনপূর্বক দেখিলেন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পদ্মপলাশলোচন হবি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডাযমান। তিনি হর্ষে ও বিশ্বাসে স্তম্ভিত হইলেন এবং দৃষ্টব্য প্রণাম কবিয়া স্তব কবিত্তে লাগিলেন। তৎপরে কহিলেন, “ভগবন, যদি অনুরূপ পূর্বক আমার প্রার্থনা পূরণ কবিবেন, তাহা হইলে আমার অতীষ্ট এই যে, আমাকে জগত্তেব শ্রেষ্ঠতম পদ প্রদান করুন, অর্থাৎ বাহাতে আমি আপনার স্তব করিতে পারি, এই বর প্রদান করুন।” ভগবান হরি কহিলেন “পূর্বজন্মে তোমার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজপুত্র হইবার ইচ্ছা হয়, এই ইচ্ছার ফলে তুমি উত্তানপাদ রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, স্বর্গাদিপদ স্ত সামান্ত কথা, আমি তোমাকে জ্যোতিষ্ক

মণ্ডলের * উপরিতম স্থান প্রদান করিলাম”। বরলাভে কৃতার্থ হইয়া ঐব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। উজ্জানপাদও সন্তুষ্ট হইয়া উত্তম্যুকে না দিয়া ঐবকে রাজসিংহাসন প্রদান করিলেন। এক্ষণে একাগ্রতা ও ভগবৎ ভক্তি না থাকিলে সহস্র বাধা-বিঘ্ন সঙ্কেত ঐব কি ভগবৎরূপা লাভ করিতে পারিতেন ?

একলব্য ।

পূবাকালে ভাবতবর্ষে তবছায়েব দ্রোণাচার্য্য নামে এক পুত্র ছিল। তিনি একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। অস্ত্রবিদ্যায় ও ব্যায়াম শিক্ষা কার্যে তদানীন্তন লোকেরা তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিয়া গণ্য করিতেন। এ কারণে কুরু-পাণ্ডবদিগের পিতামহ ভীষ্মদেব তাঁহাকে বালকদিগের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য নিযুক্ত কবিয়াছিলেন। একদা দ্রোণাচার্য্য কুরু ও পাণ্ডুপুত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান কবিতেছেন, এমন সময় একটি বালক আসিয়া তাঁহাব চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিবেদন কবিল “আমি নিবাদ হিরণ্যধনুস পুত্র। আমার নাম একলব্য, আপনাব নিকটে অস্ত্র শিক্ষা লাভের আশায় অমুপ্রাণিত হইয়া আসিবাছি।” আচার্য্য দ্রোণ তাহাব কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন “তুমি নীচ ব্যাধভ্রাতা, তোমাকে শিখা বলিয়া গ্রহণ করিলে আমার অখ্যাতি হইবে।” একলব্য অনেক অমুনয় বিনয় কবিল, দ্রোণাচার্য্য কিন্তু কোন প্রকায়ে সন্তুষ্ট হইলেন না। মনের দুঃখে একলব্য দ্রোণের চরণে প্রণাম কবিয়া হতাশ হৃদয়ে গভীর নিবিড় কাননে প্রবেশ কবিল।

নিবাদ নন্দন নিবাদোচিত বেষ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী হইলেন,

এবং জটাবকল পরিধান করতঃ বনমধ্যে মৃত্তিকার দ্রোণমূর্ত্তি বচনা কবিয়া ধনুঃ ও শবহস্তে গুল্মমালা অর্ঘ্য দিয়া সেই মূর্ত্তি পূজা করিতে আরম্ভ কবিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মবিজ্ঞা সম্বন্ধে তাবৎ যন্ত্র ও অস্ত্র শিক্ষা কবিয়া ধর্ম্মর্ধর হইলেন ।

কিছুকাল পরে কুক-পাণ্ডব রাজকুমারেবা মৃগয়া কাবণ সাবশেষ সহিত সেট বনে প্রবেশ কবিলেন । তাহাদিগেব কুকুবাট মহাশব্দ কবিয়া একলব্যেব ধ্যান ভঙ্গ করিল । নিষাদ-পুত্র রাগান্বিত হইয়া তাহার মুখে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ কবিলেন । আশ্চর্যেব বিষয় কুকুরেব মুখে আঘাতও লাগিল না, তাহার জীবন নাশও হইল না, কিন্তু তাহাব শব্দ কবিবাব দমতা বদ্ধ হইল । কুকুব বঙ্গ পশু অদেবণ করিতে না পারিয়া স্বােব প্রভুগণের নিকট প্রত্যাগত হইল এবং তাহাব মুখে শব্দভেদী শব বিদ্ধ দেখিয়া তাহাব প্রভুগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া পব-স্পন্ন বলাবলি কবিত্তে লাগিলেন “আমবা বহুবিধ বিজ্ঞা শিক্ষা কবিয়াছি বটে, কিন্তু ধর্ম্মবিজ্ঞাব এক্লপ অদ্ভুত প্রভাব কখন দর্শনও কবি নাট এবং শ্রবণও কবি নাই । এই বলিতে বলিতে তাহাবা লজ্জাব অধো-বদন হইয়া ভ্রাতৃবৃন্দ ও অমুচরবর্গের সহিত, যে ব্যক্তি এই প্রকার শব বিদ্ধ কবিত্তে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার অনুসন্ধানে গমন কবিলেন । ঘনগম্ভীর বনমধ্যে তাহারা প্রবেশ কবিয়া দেখিলেন—এক ব্রহ্মচাবী শরধনুঃ হস্তে লইয়া ধানে নিমগ্ন রহিয়াছেন । সুবক যোগিববকে দেখিয়া তাঁহাবা জিজ্ঞাসা কবিলেন “আপনি বোন্ মহাজন—কাহাব পুত্র—কি নাম ববিয়া থাকেন—এবং কাহার নিকট এই বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছেন ?” নিষাদ-নন্দন তত্ত্বস্তরে বিনীতভাবে নিবেদন কবিলেন, “আমার নাম একলব্য, আমি নিষাদ হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণাচার্য্য আমাব গুরু, এবং তাহারই নিকট আমি ধর্ম্মবিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছি ” রাজকুমারেবা এই বাক্যে বিস্মিত ও সন্দ্বিদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট

উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল “গুরুদেব, পাণ্ডবের সমান প্রিয়তম শিষ্য আর বাহ্যকেন্ত কবিবেন না এবং বেহই আপনার সকল বিজ্ঞা শিক্ষা করিতে পারিবে না, বলিয়াছিলেন, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আপনাব এ সমস্ত ছলনামাত্র । আপনি এক ত্রিষদ পুত্রকে অদ্ভুত বিজ্ঞা দান করিয়াছেন, এ কথা আপনার সেই শিষ্যের নিকটেই আমবা অবগত হইলাম ।” দ্রোণাচার্য্য এ কথার তাৎপর্য্য অবগত হইবার নিমিত্ত সম্বব সেই বনে প্রবেশ করিলেন । একলব্য দ্রোণাচার্য্যকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কাহার নিকট একপ একাগ্রতা সহকাৰে এ জাতীয় অদ্ভুত অস্ত্রবিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছ ?” একলব্য উত্তর করিল “আপনার বোধ হয় স্ববর্ণ থাকিতে পারে যে, জাত্যাংশে নীচ বলিয়া আমাকে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আপনি অস্বীকৃত করেন এ কাৰণে আমি মুক্তিকায় আপনাব মূৰ্ত্তি রচিত করিয়া তৎসমক্ষে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, আজ্ঞাধীনেব নাম একলব্য । দ্রোণাচার্য্য এই বাগকেব অদ্ভুত একগ্রতায বিন্মিত হইলেন এবং অনেক চিন্তার পব বাজকুমারদেব স্বার্থেব প্রীতি বিশেষ আকুল হইয়া, একলব্যকে বলিলেন, “গুরু-দক্ষিণা প্রদান না করিলে কোন বিজ্ঞাই সম্পূর্ণ হয় না । তুমি আমাব দক্ষিণা সম্বন্ধে কি বিবেচনা করিয়াছ ?” একলব্য আনন্দিতচিত্তে কহিলেন, “আপনাব দশনলাভে আমি চরিতার্থ হইয়াছি । এক্ষণে যেএপ আজ্ঞা করিবেন, যথাসাধ্য দক্ষিণাস্বরূপ তাহাই অৰ্পণ করিয়া আমার শিক্ষা সফল বিবেচনা করিব, এবং এতদিন পরে আপনার প্রকৃত শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইব” । অৰ্জুনকে অস্ত্রবিজ্ঞায় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন করিবার মানসে তিনি একলব্যকে দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিতে আজ্ঞা করিলেন । আজ্ঞামাত্র একলব্য শাপিত ছুবিকাধাবা বৃদ্ধাঙ্গুলী ছেদনপূৰ্ব্বক গুরুকে প্রণাম করিয়া উহা

গুরু-পাদপদ্মে দক্ষিণা স্বরূপ অর্পণ করিলেন। গুরু দ্রোণাচার্য্য এবং স্বার্থপর জগৎও বিশ্বয়ে বিহ্বল হইল—তাহারা কিছুকালের নিমিত্ত নিজচক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে পারিল না। এতাদৃশ গুরুভক্তিও একাগ্রতা জগতে বিরল।

নল দময়ন্তী ।

পূর্বকালে নিবধবাজ্ঞা নল নামে এক রূপবান্, গুণবান্, যশস্বী ও তেজস্বী নবপতি ছিলেন। তৎকালে বিদর্ভবাজ্ঞা ভীম রাজ্যাব এক নানা গুণসম্পন্ন বস্ত্ররূপা পবন রূপবতী কন্যা ছিলেন। তাঁহাব নাম দময়ন্তী। এই অলোকসামান্য বাজকন্যাব ত্রিভুবন-বিদিত-রূপবান্ ও গুণগ্রামেব কথা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষণে তাহাকে পাইবাব নিমিত্ত নিবধরাজ যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, লোক মুখে কন্দর্প বাহিত নলবাজেব রূপ ও নানাবিধ গুণাবলীৰ কথা শ্রবণ করিয়া দময়ন্তীও সেটরূপ মনে মনে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন। দময়ন্তীৰ চিন্তায় অধীর হইয়া মহারাজ নল একদিন স্বীয় প্রমোদোদ্ভানে ভ্রমণ করিতে কবিত্তে একটি সুবর্ণহংসী দেখিতে পাইলেন। নল এই হংসীটিকে অশেষ চেষ্টায় হস্তগত করিলে পব, হংসী ভীত ও চকিত হইয়া মনুষ্যের ন্যাব নাকো মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “মহাবাজ, আমাকে মুক্ত করুন আমি দময়ন্তীৰ সমীপে আপনাব ত্রিভুবনবিদিত রূপ ও দেবতাবাহিত গুণের কথা বলিয়া আপনার সহিত বিদর্ভ রাজকন্যার নিলন ঘটাইবা দিব।” মহারাজ নল তাহার এত আশ্বাস-বাণীতে বিমুগ্ধ হইয়া মুক্ত করিলামাত্র, হংসী আকাশমার্গে উড়ীন হইয়া বিদর্ভনগরে ভীমরাজের অন্তঃপুরস্থ প্রমোদ উদ্ভানে গমন করিল।

রাজকন্যা। তৎকালে সন্নিধীগণ পরিবৃত্তা হইয়া পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন । অনন্তর সরোবর সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি একটি সুবর্ণ হংসী জলে সন্মরণ কবিতোছে দেখিতে পাইলেন । এইরূপ সুন্দর পক্ষী দেখিয়া তিনিও নলরাজের জ্ঞায পুলকিত চিত্তে সবসীজলে অবতীর্ণ হইয়া হংসব নিকটবর্তী হইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় হংসী পূর্ববৎ মনুষ্যোব স্ববে বৈদম্বীকে সঙ্ঘোষন করিয়া কহিল “রাজকন্যা আমাকে ধবিবেন না । ত্রিভুবনে নিবধরাজ নলই আপনাব জ্ঞায কপবতী ও গুণবতীর পাণি-গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র । তাঁহার সহিত আপনাব মিলন ঘটাইয়া দিব ।” পূর্ব তইতে নলেব প্রতি আকৃষ্টচিত্ত দময়ন্তী, হংসীর এই আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া, তখনই মনে মনে নলরাজকে পত্নিরূপে বরণ কবিলেন ।

কন্যাকে বিবাহেব উপযুক্ত দেখিয়া বিদম্বীমহিষী স্বামীর নিকট কন্যার বিবাহেব নিমিত্ত বারংবার প্রস্তাব করিলেন । বিদম্বীরাজ এই প্রস্তাবে সন্মত হইয়া রাজকন্যাব স্বয়ম্বর বার্তা ঘোষণা করিলেন, এবং দেশ দেশান্তরে নিমন্ত্রণপত্র প্রেবণ করিলেন । দেবগণের নিকটেও এ সংবাদ পৌঁছিল । নিমন্ত্রনবার্তা পাটয়া নানা দেশের নরপতিবৃন্দ স্বয়ম্ববাভিযুখে যাত্রা করিলেন । এবং মহারাজ নলও সসৈন্তে সুবর্ণ চতুর্দোলায আবোহণ কবিয়া স্বয়ম্ববস্থলে আগমন কবিতোছেন একপ সময়ে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও ষম এই দেবতা চতুষ্টয়ের সহিত পথে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল । দেবতাবা মানবীব স্বয়ম্বরে আগমন কবিতোছেন, এস্থলে দময়ন্তী যদি তাঁহাদেব মধ্যে কাহাকেও বরমালা প্রদান না কবেন, তাহা হইলে তাঁহাদেব অপমানেব সীমা থাকিবে না । এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহার দময়ন্তীর নিকট নল-রাজকে দূতরূপে প্রেরণ করিবেন, স্থির করিয়া তাঁহাকে অমুরোধ করিলেন এবং নলরাজও দৌত্য কার্যে স্বীকৃত হইয়া দময়ন্তী যাহাতে

কোন দেবতাকে বরণ কবেন, একথা প্রস্তাব কবিত্তে যাত্রা করিলেন । দেবমায়ার নলবাজ্জ অলঙ্কিতে বাজ্জ-অন্তঃপুবে দমযন্তী গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং দেবতাগণের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন । তদন্তরে দমযন্তী বলিলেন যে, তিনি ইতঃপূর্বেই নলরাজকে পতিত্বে বরণ কবিয়াছেন । বৈদৰ্ভীর মুখে নলবাজ্জ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং পরে দেবগণ সমীপে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । দেবগণরা দমযন্তীর অবহেলার ক্রুদ্ধ হইয়া সভাস্থলে গমন করিলেন এবং সকলেই নলের রূপ ধারণ করিলেন । যথা সময়ে ববমাল্য হস্তে লটখা বিদৰ্ভবাজ্জকজ্জা স্বয়ম্বর স্থলে উপনীত হইয়া পঞ্চনলের মধ্যে যথাধ নলকে নির্বাচন কবিত্তে পবিলেন না । তাঁহার চিবণোষিত নল লাভেই আশা বিফল হইল । তিনি উপায় না পাইয়া স্থিৰচিত্তে দেবগণের আবোধনা কবিল্ল। তাঁহাদিগের ক্রপাতাজন হইলেন । নল রূপধারী দেবতাবা এইবাব স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন এবং দমযন্তী নলবাজ্জকে ববমাল্য প্রদান করিলেন । অনন্তর দেবগণ নলকে চাবিটী বব প্রদান করিলেন । তন্মধ্যে যতদূর ইচ্ছা তথায় একদিনে গমন এবং বিনা কার্কে অগ্নি প্রজ্জ্বালনই প্রধান ।

দেবতাবা স্বায় স্থানে গমন কবিত্তেছেন এক্রপ সময়ে তাঁহাবা পার্ধ-মণ্ডে স্থাপন ও কলিকে স্বয়ম্বরান্ভিমুখে আসিত্তে দেখিলেন । দমযন্তী দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া মানবকে বরণ কবিয়াছেন, শ্রবণ কবিল্ল। ছুটে দেবতা কলির অত্যন্ত তিংসা ও ক্রোধ সজ্জাত হইল । কলি ও স্থাপন দুই জনেই পরামৰ্শ কবিয়া নলের ছিত্র অন্বেষণ কবিত্তে সচেষ্ট হইলেন । একদা মহারাজ নল অন্তচি অবস্থায় সজ্জা কবিয়াছিলেন এই ছিত্র পাইয়া কলি তাঁহার শবীরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং নলের এক কুটবুদ্ধি সম্পন্ন পুঙ্কর নামক ভ্রাতাব নিকট প্রস্তাব কবিলেন যে নলকে পাশা খেলায় আহ্বান কবিল্ল। তিনি তাহার সহায় হইবেন এবং নল

ঐ ক্রীড়ায় রত হইলে তিনি তাঁহাকে পবাক্ষিত করিতে সমর্থ হইবেন । কলি-আশ্রিত নল অক্ষক্রীড়ায় ধনের পব ধন পণ করিয়া পবাক্ষিত হইতে লাগিলেন । কলির প্রভাবে তিনি পাশা খেলায় এক্রপ আসক্ত হইলেন যে অবশেষে তাঁহাকে সৰ্ব্বস্বান্ত হইতে হইল । স্বীয় সাম্রাজ্য মধ্যে সহায়সম্পত্তিহীন হইয়া একখানি মাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি রাজপুরী হইতে বহির্গত হইলেন । নলেব দৈবশী অবস্থা শ্রবণ করিয়া রাজী দময়ন্তী পুত্র কন্ডাবে পিতালয়ে প্রেরণ করিয়া স্বামীৰ অহুগামিনী হইলেন ।

অনন্তর পুত্রর বাজ্য লাভ করিয়া একপ ঘোষণা কবিয়াছিলেন যে, নগবন্ত যে কেহ তাঁহাদেব আশ্রয় দান কবিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে । আশ্রয়হীন নলবাজ স্বীয় মহিবীর সহিত যাইতে যাইতে বাণীকে ক্রান্ত ও ভাবনায় অভিভূত দেখিয়া বনমধ্যে বিশ্রামেব নিমিত্ত একটী স্থান মনোনীত করিয়া লইলেন । তথায় কতকগুলি বিহাযসেব বিচিত্র পক্ষ অবলোকন করিয়া সেটগুলি ধবিবাব নিমিত্ত এবং দময়ন্তীকে অন্তমনা কবিবাব নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইলেন । পরিবেষ বস্ত্র উন্মোচন কবিয়া পক্ষীগুলিব উপর তাহা নিক্ষেপ কবিয়া মাত্র বিহঙ্গকুল বিহাযসে বস্ত্রসহ উড্ডীন হইল এবং যাইতে যাইতে প্রকাশ কবিল যে, তাহার কলি কর্তৃক প্রেবিত । “নিষধবাজেব দুৰ্গতিব অবধি দেখিবাব নিমিত্ত আমবা বস্ত্র পর্যাস্ত ভরণ করিবাছি ।” দময়ন্তী কশিব এই উক্তি এবং নিষধ বাজেব নয় বেশ অবলোকন কবিয়া মৰ্ম্মাহত হইলেন এবং স্বীয় বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ দিয়া তাঁহার লজ্জা নিবাবণ করিলেন । রাজা হতাশ হইয়া পড়িলেন । বিশেষতঃ প্রাণসমা দময়ন্তীব পর্যাটনক্লেশ এবং প্রাসাদের স্বথতপ্ত শয্যায় অত্যন্তা এবং নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য লেছাদি উপভোগে চিবপালিতা রাজমহিবীর অনশনক্লেশ, বচকে অবলোকন করিয়া,

রাজা বিধাদে ব্যথিত ও বিমূঢ় হইলেন। ছুইজনে কলি চক্রান্তে ভ্রমণ করিতে করিতে এক বৃক্ষতলে স্থান লইলেন এবং শারীরিক ও মানসিক ক্রেশে অভিভূত হইয়া দময়ন্তী নিমিত্তা হইলেন। মর্শ্মশর্পী ঘটনা পরম্পরা ও প্রাণান্তকর প্রতীপ প্রেরোচনার প্রাণপ্রিয়ার মত প্রিয়তমের নিমিত্তা আসিল না। একের নিমিত্তা প্রগাঢ় বিশ্বাস ও নিঃশঙ্কার সুখময় ফল—অপরের জাগরণ অসহনীয় আবেগ ও কর্তব্যবোধের সমাধান। এ জাগরণে সুখ ত ছিলই না, অধিকন্তু একাকী নানারূপ চিন্তায় ও ঘটনাচক্রে মহাবাজ নলের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিল। তিনি দময়ন্তীকে নিমিত্তা দেখিয়া বিশ্বাস ঘাতকের জায় ভর্তাব ভাব বনপানপের উপর লুপ্ত করিয়া বজ্রাঙ্ক ছিন্ন কবচঃ পলায়নপব হইলেন। দোলায় জার একবার ঘাইতে চেষ্টা করিলেন, আবাব ফিবিলেন। এইরূপ কবিতে করিতে কলির প্রাণান্ত তাঁহার মনোমধ্যে বিস্তৃত হইল এবং মলবাজ প্রাণপ্রিয়ার প্রতি ছুই একবার ফিরিতে ফিহিতে অন্তাচল গমনোন্মুখ দিবাকরের জায় অতি সত্ব অদৃশ্য হইলেন।

সুপ্রোথিতা রাজমহিষী হৃদয়বির অদর্শনে চতুর্দিক অন্ধকারময় দেখিলেন। কতবার ভাবিলেন প্রাণনাথ বুঝি কৌতুকচ্ছলে মেঘের অন্তবালে আছেন এবং অতি সত্বরই তাঁহার মেঘনিঃসৃতবশ্মিমালা অবসরহরয়ে নবীন তেজঃ সঞ্চারিত করিবে—কতবার সন্দেহ হইল—কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, হৃদয়বাজ স্বীয় রাজ্যের ধ্বংস সাধন কবিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। তরুতল, পুষ্কবিণী ও অজ্ঞান স্থান তর তর করিয়া অন্বেষণ কবিলেন এবং অবসাদের অকূল-আবর্তে নিমগ্না হইলেন। কিম্বৎকণ পবে এক অজাগব সর্প তাহাকে দংশন কবিতে উদ্ভূত দেখিয়া তাহাব প্রাণে ভীতি সঞ্চারিত হইল। এক বাধ তখনই উহার সংহাব করিল। রাজমহিষী অমনি বিপদে বৈর্য্য ধারণ করিলেন এবং ব্যাধকে

অভদ্র বিবেচনা করিয়া পশ্চাদ্গত একদল বণিকের শরণ লইলেন । আল্লায়িত কেশা ও অর্দ্ধবস্ত্র পরিহিতা দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে পাপগলিনী অশ্রয়মান করিল এবং তাহাদের সহিত চেদিরাজ্যে লইয়া গেল । চৌদরাজধানীর দুই বালকেয়া তাহার ঈদৃশী অবস্থা অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি ধূলি ও কর্দম নিক্ষেপ করিতে লাগিল । কিন্তু রাজ প্রাসাদের উপর হইতে রাজমাতা গুণাধ ধূসর হইলেও অলোক-সামান্য রমণীর রূপলাবণ্য অবলোকন করিতেছিলেন । তিনি অচিরে লোক প্রেরণ কবিয়া সেই অসামান্য-রূপবতীকে প্রাসাদে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে সখীভাবে আশ্রয় দান করিলেন ।

বিদর্ভরাজ, জামাতা ও কন্যার ঈদৃশ অবস্থা লোক পবম্পরায় অবগত হইয়া দেশ দেশান্তরে লোক পাঠাইলেন । সূদেব নামে এক ব্রাহ্মণ চেদীরাজ্যে আসিয়া দময়ন্তীর অল্পসন্ধান পাইলেন এবং ভীম রাজ সংবাদ পাইয়া কন্যাকে নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন । দময়ন্তী পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়া নল রাজের অধেষণ করাইলেন তথাপি কোন সন্ধান পাইলেন না । অবশেষে এক ব্রাহ্মণ ঋতুপর্ণ রাজার গৃহে নলবাজের অবস্থান নানা কাণে সন্তবপণ হইতে পাবে এ কথা জ্ঞাপন করিলেন । বুদ্ধিমতী বিদর্ভ-সুহিতা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় স্বয়ম্বর হইবেন এরূপ কথা বটাইয়া দিয়া ঋতুপর্ণ রাজার নিকট লোক দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং মনে মনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ঋতুপর্ণের সারথি যদি এক দিনে এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া নিজ প্রভুকে বিদর্ভরাজ্যে আনয়ন করিতে পারেন, তাহা লইলে নিষধরাজ ব্যতীত তিনি অন্য কেহই নহেন ।

মহাবাজ নল ছদ্মবেশে ইতিপূর্বেই ঋতুপর্ণরাজের সারথিরূপে নিযুক্ত ছিলেন । একমাসের পথ দময়ন্তীর স্বয়ম্বরস্থলে পৌঁছিবার একদিন মাত্র আছে জানিয়া ঋতুপর্ণরাজ নিজ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,

তিনি স্বয়ম্বব স্থলে স্বধাসময়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন কিনা এবং তাহার সাবধির উত্তরে স্তম্ভ ও বিস্মিত হইলেন । বাজা ঋতুপর্ণ এক দিবসেব মধ্যেই বিদর্ভবাজ্যে উপস্থিত হইলেন এবং স্বয়ম্ববেণ কোন আয়োজনই দেখিতে না পাইয়া অপ্রতিভ ও বিরক্ত হইলেন এবং বিদর্ভরাজ্যেব আতিথ্য স্বীকার করিলেন ।

দমযন্তী অনল ব্যতীত নলের বন্ধন কার্য্য এবং অন্তান্ত বিশেষগুণ দেখিয়া অচিবে ছদ্মবেশী সাবধির পরিচয় পাইলেন । নলবাজও নিজ স্বপুত্রাণয়ে লালিত পালিত নিষধরাজ্যেব পুত্র কন্তা বলিয়া অভিহিত বালক বালিকাকে দেখিতে পাইয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না । কলি ক্রমে ক্রমে তাহার উপর যে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে প্রতিনিবৃত্ত হইল । পুণাখোক নলবাজ স্বায় বাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক প্রথমেই পুঙ্খবকে ক্ষমা করিলেন এবং অপত্যনির্ধির্শেষে প্রজ্ঞাপালন করিতে লাগিলেন ।

সীতা চরিত্র ।

বাস্তবিক সীতাচরিত্রবর্ণন লোক ও সমাজ শিক্ষার নিমিত্ত একটি আদর্শচরিত্রবর্ণন । বাজনাতি ও সমাজনাতি বিশাবদ বাম-চন্দ্রের সীতাব প্রতি ব্যবহার, যগপৎ হিন্দু রাজ্যে ও হিন্দু পতিব প্রজ্ঞাব বজ্ঞনের নিমিত্ত এবং সমাজস্থায়ি বন্ধার্ধ আদর্শ ব্যবহার । এবং তদীয় দয়িতা রাজর্ষি জনকের গৃহে প্রতিপালিতাব প্রকৃতি বজ্ঞনার্থ স্বার্থত্যাগ ও পত্নীপ্রেম উভয় চরিত্রের সামঞ্জস্য বক্ষা করিতেছে । সীতাতে রমণীমূলভ চাকলা, স্বামীর উপর সন্দেহ ও দোষাবোপ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ হিন্দু গৃহস্থ প্রাণান্তে কন্তাকে সীতা নামে অভিহিত করেন না, কারণ হিন্দু গৃহিনী স্বাত্রেবই বিশ্বাস

যে ঐহিক জীবনে সীতার জ্ঞান অভাগিনী আব নাই । সীতা স্বামী
সোহাগে সোহাগিনী হইতে পারেন নাট । বিবাহব অনতিবিলম্বে
কৈকেয়ীর প্ররোচনায যুবরাজপত্নীভাব ভাগ্যে রাজভোগ বড় একটা
ঘটে নাই । সীতা রাজকুলবধু হইয়া ঐহিক সুখ প্রার্থনা কবেন নাই,
এবং স্বামীর অমুগামিনী হওয়া ও পাতিব্রত্যের পবাকারী প্রদর্শন
নাব জীবনের শ্রেষ্ঠতম ধর্ম বলিয়া পবিত্র কবিয়াছিলেন । তিনি
স্বামীর সহিত হস্তবদনে ঋকশ্রীকুরাণীকে প্রণাম করিয়াছেন এবং
ঋকশ্রী মহাশয়কে সাক্ষ্য দিতে বিদগ্ধপ্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । স্বামীর
সহিত তিনি স্পষ্ট দেখিয়াছেন যে, কেবল সত্যপালনের নিমিত্ত
দেবত্বস্বাধীন মহাশয় কৈকেয়ীর অমুবাধে এইরূপ আদেশ শিবোবাধা
কবিয়াছিলেন । স্বামীর সহিত তিনি আবও স্পষ্ট দেখিয়াছেন যে,
কৈকেয়ীর অন্তর্ভুক্তিত অত্র কোন গুঢ় শক্তি প্রভাবে তাঁহা অযথা
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মার্গের সহযোগে চটয়াছিলেন । তাঁহা উভয়ে সত্যের
প্রাধান্য বন্ধার্থে নিজ নিজ প্রাণে বলিদান দিয়াছিলেন । সমাজের
ও সকলের নিমিত্ত নিজ স্বার্থ যে নিত্য মুলাহীন, তাহা তিনি
অমুভব কবিত্তে সমর্থ ছিলেন । ঐহিক জীবনে কষ্ট পাওয়া থাকিলেও
তিনি মানোজীবনে আনন্দপ্রাসাদ লাভ কবিয়াছিলেন, কারণ তিনি
জানিতেন, দেবত্ব অধর্মভীক বায়চন্দ্র মনে মনে কখন তাঁহাকে ঘৃণা
করেন নাট । ইহজীবনে এই জীবন বিপর্যায় পবিস্ফুট করিতে
বান্ধিকীর সীতা চরিত্র গঠন । অনেকে বমণী চরিত্র অঙ্কিত কবিয়াছেন
বটে কিন্তু সমাজ ও রাজনীতিজ্ঞ ভর্তার সহিত তাঁহার জীব চরিত্রের
সামঞ্জস্য বন্ধ কবিত্তে জগতে এরূপ চরিত্র গঠিত হইয়াছে কিনা জানা
যায না । জগতের নিমিত্ত, সমাজের নিমিত্ত, প্রজার নিমিত্ত, স্বামীর
নিমিত্ত, ঋকশ্রীর নিমিত্ত, এবং পরিশেষে নিজ আত্মজের নিমিত্ত একপ
স্বার্থভাগ এবং এক স্তরে বীধা এরূপ চরিত্র জগতে বিরল, অনমু-

করণীয়, অত্যশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত। রামচন্দ্র রাজা হইলেও যেরূপ রাজকুলসম্রাট, সীতা রাজ্ঞী হইলেও সেইরূপ কেবল যে রমণীকুল-রাজ্ঞী এরূপ নহেন, তিনি রাজ্ঞীকুলরাজ্ঞী ।

প্রকৃতির কল্পা সীতা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অমুরাগিনী, এবং রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি সহাস্রবদনে আপনাকে অবস্থাব বশীভূত হইতে দেন নাই। তিনি বনে বনে ভ্রমণ করিতে কখন কাতরতা প্রকাশ করেন নাই, বরং স্বামীকে চুঃখ ক্লেশ অমুভব করিতে দেন নাই। অধিকন্তু বৃক্ষ লতাদি পরিশোভিত কানন কুঞ্জ, পুষ্প, পণ্ড, পক্ষিগণকে স্বাভাবিক অবস্থায় অবলোকন করিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইতেন। রাজর্ষিগৃহের পালিত কল্পা পবে ঋষিগৃহবাসিনী হইয়া, অপবিচিত স্থানে আসিয়াছেন বলিয়া তিনি কখনই মনে কবেন নাট। এই নিমিত্ত নির্কাসনেব আজ্ঞাপ্রাপ্তিব পর শ্রীরামচন্দ্র যখন বনবাসের আতঙ্কপ্রদ চিত্র সীতার মানসপটে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, প্রকৃতি কন্যা তখনই উহা বাঞ্জীবাঙ্কিত প্রিয়তম উজ্জান বলিয়া কীর্ণিত করিয়া ছেন—তখনই বলিয়াছেন যে কুশ, কাশ, শব ও ইবোকা কণ্টক তাঁহার নিকট স্নুকোমল বোধ হইবে—তখনই বলিয়াছেন যে প্রবল বাতাসজ্ঞাত ধূলিরাশি বৃষ্টি সংস্পর্শে তাঁহার নিকট চন্দনবৎ অমূষিত হইবে—তখনই প্রকাশ করিয়াছেন যে যোগেন্দ্রবাঙ্কিত নন্দনদী, বন উপবন এবং অত্রভেদী গিরিশৃঙ্গ তাঁহার চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা চবিতার্ষ করিবে—তখনই বলিয়াছেন যে বাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের অনেক দেখিয়াছেন এইবার পাতিব্রত্যের শেষ সীমা দেখিতে তিনি অভিলাষিণী। এ জাতীয় স্ত্রীকে গৃহে রাখিয়া যাইতে যোগিবর রাজকুলসম্রাট বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। তিনি স্বাধ চরিত্রেব অমুদ্বপ চরিত্র দেখিয়া যুগপৎ স্তম্ভ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এখনও সীতা চরিত্রের পরীক্ষার কথা বিবৃত হয় নাই। এই

নিমিত্ত রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা এবং পার্শ্বস্থ
শুকের সমীপবর্তিনী সীতাব পাতাল প্রবেশ । সামান্যমনা রূপলোলুপ
রাক্ষস সীতাব গুণরাশির বর্ষাদা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া
তাঁহাকে শাশ্বত রমণী প্রযত্নে ধন বস্ত্র পরিচ্ছদাদির কত না প্রলোভন
দেখাইয়াছিল, কিন্তু সেই অদূরদর্শী মুক্তিমান লোভ একবারও চিন্তা
কবিল না যে, সীতা দেবী ঐ সকল নথর সামগ্রীই লোভ বিসর্জন
করিয়া স্বামী'র অঙ্গুগামিনী হওয়। গরীবান বিবেচনা করিয়াছিলেন ।
তাই বাহুসজ পাপ, পবিত্র সীতা দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না । তাই
সীতাদেবী অণেক বনে শোক পাইলেন না । অতিশয় তক্ত ও
প্রেমেব আধিক্যে তিনি প্রবাসবিচ্ছেদ অমুতব করেন নাই, কারণ
আত্মাব অবিকল্প অহুবাণে রায়মুক্তি সর্বদাঃ তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত
ছিল ।

বাহুসপাপ অপসারিত হওয়ার পর রামচন্দ্র রাক্ষসগৃহে অবস্থান
কালে বাহু মহিষ'ব চবিত্র সম্বন্ধে পাছে অমুচবরন্দ সন্দেহ কবে এট
ভাবিয়া সীতাব অগ্নিপরীক্ষা করেন । কিন্তু অগ্নি অগ্নিকে ভয়ীভূত
কবিত্তে পাবিল না, সতী-বগ্নেবই জয় হইল ।

অযোধ্যার প্রত্যাগমনের কিছুকাল পবে বাহু মহিষ' অস্তঃসত্বা হইল
এবং অযোধ্যাবাসী অনেকেই তাঁহার চবিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ
করিয়াছিল । অযোধ্যারাজ বহুদিন পরে নিজ বাহ্যের প্রকৃতিবৃন্দবে
সন্ধিচ্ছিত্ত দেখিয়া তাহাদের সঙ্গত সকল প্রার্থনায় স্বীকৃত না হওয়া
নিজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া অনুমান কবিলেন । এবং প্রকৃতিকন্যা
সীতাদেবাকে প্রকৃতির কোড়ে আঁবি আশ্রমে প্রেরণ করিলেন । ইতি-
পূর্বে গর্ভাবস্থায় তাঁহাব জীবনের কি সাধ আছে জিজ্ঞাসিত হওয়া
জানকা বলিয়াছিলেন যে মুনিদের আশ্রমে একদিন থাকিয়া প্রাকৃতিক
বৃত্ত দেখিবাব তাঁহার বড়ই সাধ । রাজারি গৃহে প্রতিপালিতা সীতা
রাজধানী'ব আবিল তরঙ্গ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐবিগৃহের অধঃশক্তি ভোগ

করা কখনই স্বভাব বিরুদ্ধ যত্নে করিলেন না । অধিকন্তু প্রকৃতিবন্ধন করিতে স্বামচক্রকে নিযুক্ত রাখিয়া, তিনি জাত সম্ভানবয়ের লালনপালনে নিযুক্ত রহিলেন এবং তাহাদিগকে পিতার গুণাবলীর কথা সর্বদাই জ্ঞনাইতেন । পরে যখন প্রজাবৃন্দ, সীতা চরিত্র যে নিরুলঙ্ক এবং তিনি পতিভাবে স্বামচক্র ভিন্ন যে অন্য কোন মূর্ত্তি কখন ধ্যান করেন নাই, একথা সীতাদেবী স্বয়ং শপথ করিলে পুনরায় মহিষীরূপে গৃহীত হইতে পারেন, একপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, তখনও তিনি অভিমান করেন নাই । সীতাদেবী জানিতেন যে ইহসংসারে সানান্যমনা প্রজাবর্গের সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নহে এবং পরগৃহে বহুদিবস বাস করিলে সকল জীলোকের চরিত্র পবিত্র থাকিও সম্ভবপর নহে । এ কারণে তিনি প্রজাবৃন্দের প্রস্তাব দোষাবহ বলিয়া অস্বীকার করেন নাই এবং অগ্নান বধনে পবীকার সম্মুখীন হইয়াছিলেন । তিনি সকলের সম্মুখে আসিয়া শপথ করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে পরীক্ষণে, রাজমহিষীরূপে, যাতুরূপে, ইহ জগতের সমস্ত কর্তব্য কর্তাই তিনি সমাধা করিয়াছেন, তখন প্রকৃতিব কলা প্রকৃতিব ক্রোড়ে লীন হইলেন ।

সমাপ্ত ।

আয়েষা চরিত্র ।

পরিহিতের আকাঙ্ক্ষা রমণীস্বদয়ে স্বতদূর বলবতী হইতে পারে এবং প্রণয়ভাজনের সহিত মিলনেব সম্ভাবনা না থাকিলেও রমণীপ্রেম যে কতদূর উচ্চ হইতে পারে, আয়েষা চরিত্রে কবিকল্পনার তাহাই নির্দর্শিত হইয়াছে। কবিদের চরিত্রসৃষ্টি করিবাব একটা ক্ষমতা আছে এবং আয়েষা চরিত্র বহু কবিতে কবির বক্ষিমচন্দ্র বোধ কর সে ক্ষমতার উৎকৃষ্টতার শেষ সীমায় উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

আয়েষা মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মুসলমানদের ধর্মে জ্বালোক তালোক দিয়া ধর্মে পতিত না হইয়া অল্প স্বামী গ্রহণ কবিতে পারেন। অধিকন্তু তাহার বালাসখা ধনবান্ ও বীর্যবান্ ও সমান তাগাব পাণিগ্রহণের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত। এস্থলে বন্দীকৃত রাজপুত স্তনয়েব সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নবাবনন্দিনী আয়েষার স্তনয় আকৃষ্ট হইল। তিনি জানিতেন যে রাজপুতবীর কখনই মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করিবেন না, তথাপি তিনি মনোজীবনে তাহাকে বরণ করিলেন। অতএব আয়েষাকে বিধবার জায় স্বামী চিন্তা করিতে হইবে। হিন্দুকবি, বঙ্গাবধবা যে উচ্চতম কল্পনাব সৃষ্ট হইয়াছে, আয়েষাকে ততোধিক উচ্চতর কল্পনায় সৃজিত কবিয়াছেন। বাস্তবিক পরের জন্ম প্রকৃতিবন্ধনের জন্ম, সমাজেব জন্ম সীতাতে যে স্বার্থত্যাগ চিত্রিত করিয়াছেন, বক্ষিমচন্দ্র প্রণয়েব জন্ম আয়েষাতে সে স্বার্থত্যাগ চিত্রিত করিয়াছেন। কারুণ্যের কোমল রসে বিপলিতা কুপাময়ী আয়েষা তাহার স্তনযে যে, গুণরাশির মূর্ত্তি নির্মাণিত করিয়াছেন, তাহা ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও সংস্কার নির্বিশেষে পবিচালিত হইতে পারে না। এই কারণে তিনি দাম্পত্য স্তবেব অভিলাষ স্তনয়ে স্থান দেন নাই। এই কারণে

ধনসম্পদের অধিকারী ওসমানের প্রণয় ও তাঁহাকে আকৃষ্ট কবিত্তে পাবে নাই ।

হিন্দু-বিধবা-চরিত্র পতিসোহাগে সোহাগিনীর স্বামীর মৃত্যুর পূর্বের চরিত্র । কিন্তু আয়েষা ত কাহাকে বিবাহ কবেন নাই । দময়ন্তী মনে মনে পূর্বেই নিবধরাজকে বরণ করিয়াছিলেন এবং দেবতাগণ নলের রূপ ধারণ করিলেও দময়ন্তীর মানসিক নলের প্রাধান্ত রক্ষা করিয়াছেন । এতলে মানসিক বনের প্রেষ্ঠত্বের সচিত্র নলপ্রাপ্তিরূপ পূরকার ; কিন্তু আয়েষার বিষয় স্বতন্ত্র ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে । প্রণয় ভাজনের প্রাপ্তির কোন আশা না থাকিলেও আয়েষার মানসিক বলের প্রাধান্ত পৰিস্ফুটিত হইয়াছে ।

স্বামীর মৃত্যুতে স্বামীসোহাগিনীর বৈধবা এক কথা, কিন্তু স্বামিতে বরণ করিয়া স্বামী লাভে বক্তিতা মুসলমান রাজকন্ডাব প্রণয়ের পতিগত একগ ভাবে নির্ণয় করা প্রণয়ের প্রকৃষ্ট পরিণাম প্রদর্শন । জগৎ সিংহের প্রেম হিন্দুসংস্কারাবদ্ধ , কাবণ তিন্দু হইয়া তিনি মুসলমান কন্ডাকে কখনই লাভ কবিত্তে পারিতেন না জানিতেন । আয়েষার প্রেম কোন ধর্মসংস্কারাবদ্ধ নহে । তাঁহার মতে সংসাবে এক ব্যক্তিকেই স্বামী ভাবে চিন্তা করা হাটতে পারে । এবং ধর্ম সংস্কার যদি তাহাতে বাধা প্রদান কবে, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করা অধর্ম । অতএব আয়েষা ও জগৎ সিংহের প্রেমধর্ম রিতির ।

এ কারণে মনোজীবনে পতিরূপে বৃত্ত স্বামী যদি অন্য কাহাকেও বিবাহ করেন আয়েষার তাহাতে অভিমান নাই । তিনি জগৎ সিংহের ধর্মপন্থী তিলোত্তমার প্রতি অশ্রুতা পরবশ হইতে পারেন নাই , কারণ অশ্রুতার বিপরীত চিত্তবৃত্তি, পরোপকার প্রবৃত্তি এবং পবন্থে সুখানুভব করিবার বলবতী বাসনা, তাঁহার হৃদয়ে সর্বতোভাবে বিস্তৃত ছিল ।

সেই কারণে তিনি হর্গেশনন্দিনীকে বিবাহকালে অলঙ্কার সমূহে ভূষিতা করিয়াছিলেন এবং তদবধি, পাছে নারায়নের দুর্বলতার বশীভূত হইতে হয় বলিয়া, তিনি দূরে দূরে বহিলেন ।

তথাপি আয়েষা দেবী নহেন । যথুস্তের যে ভ্রমাত্মক অভিমান হয় আয়েষা একদা সেই অভিমানেব পরবশ হইয়াছিলেন । তিনি জগৎ সিংহেব পবিষয় সময়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন । তাঁহাতে দেবী ভাবের আধিক্য, অথবা সাধারণ মানব হইতে ভিন্ন ভাব বর্তমান থাকায়, তিনি নিজভ্রম বুঝিতে পারিলেন, এবং জীবনের মহৎ সঙ্কল্পের ছবি মানস পট হইতে ম্লান হইতে দিলেন না । এট কারণে বিষাদুভীয তিনি নদী প্রলে নিষ্ক্ষেপ কবিলেন, দুবে থাকিয়া প্রণয়-ভাজনেব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা কবিতে লাগিলেন এবং জগৎ সিংহের নিকট ভালবাসার প্রতিনিধান প্রত্যাশা করিলেন না ।

শ্রীধামচন্দ্রের স্মৃৎখে নিমিত্ত সীতাদেবীর স্বার্থত্যাগ এবং প্রণয়-ভাজনের স্মৃৎখে নিমিত্ত আয়েষার স্বার্থ ত্যাগেব তুলনা করা উচিত নহে, কারণ একজন বিবাহিতা অপব জন কুমারী । কান্দুয়ারী প্রণেতা মহাশেতাকে পুণ্ডরীকেব আদর্শনে তপস্বিনী রাধিবাছেন কিন্তু হর্গেশ-নন্দিনী প্রণেতা আয়েষাকে প্রাসাদস্থ নবাবনন্দিনী রাধিবাছেন । পুণ্ডরীকে লাভ কবিবার আশা মহাশেতার অন্তর হইতে কখনই অন্তর্হিত হয় নাই । কিন্তু মুসলমান রাজকন্ডার হিন্দুরাজপুত্র লাভের কোন আশাই ছিল না । স্ব টর রিবেকার হিন্দু রমণীর স্বার্থত্যাগ ও অন্তান্ত আদর্শ হিন্দু রমণীর বিশিষ্টত্ব এবং হিন্দু বিধবা যে উচ্চতম কল্পনার সৃষ্ট হইয়াছে তাহাবই সমাবেশ কবিকল্পনায মুসলমান রাজ-কন্ডায় নির্দর্শিত হইয়াছে ।

বড় লোকের ও ভাল লোকের জীবনের উপকারিতা ।

বড় লোক ও ভাল লোক বলিতে ধনী লোক বুঝায় না । জীবনের
অটল-সমস্তা-সমাধানে সাধারণ ব্যক্তি স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া যেক্রপ
নিজজীবনের গতিপথ নির্দিষ্ট করিয়া লয়, মহাজনেরা তাহা করেন না ।
জগতের ভাষার প্রাণদান, চবিত্র বা মূর্তি বা দৃশ্য গঠন বা রচনা, বহুবিধ
লোকের হৃদয় যাত্ৰা করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মরাজ্যের দিকে পরিচালন,
জয়ভূমি, সমাজনীতি ও রাজনীতির প্রতি অহুসাগ এবং প্রাণপণ
আত্মবিসর্জন এবং নবনবোন্মেষিনী বুদ্ধির বিকাশে নূতন নিত্য-
প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা যে নিজ স্বার্থে বলিদান
দিয়াছেন সে বিষয়ে কাহাবও সন্দেহ থাকিতে পারে না । ইহাদিগের
আদর্শ চবিত্র বা বিজ্ঞা বা বুদ্ধি বা পৌরুষের প্রভাবে কেবল যে নানা-
বিষয়িনী বিজ্ঞা, ধর্ম্ম, সমাজ ও দেশের উপকার সাধিত হইয়াছে এক্রপ
নহে, এষ্ট মহাপুরুষগণ যে পথ প্রদর্শিত করিয়াছেন, আজ সেট পথেব
পথিক হইয়া, অপবে নিজ নিজ চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ
হইয়াছেন এবং কাহার কাহার হৃদয়ক্ষেত্রে গুণবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে ।
এই মহাজনগণের চবিত্রের যদি বিশিষ্টত্ব না থাকিত তাহা হইলে
অনেকেই তাহাদিগের প্রচারিত ধর্ম্মের অবলম্বন করিত না, অথবা
তাঁহাদের ভাষায় নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতে আগ্রহান্বিত হইত না,
অথবা তাঁহাদের প্রবর্তিত রাজনীতি বা সমাজনীতি অনেকের প্রিয়
হইত না, অথবা তাঁহাদের স্বদেশাত্মবোধ অনেকের অচুকরণীয় হইত না
অথবা তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত পণ্য সামগ্রী উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিয়া
অনেকেই সমৃদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেন না ।

। যখনই দেশে বা সমাজে অভাব ও প্রয়োজনীয়তা পরিদৃষ্ট হয় তখনই এক একটী সমস্তার সমাধানে অনেকেই চিন্তিত হইলেন । কিন্তু বড় লোকেরাহ তাহার সীমাংসা করিতে পারেন । যে দেশে সেই সময় মহাজনের আবির্ভাব হয় সেই দেশই ধন্য । মহাজনেবা ধর্ম্মকে নীতিকে, দেশকে, সমাজকে, কলাবিজ্ঞাকে, ভাষাকে, শিল্পকে এবং অসংখ্য প্রয়োজনীয় বিষয়কে উন্নত করিতে যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা সেই পন্থা অবলম্বন করিলে সকলেই উন্নত হইতে পারিব, নচেৎ আমরা আত্মসংযমে অপারগ হইব, আত্মচিন্তা ও আত্মত্যাগ পরিষ্কৃত করিতে অক্ষম হইব, এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইব ।

কোন মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিলে মন সহসা তদীয় লোকোক্তব কীটিকলাপে নিমগ্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার অল্পপদ সঙ্গোপবলীর অল্পকবণে স্বতঃই ব্যগ্র হইয়া থাকে । কি বাস্তবজ্ঞের উৎকর্ষ সাধন করিতে, কি বয়স যত্নের অভাব পূরণ করিতে, কি মৃত-শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে, কেবল যে এক ব্যক্তি যাবজ্জীবন পরিশ্রম করিয়াছেন একপ নহে, এক ব্যক্তি যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, পরবর্তী ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়া উন্নতির নিকট অথবা শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন । আমরা যাহা কিছু উত্তম পাঠ করি, যাহা কিছু উত্তম শিক্ষা করি, যাহা কিছু ভক্ষণ করি, যাহা কিছু পরিধান করি, এক কথায় যাহা কিছু ভোগ করিয়া চবিত্তার্থ বোধ করি, তাহা প্রথমেই একপ ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই । সেগুলির উৎপাদন ও প্রস্রুতির মূলে বড় লোকেব অধ্যবসায় ও কর্ম্মপরম্পরার ফলসমষ্টি সন্নিহিত আছে ।

পরোপকারী জীবনী পাঠে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে, দয়া বা কারুণ্যে, এবং সহানুভূতি ও উপকার করিবার ইচ্ছায়, প্রণোদিত হইয়া তাঁহাবা পরোপকার সাধন করেন—প্রত্যুপকার পাইব এ ভাব

কখনই তাঁহাদের হৃদয়ের বলবতী বাসনা হইতে পারে না । আমরা আরও উপলব্ধি করিতে পারি যে বিজ্ঞানাগব মহাশয়ের মত তাহাদের উপার্জনের চেষ্টা কেবল উপকার করিবার সামর্থ্য লাভের হেতুমান্ ।

সেইরূপ ধর্মবীরের জীবনী পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাদের ঐকান্তিক চেষ্টা স্বার্থ-ত্যাগ ও প্রাণবিসর্জন কেবল পাপী ও নাস্তিকগণের উদ্ধারের হেতুমান্ ।

যুদ্ধবীরগণের অলৌকিক সাহস, অবসর স্তিমিত সৈনিকের জাগ্রত মনীন তেজঃসঞ্চাব, ও মৃত্যু-আলিঙ্গন, দর্শন ও শ্রবণ কবিলে স্বদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষার প্রবলবাসনা হৃদয়ে উদ্দীপিত হয় ।

এ জগতে বাচ্য কিছু মঙ্গলময় তাহাবই সমাধানে মহৎ ও সাধু ব্যক্তিব্য অসাধারণ অধ্যবসায সহকায়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন । তাঁহাদিগের অবলম্বিত পন্থা অহুসরণ কবিলে আমাদের হৃদয় প্রশস্ত, অন্তঃকরণ উন্নত, বুদ্ধি কর্মক্ষমা এবং সামর্থ্য কার্যপ্রসূ হইবে । এবং তাহা হইলেই আমরা স্বদেশের ত্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সক্ষম হইব ।

কলিকাতা দর্শন ।

বালাকালে যখন কয়েকবার কলিকাতায় আসিবার্ছি তখন জানিতাম যে, সার্কাস ও অজ্ঞাত তায়াসা দেখিতে চটলে কলিকাতায় আসিতে হয় । পরোক্ষা দিবার কালীন কলিকাতায় আসিয়া অনেক দেখিলাম এবং বুঝিলাম যে কলিকাতায় দেখিবার ও শিখিবার অনেক আছে । প্রথমতঃ এটীকী মনে হয় যে নৈসর্গিক শক্তিতে যেমন ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সংঘটিত হয় সেইরূপ মানবের স্বার্থ-প্রণোদিত-শক্তিতে এক একটী স্থানের ত্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয় ।

ইতিহাসে কথিত আছে যে, কোন ইংরাজ চিকিৎসক দিল্লীর সন্ধ্যাটের নিকট হুগলি কাশিমবাজার ইত্যাদি স্থানে অবাধে বাণিজ্য করিবার সম্মতি লাভ করেন এবং পরে ইংরাজ বণিকদের বাঙ্গালার নবাবের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা গঙ্গার পূর্বপারে হুতাছুটি নামক স্থানে তাহাদের কুঠি উঠাইয়া আনিয়াছিলেন এবং কিছুদিন পরে তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন। এই হুতার হাট ক্রমে ভারতের বাজধানী কলিকাতায় পরিণত হইয়াছে। কে জানিত সেট দীঘল ও হুত্ৰব্যবসায়ীদের ক্ষুদ্র পল্লী এককালে সৌখ্যমালায় শোভাদিত হইয়া প্রাসাদনগরী (city of palaces) বলিয়া অভিহিত হইবে? কে জানিত অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান হইয়া এই ক্ষুদ্র ভবনীসমাকুল হুতাছুটি ঘাট অগ্ন্যপাত পূর্ণ প্রাচ্যদেশের একটী প্রধান বন্দর হইবে।

পল্লী হইতে এত বাজধানীতে আসিয়া সমস্তট নূতন বোধ হয়। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত প্রায় সমস্ত রাস্তায়ই গতিশীল শকটের ঘর্ঘর ও বাস্তব সমস্ত ব্যক্তির পাদবিক্ষেপ ও কোলাহলে পূর্ণ। এখানে বড় লোকেরা, মধ্যবিত্তেরা ও দরিদ্রেরা সকলেই কোন না কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন এবং সকালবট সন্ধ্যার মূল্য অধিক। এই কাণ্ডে এখানকার লোক সামান্য পথও ট্রাম গাড়ীতে যাতায়াত করিতেছে। এখানে বাজান ও যানপরিচালন-কার্য্যে বিদ্যুৎ মনুষ্যের কিস্করত্ব কবিত্তেছে। এখানে বর্জমান জনসংখ্যার পৌকষ প্রকাশে প্রকৃতিদেবী ত্রীডা-অবনত বালিকার মত আপন মনঃ সুখমা প্রকাশ করিতে অবগুণ্ঠনবতী। এখানে স্বাধীন পক্ষীর গান নাই, বায়সেব কিচিমিচি আছে, এখানে কৃতিবাসের মধুর সঙ্গীত নাই, হজুগের ছড়া আছে, এখানে সরলতার পরিবর্তে চতুরতাই অধিক দৃষ্ট হয় এবং মতলব না থাকিলে সহজে কেহ কথা কহে না।

কলিকাতার কোন বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কি কি স্থান দর্শন করা উচিত তাহার উত্তরে বুঝলাম যে তিনি যে স্থানে কর্ম করেন সেইস্থান ও বাছুরব কালিঘাট ও আলিপুরের চিডিয়াখানা, নাচঘর গডের মাঠ, কেলা, গঙ্গাতীর ইত্যাদি অতি অল্প সংখ্যক স্থানের বিষয় তিনি অবগত আছেন। পবে আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে কলিকাতা কোন্ কারণে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তখন বুঝিলাম কলিকাতা বাণিজ্য ও আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের স্থান বলিয়া বিশিষ্ট হইয়াছে। এ কাবণে এইদিক দিয়া কলিকাতা দেখিবার চেষ্টা করিলাম।

প্রথমে কলেজ স্কোয়ার গিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও চতুষ্পাখন কলেজ সমুদায় দেখিলাম। পরে মনে হইল তাঁহাদের উদ্ভমে শিক্ষাবিস্তারের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভব হইয়াছে তাঁহাদের কীষ্টি স্ববর্ণার্থে যে চিহ্ন আছে তাহাই দেখিব। গোলদীঘির দক্ষিণ দিকে সামান্য একাধে রক্ষিত ডেভিড হেরারের কবর দেখিলাম। যে মহাপুরুষের চেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার সম্ভবপর হইয়াছে তাঁহার স্মৃতি বক্ষার্থে বাছাড়ঘরপ্রিয় কলিকাতাবাসীর সমধিক চেষ্টা নাই বুঝিতে পারিলাম। পরে গোলদীঘির পশ্চিম পারে দয়ার সাগর বিজ্ঞাসাগরের প্রাতিমূর্ত্তি দেখিলাম। স্মৃতে শিক্ষাবিস্তারের বন্দোবস্তের পথপ্রদর্শিত না হইলে আজ এত অধিক বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর সম্ভাবনা হইত না স্মরণে বিশ্ববিদ্যালয়েরও এত ত্রীরদ্ধি হইত না। একারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে এই প্রস্তব মূর্ত্তি দেখিবা সম্ভব হইলাম। ইস্কুলের সংখ্যার আধিক্য দেখিবা প্রথমে মনে হইল বুঝিবা দয়ার সাগরের অমুকরণে অনেক মহাত্মা অনুপ্রাণিত হইয়া স্মৃতে বিজ্ঞানানের আগার স্থাপন করিয়াছেন। পরে অনুসন্ধানে জানিলাম যে বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের দানে তাঁহার ইস্কুল কলেজ প্রতিপালিত এবং অন্যান্য ইস্কুল কলেজের দানে সেগুলির

স্বত্বাধিকারীবা প্রতিপালিত । কি বিসদৃশ ব্যাপাব ! সংকর্ষের ভাণ এবং সাধু আদর্শের অপপ্রয়োগ । পরে মেডিকেল কলেজ দেখিলাম ও মূলভে চিকিৎসক প্রাপ্তির মূল কারণ বুঝিলাম এবং একের অর্থে ষাঁহা সম্ভবপর নহে তাহা বহুলোকের অর্থে নির্মিত ও পরিচালিত হইয়া চিকিৎসা বিধানের উপায়, দানধর্মের প্রকৃষ্ট পরিচয়, হাসপাতাল হইয়াছে, দেখিতে পাইলাম ।

এইখান এই দেশের ভূতত্ত্ব অতীত ও বর্তমান শিল্প, ধাতুজ সামগ্রী, জীবজন্তুর কঙ্কাল, অবিকৃত ভাবে রক্ষিত পণ্ড পক্ষীর মৃত দেহ, প্রাচীন ভাস্করকার্য্য ও স্থপতি বিস্তার নিদর্শন স্বরূপ দেব প্রতিমা ও ঘটনাচিত্র এবং খোদিত পুরাতন অক্ষরে বন্ধিত নানা যুগের অক্ষুশাসন দেখিতে বাহুঘরে প্রবেশ করিলাম । দেখিলাম দেশ দেশান্তরের লোক দেখিতে আসিয়াছে । প্রায় সকলেই এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত দেখিয়া চলিয়া গেল । এক একটা ঘরে ছুট একজন বহুক্ষণ ধরিয়া সামান্য এক একটা বস্তু অতিশয় আগ্রহের সহিত নিবীক্ষণ করিতেছেন । একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাগা বুঝিলাম তাহাতে মনে চইল বাহুঘরবৎ তাবৎ বিষয়ে আন্তরিক লোক জগতে বিরল । এক এক বিষয় লইয়া এক এক ব্যক্তি বাথজ্ঞান পবিশ্রম করিলে ক্লান্তবিষ্ট হইতে পাবেন ।

প্রাচ্য পুরাতত্ত্বের পরিষদগৃহ পুবাণ বাহুঘর দেখিবার বড়ই সাধ হইল । ভাবিলাম এখানেও বুঝি দেখিবাব কিছু আছে । পবে শুনিলাম পণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স বহুকাল পূর্বে পাচ্য দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, শাস্ত্র ইত্যাদি সম্যক্ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত এই সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন । এখানে ভারতবর্ষীয় নানাতায়ায় লিখিত হস্তলিপি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ আছে তাহা দেখিলেই বা কি হইবে ? যদি কখন পাঠ করিতে পারা যায় ত জীবন সার্থক হইবে ।

পরে জীবতত্ত্বের জীবতত্ত্বশিক্ষার স্থান জুলজিক্যাল গার্ডেন বা পণ্ডশালা দেখিতে গেলাম। তথায় জলচর ও সবোন্মুপও রহিয়াছে দেখিলাম। মনে হইল জীবতত্ত্বের সামান্য একখানি পুস্তকে পণ্ডজ্ঞান কয় ভাগে বিভক্ত তাহাও যদি পড়িয়া আসিতাম তাহা হইলে অন্ন ব্যয়ে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিবা সুখী হইতাম।

তুনিলাম পণ্ডশালাব অনতি দূরে হাওরা কুঠি (observatory) আছে। কিন্তু তাপমান যন্ত্র ও বায়ুমান যন্ত্রের কিছুমাত্র জানিয়া তথায় হাওরা বিধেয় বিাবচনা কবিলাম না।

এইবার উদ্ভিদ তত্ত্ব আলোচনার নিমিত্ত কলিকাতার অপব পারে যে বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে মেডিকেল কলেজের একটা ছাত্রের সহিত তাহা দেখিতে গেলাম। প্রতিবৃক্ষেই তাহার ল্যাটিন নাম লিখিত বহিয়াছে দেখিলাম। যাহা হউক এই উদ্ভানের সার্বিকতা উপলব্ধি করিতে কতক সমর্থ হইলাম। এখান হইতে স্থপতি বিজ্ঞার আগার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দেখিতে গেলাম। তথাকার হাতেকলমে শিক্ষাব বন্দোবস্ত দেখিবা চমৎকৃত হইলাম।

এইবার আমাদের দেশবাসীর যত্নে প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারিক শিক্ষা শিক্ষার আগার দেখিতে গেলাম। মনে মনে কতই আনন্দ হইল, কতবার তাবিলাম আবও অনেক বিষয় কবে এইখানে শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং কতকালে আরও অধিক বালক এখানে ভর্তি হইয়া আপনাদিগের জীবনের গতিপথ নির্দিষ্ট কবিবা লটবে।

এইবার সদাগরী আদিসের একটা বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে বাণিজ্যের নিমিত্ত কলিকাতা এক্রপ সমৃদ্ধ তাহাব আমি কিছু দেখিতে ইচ্ছা কবি। তিনি বলিলেন দেখিবা কিসে নাই। বড় মুদিখানার মুহুরি ঘেরূপ খাতা লিখিয়া মাসে কিছু পায় ও ব্যবসাব কিছুই অবগত নহে, তিনিও সেইরূপ বড় আকিসে খাতা লিখিয়া আইসেন ও

ব্যবসার কিছুই জানেন না। বাহা হউক বড়বাজারে বাইলাম ও দেখিলাম মাদোরার দেশের লোকেই ব্যবসা করিতেছে। সেখান হইতে আলুগুদামে বাইলাম ও তাহার ভারী সদাগরী আফিস দেখিয়া বুঝিলাম বাণিজ্য না থাকিলে এ সকল কুঠির কোনই আবশ্যকতা নাই। ক্রমে বয়েল এক্সচেঞ্জের সম্মুখে বাইলাম ও গুনিলাম উপবে নগর সমিতির সভাগৃহ। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কত বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের নিকট যে উক্তর পাইলাম তাহাও বুঝিলাম যে, এক এক আফিসের এক এক বিভাগের কিছু কিছু তাগারা অবগত আছেন এবং মোটের উপর কিছুই জানেন না। দালালপটীতে গেলাম, সকলেই দেখি কাণে কাণে কথা কহিতেছে ও ছুটছুটি করিতেছে। তাহারা কেবল কোম্পানীর কাগজের অথবা অন্তর্ভুক্ত সামগ্রীর দর অবগত আছেন এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার অসুস্থস্থানে শশবাস্ত। বড় বড় সদাগরি আফিসের দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়েও দেখিলাম আমার দেশবাসী নিযুক্ত রহিয়াছে কিন্তু কোন জিনিষের নির্ম্মাতা কোথায় থাকেন, তাহার কিছুই তিনি বলিতে পারিলেন না। পরে বান হউসে (Bonded ware house) দেখিতে গেলাম এবং গুনিলাম আমদানী মালের শুদ্ধ না দিতে পারিলে তথায় মাস বাগিতে দেওয়া হয়, কিন্তু এই জাতীয় গুদামের আবশ্যকতা কি কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিল না। সংবাদপত্রে কোন ব্যাঙ্কে কত সুদ দেয় পড়িয়া থাকি, সেই জ্ঞান ব্যাঙ্ক দেখিতে গেলাম। মনে হইল বুঝি এগুলি কল্পিতক বা টাকার গাছ, কারণ ১০০ টাকা দিলে বৎসরের শেষে ১০৪ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু যে তাহার দেয় তাগাও কেহ বলিয়া দিল না। পরে গঙ্গার ধারে অসংখ্য অর্ধ-পোত দেখিয়া বুঝিলাম যে, এইগুলি যে কেবল পণ্যসত্তার লইয়া আগমন করে একরূপ হইতেই পারে না, এগুলি পণ্যসত্তার লইয়া যাত্রাও

কবে। এবং খিদিরপুর ডকে গিয়া দেখি দিবসে ও রাত্রে বিদ্যাতের আলোকে এক একখানি বৃহৎ অর্ণবপোত মালপত্র খালাশ করিতেছে অথবা উদবসাৎ করিতেছে। ফলকথা, ব্যবসার কিছুই বৃদ্ধিতে পারিলাম না।

পূর্বেবকাব মেটকাষ হল আজি কালি ইম্পিবিয়াল লাইব্রেরীতে পবিত্র হইয়াছে। এই পাঠাগারে নানাতাষাব পুস্তক আছে এবং ভারতবর্ষ স্বতন্ত্রীয় স্বাভাবীয় পুস্তকের সংখ্যাই অধিক। এইখানে গিয়া বিনা খরচে পুস্তক পাঠ করিয়া আসা যাইতে পারে। তথাপি কি পুস্তক গিয়া পাঠ করিব ইহা পূর্ন হইতে স্থির না করিয়া তথায় কেবল বেড়াইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এখানকাব পাঠগৃহেব কর্মচারী বাতীত কাহার সত্ৰিত কথা কহিবার বা গোলমাল করিবার নিয়ম নাট।

কলিকাতাব বাস্তাঘাট অতি পরিপাটি। বিশেষতঃ যে স্থলে সাহেবেবা বাস কবেন ও উহার সন্নিহিত গড়ের মাঠ ও কেল্লা, উডেন গার্ডেন এবং ঈংবাজটোলাব নয়নাতিবাম বুদ্ধাপণশ্রেণী, কি দিবসে, কি রাত্রেব বৈদ্যাতিক আলোকে দেখিতে বড়ই সুন্দর। দুব নদীবন্ধ হইতে হাইকোর্টের উচ্চ চুড়া দেখিতে পাওয়া যায়। লালদীঘিব এক দিকে ছোটলাটের আফিস, অপর দিকে গবুজসহ পোষ্টাফিস এবং অন্তান্ত দিকেব আপণশ্রেণী ও কুঠি সমূহের আলোখা রাজিতে রথাবলীব আলোকপ্রাচুর্য্যে যখন দীঘিব স্বচ্ছ জলের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তখন দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হইতে হয়।

UNIVERSITY QUESTIONS

ENTRANCE EXAMINATION

1886. The habit of obedience and it's effect in the formation of character (see p 26)

1887. The evils of intemperance and the means of their remedy. (see p 13)

1888. The advantages of studying English for an inhabitant of British India

1889. The advantages of sound health and the means for its preservation (see p 13)

- 1890 Choose your companions most carefully, for a man is known by the company he keeps. (see p 23)
- 1891 The advantages of cultivating good and avoiding evil company (see p 23)
- 1892 The evil consequence of excessive avarice (see p 94)
- 1893 Honesty is the best policy (see p 61)
- 1894 Virtue alone is happiness below (see p 61)
- 1895 The highest of virtue is to do good to others (see p 38)
- 1896 The advantages of associating with the virtuous and the clever and the disadvantages of associating with unprincipled and illiterate people (see p 23)
- 1897 The advantages of acquiring a habit of depending upon one's own self (see p 29)
- 1898 Patience and perseverance can overcome all difficulties, or, where there is a will there is a way (see p 48, 52)
1899. Industry and frugality are the only way to wealth. (see p 75)
- 1900 Do your duty come what may (see p 77)
- 1901 Hard and honest work is the only means of winning honour and distinction in life (see p 75)
- 1902 The advantages of forming habits of self-reliance from our earliest years (see p 29)
- 1903 Industry and perseverance overcome all difficulties (see p 48, 52)
- 1904 A vicious life can never be a happy life.
- 1905 Courage to do one's duty (see p 77)
- 1906 The way to wealth is broad It consists of two words, 'Industry and Frugality,' that is, never spend your time and money in vain (see p 75)
1907. The respective duties of teacher and pupil
- 1908 Industry brings its own reward The last summer vacation and the use you made of it
- 1909 The value of a great and good life (see p 174) The natural scenery of Bengal The story of Nala and Damayanti (see p 160) A business training is necessary for a business career (see p 103) ,

(1909 Supplementary E. E)—The story of Raja Harish chandra, (see p 132)

The Importance of Physical culture. A visit to any of the Great cities of India (see p 176)

FIRST EXAMINATION IN ARIS 1907.

(*Optional paper*)

Paper set by Babu Dinesh chandra Sen B A

Write an essay on any two of the following subjects

(a) The seasons of India their duration their bearing on domestic life, trade, and prices of articles—games and festivities of the seasons—their crops, fruits and flowers—diseases peculiar to each season and rules of health to be observed to avoid them (see p 122)

(b) The Bengali author you like best—reasons for your preference—his life—his principal works and their contents—his position in literature as compared with that of his contemporaries—his influence on the literature of his country

(c) Your own native village—its situation and surroundings—sanitation, water-supply and drainage, means of communication—educational institutions—its past history—any object of antiquarian interest that it may possess—its inhabitants—their education—their religion, customs amusements—any industry or produce which the place may be noted—suggestions for improving its condition

(d) Strength of character—how it helps to attain success in life—a man of ordinary talents with character compared with a man of genius without it—character more potent than wealth—its attendant virtue—perseverence, moral courage and self help—the relation of character to spirituality—examples in illustration. (see বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ)

(e) The study of history—its influence on the progress of individuals and nations. Discuss the remark usually made that the Hindu mind is averse to the study of history (see বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ)

FIRST EXAMINATION IN ARTS, 1908.

BENGALI COMPOSITION

(Optional paper)

Paper set by Babu Dinesh chandra Sen B.A.

Write essays on any two of the following subjects —

(a) City-life and country-life —experiences of both essential for intellectual and moral development—their respective advantages and disadvantages—how to avoid the latter—causes that have led to the growing tendency in Bengal for desertion of country-life in preference to city-life—effects of such a preference on our society generally. (see বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ) 50

(b) Any long journey that you may have made — course and mode of journey—the objects that struck you most during the journey— anything of historical interest that you came across—condition of weather and their bearing upon your health—hardships endured—your companions—any amusements in which you took part 50

(c) The character of Kundanandini in Bishabriksha—how far this creation of Bankim's fancy is an outcome of European influence, and how far it represents the ideal of womanhood in Bengal—Kundanandini compared with Ayesha in Durgeshnandini—the influence of these two characters on society (see p 170) 50

(d) Earthquakes—their causes—some of the earthquakes that have occurred in Bengal in past years—the greatest earthquake of which you have read in history (see p 147) 50

(e) Honesty is the best policy—examples of honest men thriving in the long run and of the ultimate failures of dishonest men in spite of their early successes in life from history and from your own observation. (see p 81) 50

(f) The domestic animals of Bengal—the help they render to householders—their food—precautions to be taken to protect them from death and disease—the training necessary to make them useful—remarkable instances of their fidelity and usefulness (see p 115) 50

INTERMEDIATE EXAMINATION 1909

Paper set by Babu Dinesh chandra Sen B A

Write an essay on either of the following subjects —

(a) Description of your village—its situation, topography, natural features, history, if any, old buildings, temples, shrines, &c., population, race, religion, division into castes, agricultural products, principal crops, nature of soil, agricultural methods, methods of irrigation, relation between landlord and tenant, trades and industries, village-marts, fairs, communication—roads, sanitation supply of drinking water, conditions of drainage, prevalent diseases, epidemics, medical assistance, village festivals, education methods of settling disputes, general needs of the people 10

(b) Duty of students—conduct at home, conduct at school, regularity in habits, regularity and punctuality in attendance, behaviour in the class-room, conduct towards teachers, towards class-mates, virtue of obedience, submission to discipline, common instances of dishonourable conduct in students, common temptations, diligence in study, rivalry and emulation; academic success, ideal of student-life (see p 11) 10

